

সূচীপত্র

مجلة  
عرفات الأسبوعية  
شعار التضامن الإسلامي

# সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আশ্রয়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

◆ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ◆ সোমবার ◆ বর্ষ: ৬৫ ◆ সংখ্যা: ২১-২২



আল-কাসীম ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

# আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية  
شعار التضامن الإسلامي  
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)  
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

### গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

### ব্যাংক একাউন্টসমূহ

<p><b>বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস</b> ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নওয়াবপুর রোড শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১</p> <p><b>বিকাশ নম্বর</b> ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।</p>	<p><b>সাপ্তাহিক আরাফাত</b> ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০</p> <p><b>মাসিক তর্জুমানুল হাদীস</b> শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. বংশাল শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮</p>
---	---

বিশেষ দৃষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?  
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক  
**আরাফাত**  
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪  
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০  
www.jamiyat.org.bd

سجلة  
عروض الأسبوعية  
شعار التضامن الإسلامي

# সাপ্তাহিক আরাফাত

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭  
রেজি - ডি.এ. ৬০  
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,  
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

মুসলিম জগতের আহ্বায়ক  
ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

\* বর্ষ : ৬৫  
\* সংখ্যা : ২১-২২  
\* বার : সোমবার

◆ ১৯ ফেব্রুয়ারি-২০২৪ ঈসায়ী  
◆ ০৫ ফাল্গুন- ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
◆ ০৮ শাবান-১৪৪৫ হিজরি

## উপদেষ্টামণ্ডলী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি  
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক  
সম্পাদক  
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন  
সহযোগী সম্পাদক  
মুহাম্মাদ গোলাম রহমান  
প্রবাস সম্পাদক  
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী  
ব্যবস্থাপক  
রবিউল ইসলাম

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম  
মুহাম্মাদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)  
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন  
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম  
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইয়ুজ ইসলাম সিদ্দিকী  
অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন  
সম্পাদনা পরিষদ  
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী  
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর  
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী  
ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী  
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ  
মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

## যোগাযোগ

## সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬  
সহযোগী সম্পাদক : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭  
ব্যবস্থাপক : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১

বিপণন অফিসার : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০  
কম্পিউটার বিভাগ : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭  
টেলিফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com  
www.weeklyarafat.com  
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-  
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd  
f/shaptahikArarafat  
f/group/weeklyarafat

## مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببנגلاديش  
 ৯৪ নোব ফোর, ডাকা-১১০০.

الهاتف : ০২৭০৬২৬৩৬ : الجوال : ০৯৩৩৩০০৯০১

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريني (رحمه الله تعالى)  
 الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيه العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

### গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাণ্ডলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্নাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

### “সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

### “সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ  
 পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

## সূচিপত্র

- ✍ সম্পাদকীয় ০৩
- ✍ আল কুরআনুল হাকীম :  
 ❖ কিয়ামত কবে হবে...?  
 আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী- ০৪
- ✍ হাদীসে রাসূল ﷺ :  
 ❖ রামাযানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত  
 গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
- ✍ প্রবন্ধ :  
 ❖ রমাযান আসন্ন : প্রস্তুতি গ্রহণ জরুরি  
 মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-মাদানী- ১২
- ❖ শাবান ও শবে বরাত  
 মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন- ১৫
- ❖ সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা  
 শাইখ ড. সালেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান (হফিহুল্লাহ)  
 অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ২০
- ✍ স্মৃতিচারণ :  
 ❖ আপনজন হরানোর মর্মসীড়া : সাতদশকের দুঃখগাঁথা  
 আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৩
- ✍ ক্বাসাসুল কুরআন :  
 ❖ পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড  
 আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৬
- ✍ সমাজচিন্তা :  
 ❖ হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন  
 পথে মানব সভ্যতা?  
 সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ- ২৮
- ✍ ইতিহাস-ঐতিহ্য :  
 ❖ জন্মদিন পালনের ইতিহাস  
 নাজমুস সাকিব- ৩২
- ✍ বিশ্বয় বৈচিত্র্য :  
 ❖ কিডনি : প্রাকৃতিক ছাঁকনি  
 মো. হারুনুর রশিদ- ৩৩
- ✍ কবিতা ৩৯
- স্বাস্থ্য সচেতনতা ৪০
- ✍ ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৪২
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৫

সম্পাদকীয়

তাওহীদী জনতায় মুখরিত জমঙ্গয়ত ক্যাম্পাস

গত ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি-২০২৪ ঙ্গসায়ী দু'দিনব্যাপী “দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন” অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হলো- ফালিল্লাহিল হামদ। বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস-এর দাওয়াহ ও সংস্কার কার্যক্রমের অন্যতম হলো ‘বাৎসরিক মহাসম্মেলন’। ঢাকার অদূরে সাভার ইপিজেড সংলগ্ন বাইপাইলে আমাদের নিজস্ব জায়গা জমঙ্গয়ত ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় এ মহাসম্মেলন। প্রথম দিন বৃহস্পতিবার অপরাহ্নের পূর্বেই বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলা হতে আগত জমঙ্গয়ত দরদি আহলে হাদীস জনতার উপস্থিতিতে পুরো প্যাভেলন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মাননীয় জমঙ্গয়ত সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে আমন্ত্রিত অখিতিবন্দ ও ইসলামিক স্কলারগণ বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় দিন জুমু'আর সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সত্যসেবী দীনদরদি মুসলিমগণের মহাজমায়েত হতে থাকে। ৫০ বিঘার এ বিশাল ক্যাম্পাস মূহূর্তেই মুসল্লিদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। যেন তিল ধারণের ঠাই নেই। বাংলাদেশে এটিই আহলে হাদীসদের সর্ববৃহৎ গণজমায়েত, যা মিডিয়া ও বোদ্ধামহলে সর্বস্বীকৃত। জমঙ্গয়তের সাথে সম্পৃক্ত নন এমন ব্যক্তিবর্গও অনায়াসে এ সত্য স্বীকার করছেন। জুমু'আর খুৎবাহ প্রদান করেন এ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন আল-বানী (رحمته) 'র সুযোগ্য জামাতা সউদি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিশিষ্ট দাঙ্গ শাইখ মাহির বিন যফির আল-কাহতানী। জুমু'আর সালাতের পর তাঁর খুৎবার অনুবাদ করেন বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

যথারীতি 'আসর সালাতের পর ঢাকা-১৯ আসনের মাননীয় এম.পি জনাব মো. সাইদুল ইসলাম-এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে মহাসম্মেলনের চূড়ান্ত অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনে প্রধান অখিতি হিসেবে উপস্থিত হন বাংলাদেশে নিযুক্ত সউদী রাষ্ট্রদূত 'ঙ্গসা বিন ইউসুফ আদ-দোহাইলান। তিনি তাঁর বক্তব্যে সউদী-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সর্থশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষত বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস-এর সাথে 'আক্বীদাহ্ ও মানহাযের গভীর সম্পর্কের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। এতে লক্ষ জনতার আবেগ ও আনন্দ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। অতঃপর জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস-এর উপদেষ্টা ঢাকা দক্ষিণ সিটির সাবেক সফল মেয়র ও বর্তমান ঢাকা- ৬ আসনের মাননীয় এম.পি আলহাজ্ব মুহাম্মাদ সাঙ্গিদ খোকন তাঁর ত্যাজদীপ্ত বক্তব্যে কাবা ও মসজিদে নববীর সম্মানিত ইমাম ও খত্বীবকে প্রধান অখিতি করে আগামী সম্মেলন বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করলে সউদি রাষ্ট্রদূত এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। আরো বক্তব্য রাখেন জমঙ্গয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম উপদেষ্টা, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি-এর ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও এফবিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ। জমঙ্গয়ত কল্যাণ ফাণ্ডের জন্য দাতা সদস্য হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে উদ্বীপনামূলক বক্তব্য পেশ করেন, অন্যতম উপদেষ্টা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য, মাসকো গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব এম.এ. সবুর। অতঃপর জমঙ্গয়ত সভাপতির নেতৃত্বে আমন্ত্রিত অখিতিবন্দ জমঙ্গয়তের অন্যতম সাফল্যের প্রতীক বিশ্ববিদ্যালয়সহ পুরো জমঙ্গয়ত ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। অতঃপর রাত ১১টায় মাননীয় জমঙ্গয়ত সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে দুই দিনের এ মহাসম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে আগত দীন ভাইদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্বীপনা দেখা যায়। তাঁরা অতি আগ্রহভরে দু'দিনের এ সম্মেলন উপভোগ করেন। নতুন অনুমোদিত 'আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি' ভবন দেখে বিমোহিত হন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় এতিমখানা, মডেল মাদরাসা, মহিলা মাদরাসা ও বাইতুল আবেদীন জামে মসজিদ সমন্বিত পরিপূর্ণ ক্যাম্পাস দেখে জমঙ্গয়তের কার্যক্রমের প্রতি তাঁদের একাত্বতা ও অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন। মহাসম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, বুকস্টল, তথ্যকেন্দ্র ও একঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ জমঙ্গয়ত শুক্বানে আহলে হাদীস-এর সেচ্ছাসেবী কাফেলা। তাঁদের সুশৃঙ্খল পরিসেবায় জনগণ মুগ্ধ। এভাবে লক্ষ আহলে হাদীসের সুবিশাল সমাবেশ ইতোপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। তাই আগামীতে আরো বেশি লোকের সমাগম হবে মর্মে দৃঢ় অঙ্গিকারের মধ্যদিয়ে উচ্চ আশাসহ শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে জনগণ নিজ গৃহে প্রস্থান করেন। আমরা আশাকরি এভাবে প্রতিবছর মহাসম্মেলন করলে তাওহীদী চেতনার উন্মেষ ঘটবে এবং “বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস” তার লক্ষ্যপানে বহুদূর এগিয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ। □

## আল কুরআনুল হাকীম কিয়ামত কবে হবে... ?

-আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী\*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۗ تَقُلْتُ فِي السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ ۗ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا  
قُلْ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

“তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধুমাত্র আমার প্রতিপালকের কাছেই আছে। তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন, তখন সেটা আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাবে। আকস্মিকভাবেই তা আপনাদের উপর আপতিত হবে। তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।”<sup>১</sup>

শানে নুযুল : ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, কুরাইশ গোত্রের লোকেরা একবার মহানবী (সঃ)-কে বলল; আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে বলুন কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন।<sup>২</sup>

ব্যাখ্যা

কিয়ামত বেশি দূরে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۗ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾

“তারা বলবে, সেটা কবে? বলো, সম্ভবত তা খুবই নিকটে।”<sup>৩</sup>

\* সিনিয়র মুদাররিস- জামি' আ দারুল হাদীস আল-আরাবিয়া-গাজীপুর।

<sup>১</sup> সূরা আল আ'রাফ : ১৮৭।

<sup>২</sup> আসবাবুন নুযুল।

<sup>৩</sup> সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৫১।

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾

“কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি এটা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে।”<sup>৪</sup>

কিয়ামত হঠাৎ করে আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَرَأِي الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ  
السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيبِهِ﴾

“যারা কুফরী করেছে তারা তাতে সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ না তাদের নিকট আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়বে অথবা এসে পড়বে এক বক্ষ্যা দিনের শাস্তি।”<sup>৫</sup>

এখানে কিয়ামতের দিনকে বক্ষ্যা বলা হয়েছে, যেহেতু ঐ দিনের পর আর কোনো বিচারের দিন আসবে না। মানুষের অজান্তেই কিয়ামত এসে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا  
يَشْعُرُونَ﴾

“তবে কি তারা তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আগমন করারই অপেক্ষা করছে? অথচ (তা অচিরেই এসে যাবে, কিন্তু) তারা অনুধাবন করতে পারবে না।”<sup>৬</sup>

কিয়ামত হঠাৎ সংঘটিত হবে; কিন্তু লোকেরা তা জানতেও পারবে না। এমনকি লোকেরা নিশ্চিন্তে নিজেদের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে থাকবে এবং তাদের মনে বিন্দুমাত্র চিন্তাটুকুও জাগবে না যে, দুনিয়ার শেষ সময়

<sup>৪</sup> সূরা তা-হা : ১৫।

<sup>৫</sup> সূরা আল হাজ্জ : ৫৫।

<sup>৬</sup> সূরা আয যুখরুফ : ৬৬।

এসে গেছে। এ অবস্থায় হঠাৎ একটি বিকট শব্দ হবে এবং যে যেখানে থাকবে সে সেখানেই বেহুঁশ হয়ে যাবে।

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَفْحِ الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“কিয়ামতের ব্যাপারটি চোখের পলকের ন্যায়; বরং সেটা তদপেক্ষাও নিকটে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।”<sup>১</sup>

কিয়ামত ধীরে ধীরে সংঘটিত হবে না। তা আসার সময় দূর থেকে কেউ দেখতে পারবে না এবং এর মাঝখানে কেউ নিজেকে সামলে নিয়ে কোনো রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করারও সুযোগ পাবে না। যেকোনো দিন যেকোনো মুহূর্তে চোখের পলকে বা তার চেয়েও কম সময়ে তা এসে যাবে। কাজেই যার সংশোধন হওয়ার সে যেন অবিলম্বে সংশোধিত হয়ে যায় এবং চূড়ান্ত ফায়সালার সময় দূরে মনে করে পাশ কাটিয়ে না যায়। একটি নিঃশ্বাস সম্পর্কেও কেউ নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলতে পারবে না যে, তার পরের শ্বাস গ্রহণের সুযোগ অবশ্যই হবে। হাদীসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ...وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ تَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَّبِعَانِيهِ، وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبِّنٍ لِفَحْتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيْطُ حَوْضَةً فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا.

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়ম হবে যে, বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতাদের সম্মুখে কাপড় ছড়িয়ে বসবে, কিন্তু সে কাপড় ভাঁজ করারও অবসর পাবে না। আর কিয়ামত এমন পরিস্থিতিতে অবশ্যই কায়ম হবে, এক ব্যক্তি উটনী দোহন করে নিয়ে আসবে, কিন্তু সে তা পান করারও সময় পাবে না। আর কিয়ামত অবশ্যই এমন অবস্থায়

কায়ম হবে, এক ব্যক্তি তার পশুর জন্য চৌবাচ্চা নির্মাণ করতে থাকবে, কিন্তু তাতে সে পশুকে পানি পান করানোর সময়-সুযোগ পাবে না। আর কিয়ামত এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে কায়ম হবে যে, এক ব্যক্তি খাদ্য তার মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার বা গলাধঃকরণ করার সুযোগ পাবে না।<sup>২</sup>

কিয়ামতের আলামত প্রকাশ পেয়ে গেছে : ‘উমার ইবনুল খাতাব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের সামনে আবির্ভূত হলো। তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিল কুঁচকুঁচে কালো। সফর করে আসার কোন চিহ্নও তার মধ্যে দেখা যায়নি, অথচ আমাদের কেউ তাঁকে চিনেও না। অবশেষে সে মহানবী (ﷺ)-এর সামনে বসল। সে তার হাঁটুদ্বয় নবী (ﷺ)-এর হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিলো এবং দুই হাতের তালু তাঁর উরুর উপর রাখল এবং বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ইসলাম হচ্ছে— তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তা’আলা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়ম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের সিয়াম রাখবে এবং যখন পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন মহান আল্লাহর ঘরে হজ্জ করবে। সে বলল, আপনি সত্যই বলেছেন। বর্ণনাকারী ‘উমার (رضي الله عنه) বলেন, আমরা তার কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত ছিলাম। কেননা সে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করছে আর (বিজ্ঞের ন্যায়) সমর্থন করছে। এরপর সে বলল, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ তা’আলা, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীর ও এর ভালো-মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে। সে বলল, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে বলল, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ইহসান এই যে, তুমি এমনভাবে মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছ, যদি তাকে

<sup>১</sup> সূরা আন নাহল : ৭৭।

<sup>২</sup> সহীহুল বুখারী- হাদীস নং- ৭১২১।

না দেখো তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে। এবার সে জিজ্ঞেস করল। আমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে বলুন! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি কিছু জানে না। অতঃপর সে বলল, তাহলে আমাকে এর কিছু নিদর্শন বলুন। তিনি বললেন, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং (এককালের) নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরিদ্র, বকরির রাখালদের বড় দালান-কোঠা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় গর্ব-অহংকারে মত্ত দেখতে পাবে। বর্ণনাকারী 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, হে 'উমার! তুমি কি জানো, এ প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তিনি জিবরীল। তোমাদের কাছে তিনি তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।<sup>১০</sup>

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতসমূহ— ১. শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাবুওয়াত লাভ করা, ২. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, ৩. মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মৃত্যু, ৪. ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া, ৫. ফিতনার বিস্তার ঘটনা, ৬. নাবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার প্রকাশ পাওয়া, ৭. আমানতের খিয়ানত বৃদ্ধি পাওয়া, ৮. ধর্মীয় জ্ঞান কমে যাওয়া এবং মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া, ৯. ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া, ১০. সুদের বিস্তার লাভ করা, ১১. বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া, ১২. মদ্যপানের বিস্তার লাভ করা, ১৩. মসজিদ সুসজ্জিত করা এবং তা নিয়ে গর্ব করা, ১৪. অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করা, ১৫. দাসী কর্তৃক নিজ প্রভুকে জন্ম দেয়া, ১৬. হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়া, ১৭. সময় দ্রুত চলে যাওয়া, ১৮. হাট-বাজারগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া, ১৯. শিরকের দ্রুত বিস্তার লাভ করা, ২০. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার ও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাওয়া, ২১. বৃদ্ধ লোকদের কৃত্রিম যৌবন প্রদর্শন করা, ২২. কৃপণতা বৃদ্ধি পাওয়া, ২৩. ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়া, ২৪. ঘন ঘন ভূমিকম্প হওয়া, ২৫. ঘন ঘন ভূমিধস ও বজ্রপাত হওয়া, ২৬. সৎ লোকদের মৃত্যুবরণ, ২৭. নীচু শ্রেণির লোকদের নেতৃত্ব লাভ করা, ২৮. কেবল পরিচিতদেরকে সালাম

প্রদান করা, ২৯. অল্প জ্ঞানী ব্যক্তিদের থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করা, ৩০. উলঙ্গ মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, ৩১. মু'মিনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করা, ৩২. লেখালেখির অধিক বিস্তার লাভ করা, ৩৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের প্রতি অনীহা প্রকাশ করা, ৩৪. নতুন চাঁদ বড় আকারে দেখা যাওয়া, ৩৫. মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা, ৩৬. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা, ৩৭. মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, ৩৮. হঠাৎ মৃত্যু বৃদ্ধি পাওয়া, ৩৯. পরস্পর শত্রুতা ও সম্পর্কহীনতা বৃদ্ধি পাওয়া, ৪০. সম্পদ বেড়ে যাওয়া, ৪১. ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাওয়া, ৪২. ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাওয়া, ৪৩. হিংস্র পশু ও জড় পদার্থ কর্তৃক মানুষের সাথে কথা বলা, ৪৪. নিজের মৃত্যু কামনা করা, ৪৫. রোমানদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ, ৪৬. ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ, ৪৭. জনৈক কাহতানীর আবির্ভাব, ৪৮. মাদীনাহ্ তার খারাপ লোকদেরকে বের করে দেবে, ৪৯. এমন বায়ু যার ফলে সকল মু'মিন মৃত্যুবরণ করবে, ৫০. কা'বা ঘরের অবমাননা ও তা ধ্বংস হওয়া।

কিয়ামতের বড় আলামতসমূহ— ১. ইমাম মাহদীর আগমন, ২. মাসীহ দাজ্জালের আগমন, ৩. 'ঈসা (عليه السلام)-এর অবতরণ, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন, ৫. তিনটি বড় বড় ভূমিধস, ৬. ব্যাপক আকারে ধোঁয়া বের হওয়া, ৭. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ৮. দাব্বাতুল আরয প্রকাশিত হওয়া, ৯. বড় আকারের অগ্নিপাত।

কিয়ামতের আদালত : কিয়ামতের দিনের বাদশাহী হবে একমাত্র মহান আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ طَعَامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط

﴿هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

“যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সবিশেষ অবহিত।”<sup>১০</sup>

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾

“সেদিনের (কিয়ামতের) কর্তৃত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর।”<sup>১১</sup>

<sup>১০</sup> সূরা আল আন'আম : ৭৩।

<sup>১১</sup> সূরা আল ফুরক্বা-ন : ২৬।

<sup>১২</sup> সহীহ মুসলিম- হা. ১০২।



﴿لَسِنَّ الْمَلِكِ الْيَوْمَ طِبُّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

“আজ কর্তৃত্ব কার? এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই।”<sup>১২</sup>  
পৃথিবীতে তো বহু অহংকারী ও ভ্রান্ত লোক নিজেদের বাদশাহী ও শক্তিমত্তার অহংকার করত এবং বহু সংখ্যক নির্বোধরাও তাদের বাদশাহী ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করত, তাদের হুকুম পালন করত এমনকি অনেকে তাদেরকেই নিজেদের প্রভু মনে করত; কিন্তু এখন তো তোমাদের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এখন বলা, প্রকৃতপক্ষে বাদশাহী কার? ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক কে? আর কার হুকুমে সবকিছু পরিচালিত হয়? এটা এমন একটা বিষয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তা বুঝার চেষ্টা করে তাহলে সে যত বড় বাদশাহ কিংবা মহানায়ক হয়ে থাকুক না কেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার মন-মগজ থেকে শক্তিমত্তার সমস্ত অহংকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিয়ামত ও তার পরবর্তী অবস্থা প্রসঙ্গে আরো দু’টি হাদীস নিম্নরূপ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
يَطْوِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ  
بِيَدِهِ الْيَمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيُّنَ الْحَبَارُونَ أَيُّنَ  
الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ بِسِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا  
الْمَلِكُ أَيُّنَ الْحَبَارُونَ أَيُّنَ الْمُتَكَبِّرُونَ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা আকাশসমূহ গুটিয়ে নিবেন। তারপর তিনি আকাশসমূহকে ডান হাতে ধরে বলবেন, আমিই বাদশাহ। প্রভাবশালীরা এখন কোথায়? অহংকারীরা এখন কোথায়? এরপর তিনি বাম হাতে গোটা পৃথিবী গুটিয়ে নিবেন এবং বলবেন, আমিই বাদশাহ। শক্তিশালী লোকেরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?’<sup>১৩</sup>

‘আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহূদী পাদ্রী মহানবী (ﷺ)-এর কাছে এসে সম্বোধন করে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরতে)

পেয়েছি যে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন আকাশসমূহকে এক আব্দুল্লাহের উপর, জমিনসমূহকে এক আব্দুল্লাহের উপর, গাছপালাকে এক আব্দুল্লাহের উপর, পানি ও মাটি এক আব্দুল্লাহের উপর এবং সকল প্রকার সৃষ্টিকে এক আব্দুল্লাহের উপর তুলে ধরবেন। তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ। পাদ্রীর এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। আর এর মাধ্যমে তিনি পাদ্রীর কথাকে সত্যায়ন করলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন—

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَنِينًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

“তারা আল্লাহর যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর বাম হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ থাকবে তাঁর ডান হাতের মুঠোয়। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে অংশীদার স্থাপন করে, তিনি তার থেকে অনেক উর্ধ্বে।”<sup>১৪</sup>

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন একজন বেশ মোটা তাজা ব্যক্তি আসবে; কিন্তু সে মহান আল্লাহর নিকট মশার ডানার চেয়েও অধিক নগণ্য হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন,

﴿فَلَا تَقِيْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرُتًا﴾

“আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠা করব না?”<sup>১৫</sup>

### আয়াতত্রয়ের শিক্ষাসমূহ

১. কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।
২. সময় থাকতে আমাদেরকে পরকালের প্রস্তুতি নিতে হবে।
৩. সর্বদা মহান আল্লাহর ‘আযাব ও কিয়ামতের ভয়কে মনে জাগ্রত রাখতে হবে এবং সব ধরনের পাপ থেকে দূরে থাকতে হবে। □

<sup>১৪</sup> সূরা আয যুমার : ৬৭। সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮১১; সহীহ মুসলিম- হা. ৭২২৩।

<sup>১৫</sup> সূরা আল কাহফ : ১০৫। সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭২৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৭২২২।

<sup>১২</sup> সূরা আল মু‘মিন : ১৬।

<sup>১৩</sup> সহীহ মুসলিম- হা. ৭২২৮।

## হাদীসে রাসূল ﷺ

### রামায়ানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত

—গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক\*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ."

সরল অনুবাদ

“আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাওয়াব প্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েও মহান আল্লাহর সম্ভষ্টির আশায় রামায়ানের সিয়াম পালন করে তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”<sup>১৬</sup>

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه)’র নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল ‘আব্দুশ্ শামস বা আবদে ‘উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় ‘আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ।

আবু হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালছানাটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে— ‘হে বিড়ালের পিতা!’ বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবু হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহররম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

\* প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদরাসা, গাইবান্দা।  
<sup>১৬</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৬০।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্যা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : তিনি ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

আরবি মাসসমূহের নবম মাস হচ্ছে রামায়ান মাস। রামায়ান অন্য সকল মাস অপেক্ষা উত্তম ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ মাসের অর্জিত জ্ঞান অন্য সকল মাসে প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের জীবন সুন্দর ও আলোকিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা’আলা সিয়াম আমাদের ওপর ফরয করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করা হলো, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।”<sup>১৭</sup>

রামায়ান শব্দের পরিচয় : শব্দটি আরবী শব্দ رمضان মূল ধাতু থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ হলো— জ্বালানো পোড়ানো, দগ্ধ বা ভস্ম করা। ভাষাবিদ ইবনু সিক্কিত বলেন, আরবরা এ মাসে তাদের যুদ্ধাঙ্গকে জ্বালিয়ে মেরামত করতো তাই এ মাসকে রামায়ান নামে নামকরণ করা হয়েছে।<sup>১৮</sup>

<sup>১৭</sup> সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৩।

<sup>১৮</sup> তাফসীর আল বাহার আল মুহীত- আল্লামা আবু হায়ান আল আন্দালুসী, দারুল ফিকর, ২/১ পৃ.।

কেউ কেউ বলেছেন, আরবরা যখন অন্য ভাষা থেকে মাসগুলোর নাম ভাষান্তরিত করেছিল তখন তাদের হিসাব মতে রামায়ান মাস গরমের সময় ছিল তাই এর নাম রাখা হয়েছে রামায়ান।<sup>১৯</sup>

কেউ কেউ বলেছেন, এ মাসে নেক ‘আমলের মাধ্যমে গুনাহসমূহকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।<sup>২০</sup>

**রামায়ানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :** রামায়ানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। রামায়ানের সিয়াম ইসলামের মৌলিক ফরযগুলোর একটি। আল্লাহ তা‘আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর সিয়াম ফরয করে দিয়েছেন। ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত তন্মধ্যে রামায়ান মাসের সিয়াম অন্যতম। যেমন- হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। ১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কোনো মা‘বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, ২. সালাত ক্বায়েম করা, ৩. যাকাত দেয়া, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রামায়ানের সিয়াম রাখা।<sup>২১</sup> একই মর্মে তিনি অন্যত্র বলেন,

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلِّي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, “আমাকে এমন একটি

কাজের কথার বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।” নবী (ﷺ) বললেন: “আল্লাহর ‘ইবাদত করো, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করোও না, ফরয সালাত ক্বায়েম করো, ফরয যাকাত আদায় করো এবং রামায়ান মাসের সিয়াম রাখো। লোকটি বলল: “আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না।” যখন লোকটি ফিরে গেল তখন নবী (ﷺ) বললেন, “জান্নাতী লোক দেখা যার ইচ্ছা সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে।”<sup>২২</sup>

রামায়ানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি হতভাগ্য। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه) قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَصَرَكَمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا كُلُّ مُحْرَمٍ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجِهِ. (حَسَنٌ)

আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রময়ান যখন এলো রাসূল (ﷺ) বললেন; “এই মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্র আছে যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর চিরবঞ্চিত ও হতভাগ্য ব্যতীত অন্য কেউ এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না।”<sup>২৩</sup>

মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, কামাচার থেকে বিরত থাকে। শুধুমাত্র তার প্রভুর ভয়ে। তাই আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন তাকে সিয়ামের প্রতিদান হিসেবে অগণিত সাওয়াব দিবেন।

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصِّيَامِ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সিয়াম ঢালস্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা

<sup>১৯</sup> Juan, E. Campo Encyclopedia of Islam, New York, ২০০৯, ৫৮০ পৃ. ১

<sup>২০</sup> মাফাতিহুল গাইব- আল রাযী ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০০ ইং, ৫/৭১ পৃ. ১

<sup>২১</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ৮।

<sup>২২</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৯৭।

<sup>২৩</sup> ইবনু মাজাহ- ১৬৪৪, সহীহ আত তারগীব- ৯৮৯, ৯৯০।

করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে বাগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দু'বার বলে, আমি সিয়াম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ মহান আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহাৰ, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।<sup>২৪</sup>

এ মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয় অধিক হারে নেক 'আমল করার এবং 'আমলকারীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য। আর জাহান্নামের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় ঈমানদারদের গুনাহ কম অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে। শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, যাতে সে অন্যান্য মাসের মতো এ মুবারক মাসে মানুষকে পথ ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যেতে না পারে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صَفَدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْحَيِّنِ، وَغَلَقَتْ أَبْوَابَ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ الْأَبْوَابُ الْحَنَنِيَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقْبِلْ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রামাযান মাসের প্রথম রাত্রি থেকেই শয়তান এবং দুষ্ট জিন্দেদেরকে বন্দী করে দেয়া হয়। জাহান্নামের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তার একটি দরজাও খোলা থাকে না। আর জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর এক ঘোষণাকারী ফেরেশতা ঘোষণা দিয়ে থাকেন, “হে পুণ্য তলবকারী! অগ্রসর হও, আর হে পাপ তলবকারী! পিছে হঠ। আর রামাযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।”<sup>২৫</sup>

সিয়াম পালনকারীর জন্য বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে 'রাইয়্যান' নামে একটি বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন। হাদীসে এসেছে,

<sup>২৪</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৪।

<sup>২৫</sup> সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ১৬৪২, সনদ সহীহ।

عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رضي الله عنه) قَالَ إِنَّ فِي الْحَنَنِيَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَتَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

সাহল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সিয়াম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।”<sup>২৬</sup>

রামাযান মাসের ফযীলত : মহিমাম্বিত রামাযান, যা 'ইবাদতের মহৎ মওসুম। যে মাসে আল্লাহ তা'আলা নেক 'আমলের সাওয়াব সীমাহীন বৃদ্ধি করে দেন এবং দান করেন অফুরন্ত কল্যাণ। উন্মুক্ত করেন নেক কাজে উৎসাহী ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সকল দ্বার। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। কল্যাণ ও বরকতের মাস। পুরস্কার ও দানের মাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾

অর্থ : “রামাযান মাস, যাতে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যা বিশ্ব মানবের জন্য হেদায়েত, সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।”<sup>২৭</sup>

রামাযান মাসে রয়েছে অনেক মর্যাদা, যা অন্য কোনো মাসে নেই। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

الصَّلَاةُ الْحَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

অর্থ : “পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু'আহ থেকে আরেক জুমু'আহ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে; যদি সে কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।”<sup>২৮</sup>

<sup>২৬</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৬।

<sup>২৭</sup> সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৫।

<sup>২৮</sup> সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৩।

রামায়ান মাসে সিয়াম রাখার পাশাপাশি অন্য ‘ইবাদত করারও অনেক সাওয়াব। যেমন- কেউ যদি রামায়ান মাসে ‘উমরাহ্ করে তাহলে সে হজ্জের সমান সাওয়াব পাবে।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَا فَتَسَيْتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجِي مَعَنَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَدَيْهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.

‘আতা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস رضي الله عنهما বর্ণনা করেছেন : “রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন, “আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিলো? মহিলা বলল, আমাদের পানি বহনকারী মাত্র দু’টি উট ছিল। আমার ছেলের বাপ ও তাঁর ছেলে এর একটিতে চড়ে হজ্জ করেন এবং অপরটি আমাদের জন্য পানি বহনের উদ্দেশ্যে রেখে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “রামায়ান মাস আসলে তুমি ‘উমরাহ্ করো, কারণ এ মাসের ‘উমরাহ্ একটা হজ্জের সমান।”<sup>২৯</sup>

রামায়ান মাসে সৎকাজ করলে অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেকগুণ সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা রামায়ান মাসের রয়েছে নিজস্ব সম্মান ও মর্যাদা; যা অন্যান্য মাসের নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ."

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজের সাওয়াব দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তবে সিয়াম ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো।<sup>৩০</sup>

সিয়াম পালনকারীর জন্য কিয়ামতের দিন সিয়াম সুপারিশ করবে। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

<sup>২৯</sup> বুখারী- হা. ১৭৮২; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯০৮; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২০২৫; সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ২৯৯১।

<sup>৩০</sup> সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ৩৮২৩।

الصَّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصَّيَامُ : آتَى رَبِّي، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالتَّهَارِ، فَشَفَعَنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ التَّوَمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفَعَنِي فِيهِ، قَالَ : فَيُشْفَعَانِ.

অর্থ : সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনাচার হতে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি রাতের ঘুম থেকে তাকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।<sup>৩১</sup>

### উপসংহার

আল্লাহ তা‘আলা সকল ‘ইবাদতের মধ্য থেকে সিয়ামকে নিজের জন্য খাস করেছেন। কারণ সিয়াম মহান আল্লাহর কাছে একটি মর্যাদাপূর্ণ ‘ইবাদত। সিয়ামকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন। সিয়ামের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি ইখলাস প্রকাশ পায়। কারণ এটা বান্দা ও তার রবের মাঝে এমন এক গোপন ভেদ যা আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত আর কেউ জানতে পারে না। কেননা, সিয়াম পালনকারী ইচ্ছা করলে মানবশূন্য জায়গা বা এলাকায় আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক হারামকৃত বস্তু আহার করতে পারেন কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ তিনি জানেন তার একজন রব রয়েছেন, যিনি নির্জনেও তার অবস্থা জানেন। আর তিনিই তার ওপর এটা হারাম করেছেন। তাই তিনি সিয়ামের সাওয়াব লাভের আশায় এবং মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার ভয়ে আহার বিহার পরিত্যাগ করেন। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা সিয়াম পালনকারী বান্দার এই ইখলাসের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে সিয়ামকে সকল ‘ইবাদত থেকে নিজের জন্য বিশিষ্ট করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমান ও সাওয়াবের জন্য রামায়ানের সিয়াম রাখার ও তারাবীহতে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন -আমীন। □

<sup>৩১</sup> মুসনাদে আহমাদ- হা. ৬৬২৬।

## প্রবন্ধ

### রামায়ান আসন্ন : প্রস্তুতি গ্রহণ জরুরি

-মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-মাদানী\*

#### ভূমিকা

সকল প্রশংসা ও তা'রিফ করুণানিধান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি মহাবিশ্বের রব, খালিক ও মালিক। অসংখ্য রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সার্বজনীন শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির বার্তাবাহক, রহমাতুল লিল 'আলামীন, মানবতার মুক্তিদাতা, প্রিয়নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (ﷺ)-এর প্রতি, যিনি একটি সফল রামায়ানের প্রাকটিক্যাল গাইডলাইন আমাদেরকে দেখিয়েছেন। তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেরীন ও কিয়ামত অবধি তাঁদের পদাংক অনুসরণকারী সকল মু'মিনদের প্রতিও অসংখ্য রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর চোখের পলকে যেন একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে মুক্তি ও সফলতার অফুরন্ত সওগাত নিয়ে মহিমাম্বিত মাস রামায়ানুল মুবারক আমাদের দ্বারে সমাগত। আমাদের বিগত জীবনে সংঘটিত যাবতীয় পাপ-পংকিলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধুয়ে মুছে নিষ্কলুষ করে ভবিষ্যত দিনগুলো সুন্দর ও আলোকিত করার এ এক অপূর্ব সুযোগ। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত খাস এ মহাসুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য চাই আন্তরিক পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা।

**সফল রামায়ানের চাই সৃষ্ট পরিকল্পনা :** সম্মানিত পাঠক! প্রতিবছরই মহিমাম্বিত মাস রামায়ান আমাদের মাঝে এসে আবার বিদায় নেয়। কিন্তু আমরা প্রত্যাশিত 'আমল সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে পারি না। মুত্তাকী হওয়ার যে অপূর্ব সুযোগ আমরা পেলাম, তা কাজে লাগাতে না পেরে আমরা গতানুগতিকভাবে পূর্বের মতোই রয়ে গেলাম। তাহলে আমাদের জীবনে রামায়ান আগমনের সার্থকতা রইল না। এর অন্যতম কারণ বরকতময় মাস আগমনের পূর্বে এ মাসে পালনীয় 'আমল দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা কোনো পরিকল্পনা করি না। অথচ চরম বাস্তবতা হচ্ছে সকলেই দুনিয়াবি জীবনের বিশেষ উৎসব, পর্ব, কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানগুলোকে সফল করতে আমরা বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা করি। কিন্তু উভয় জগতের

সফলতার এক অপূর্ব সুযোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমরা চরমভাবে উদাসীন। কেননা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার এক সুবর্ণ সুযোগ মাহে রামায়ান। আমরা জানি পরিকল্পনা ব্যতীত যেকোনো মহৎ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই আমাদের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে সফল করতে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে— "If you fail to plan your plan to fail." অর্থাৎ— "তুমি যদি পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হও তবে তুমি ব্যর্থ হওয়ারই পরিকল্পনা করলে।"

অতীত জীবনে যতগুলো রামায়ান পরিকল্পনা বিহীন কেটেছে তার হিসাব-নিকাশ না করে আগামী রামায়ান যেন আমাদের জীবনের একটি সফল ও সার্থক রামায়ান হয় সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হই। তাই আসুন, আমরা এ লক্ষ্যে আসন্ন রামায়ান উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করি। পরবর্তী রামায়ান যেন আমরা সফলভাবে উদযাপন করতে পারি, আল্লাহ সে তাওফীক দিন—আমিন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া যিনি আমাদেরকে আরেকটি রামায়ান পাওয়ার তাওফীক দিয়েছেন।

আসুন, রামায়ান আসার পূর্বে মানসিকভাবে রামায়ানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে উদাসীন হলে রামায়ানেরও পরিকল্পনা কাজিষ্কৃত সফলতা অর্জন সম্ভব হবে না। রাসূল (ﷺ) রামায়ান পূর্ব শাবান মাসে অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করতেন। সহীহ মুসলিম (হা. ১১৫৬)-এ 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে।

ইমাম নাসায়ী, আবু দাউদ ও ইবনু খুযাইমাহ্ স্বীয় সহীহ গ্রন্থসমূহে উসামাহ্ ইবনু যায়েদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শাবান মাসে যেরূপ অধিক সিয়াম পালন করেন, এরূপ অন্য মাসে পালন করতে দেখি না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, এটা এমন একটি মাস যেটি রজব ও রামায়ানের মধ্যবর্তী, কিন্তু এ মাসের ব্যাপারে লোকজন উদাসীন। এ মাসেই মহান আল্লাহর নিকট তাদের 'আমল পেশ করা হয়। আমি পছন্দ করি যে, সিয়াম অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার 'আমল পেশ হোক। ইমাম আলবানী সহীহ নাসায়ীতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

\* গুন্বান বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদীস।

রামাযানে সফলতার পরিকল্পনা করুন : সালাত, সিয়াম, ক্বিয়াম ও সাদাকাহ্ এবং অন্যান্য সৎ ‘আমলের মাধ্যমে নিজের গুনাহ মাফের পরিকল্পনা করুন।

পরিবর্তনের শপথ নিন : রামাযানের পবিত্র মাসে যেহেতু শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। সেহেতু এ মাসে সর্বোচ্চ সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির জন্য নিজেকে তৈরি করুন। তবে মনে রাখতে হবে পরিকল্পনা হতে হবে বাস্তবভিত্তিক ও ভারসাম্য পূর্ণ।

তাকুওয়া অর্জনের চেষ্টা করুন : রামাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার মূল উদ্দেশ্য তাকুওয়া অর্জন।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে বিশ্বাসপরায়ণগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যেসকল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, সম্ভবতঃ (এর মাধ্যমে) তোমরা শুদ্ধাচারী হতে পারবে।”<sup>৩২</sup>

রামাযানের পরিকল্পনার মাঝে সিয়াম সাধনাসহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(ক) সালাতের পাবন্দী ও অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত, সুষ্ঠুভাবে সিয়াম পালন, ক্বিয়ামুল লাইল, (খ) রামাযানে ‘আমল আখলাকের পরিবর্তন, (গ) মানব সেবায় আত্মনিয়োগ ও ভূমিকা পালন, (ঘ) রামাযানে পানাহার সীমিতকরণ, (ঙ) ভারসাম্যপূর্ণ তাকুওয়াভিত্তিক জীবন গঠনের পরিকল্পনা করুন। তাছাড়া নিম্নোক্ত জরুরি বিষয়গুলোও আমাদের পরিকল্পনার তালিকায় যুক্ত করুন। সাহুরি ও ইফতার সঠিক সময়ে সাহুরি ও ইফতার করা এবং ইচ্ছাকৃত সাহুরি বর্জন না করা। কেননা হাদীসে সেহরিকে বরকতময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা।

রামাযানে অধিক পানাহার : শরীরের সুস্থতার জন্য ঠিক যতটুকু খাবার গ্রহণ আমাদের জন্য আবশ্যিক, ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে। খাবার প্রস্তুতি ও খাবার গ্রহণে অতিরিক্ত সময় ব্যয় সফল রামাযানের জন্য প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। অধিক পানাহারে শরীরের ক্লান্তি আসবে এবং রামাযানের মূল উদ্দেশ্য তাকুওয়া অর্জন ব্যাহত হবে।

<sup>৩২</sup> সূরা আল বাক্বারাহ ২ : ১৮৩।

সওয়াব অর্জনের বসন্তকাল রামাযান-

রামাযানের দাবি : ইমাম বুখারী আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন :  
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অর্থাৎ- “যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও আচরণ পরিহার করলো না, আল্লাহ তা‘আলা তার পানাহার বিরতির কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না।”<sup>৩৩</sup>

অত্র হাদীসে উল্লেখিত মিথ্যা কথা ও আচরণ দ্বারা মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য, যাবতীয় অশ্লীলতা, অহমিকা ও পরনিন্দা প্রভৃতি সমস্তই যুর ও ক্বিবের অন্তর্ভুক্ত। অতএব রামাযানে সিয়ামের দাবি হলো অন্তরের পরিশুদ্ধির সাথে সাথে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুদ্ধতা ও সুরক্ষা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (رحمهما الله) তদীয় গ্রন্থদ্বয়ে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا تَرَفُثَ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَضْحَبُ وَإِنْ أَمْرٌ وَقَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ.

অর্থাৎ- “তোমাদের কেউ যে দিন সিয়াম পালন করবে সে দিন অশ্লীলতা ও অশালীনতার আশ্রয় নেবে না, চিৎকার করবে না, কেউ তার সাথে মারামারি করতে উদ্যত হলে বা গালাগালি করলে সে দু’বার বলবে আমি সিয়াম পালন করছি।”<sup>৩৪</sup>

বদআভ্যাসসমূহ পরিত্যাগ করা-

অহংকার, গর্ব ও অহমিকা : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

“তুমি অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নেবে না মানুষ থেকে এবং বিচরণ করবে না পৃথিবীতে অহংকার ভরে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো দাঙ্কিক, অহংকারীকে।”<sup>৩৫</sup>

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُمْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

<sup>৩৩</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৩।

<sup>৩৪</sup> বুখারী- হা. ১৯০৪, সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৩/১১৫১।

<sup>৩৫</sup> সূরা লুকুমা-ন ৩১ : ১৮।

“আর তুমি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে তোমার চলনে এবং নিচু করবে তোমার কণ্ঠস্বর। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই নিকৃষ্ট।”<sup>৩৬</sup>

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

“আর তুমি বিচরণ করবে না পৃথিবীতে দম্ভভরে, কেননা তুমি তো কখনও বিদীর্ণ করতে পারবে না জমিনকে, আর না তুমি হতে পারবে পর্বত সমতুল্য উচ্চতায়।”<sup>৩৭</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءٍ».

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।<sup>৩৮</sup>

গীবত বা পরনিন্দা : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা ধারণা হতে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ। তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না এবং তোমরা একে অপরের গিবত করবে না। তোমরা কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করো? তোমরা তা অপছন্দ করো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।”<sup>৩৯</sup>

আল্লাহ সুবহানাহ তা’আলা বলেন :

﴿وَيَلِّ لِكُلِّ هُمْرَةٍ لِمَرَّةٍ﴾

“প্রত্যেক সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ।”<sup>৪০</sup>

<sup>৩৬</sup> সূরা লুকুমা-ন ৩১ : ১৯।

<sup>৩৭</sup> সূরা বানী ইসরা-ঈল ১৭ : ৩৭।

<sup>৩৮</sup> সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৭, মা. শা., হা. ১৪৮/৯১, সুনান আবু দাউদ- হা. ৪০৪৮, মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৬৪।

<sup>৩৯</sup> সূরা আল হুজুরা-ত ৪৯ : ১২।

<sup>৪০</sup> সূরা আল হুমাযাহ ১০৪ : ১।

দৈনন্দিন কর্মসূচি :

- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বা জামাতের সাথে তাকবীরে উলাসাহ আদায় করুন।
- প্রয়োজনীয় কাজগুলো সতেজ ও ফুরফুরে মেজাজ অবস্থায় সম্পাদন করুন। কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো অন্য সময়ে পালন করতে চেষ্টা করুন।
- রামাযানের মূল উদ্দেশ্য তাকুওয়া অর্জনে অধিক সময় ব্যয় করুন।
- তাকুওয়া অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো- কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন। সাধ্যমতো অনুবাদ ও তাফসীরসহ)। ক্বিয়ামুল লাইল ও অন্যান্য নফল ‘ইবাদত পালন।
- দোষ-ত্রুটিমুক্ত রামাযান পালনের চেষ্টা করুন। আত্মিক পরিশুদ্ধির সাথে সাথে নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে রক্ষা করুন। মনকে আল্লাহর জিকিরে মশগুল রাখুন। দুশ্চিন্তা ও অসৎ বাসনা হতে দূরে থাকুন। জিহ্বাকে সংযত করুন, খারাপ ও অশ্লীল বাক্য হতে একে হিফাজত করুন। চোখ সুন্দর রাখা ও দাওয়াত দৃষ্টিকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি নিবদ্ধ করুন ও খারাপ জিনিস দেখা হতে দৃষ্টিকে বাঁচান। হাতকে ভালো কাজে দানশীলতায় ব্যস্ত রাখুন, অন্যায় কিছু ধরে একে কলুসতা করা হতে বিরত থাকুন।

সাদাকাহ ও দান :

- নবী করীম (ﷺ) রামাযান মাসে প্রবাহিত বায়ুর মতো দান করতেন। কারণ এ মাসে প্রতিটি ভালো কাজের সওয়াব কয়েকগুণ করে দেয়া হয়। এজন্য রামাযানে কোনো রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করালে রোযার সমপরিমাণ তার ‘আমলনামায় লিখে দেয়া হয়।
- ইফতার করানো এবং পরিবারের সঙ্গে ইফতার করা।
- ইফতার মাহফিলে অংশ গ্রহণ করা।

লাইলাতুল কদর অন্বেষণ : ক্বিয়ামুল লাইল, সাহরি খাওয়া, ইন্তেগফার পাঠ, ফজরের সুন্নাত আদায়, জামাতে ফজরের সালাত আদায়, সালাত পরবর্তী জিকির পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত, সালাতুল ইশরাক, সামান্য বিশ্রাম, কিছু সাদাকাহ বা দান, ব্যক্তিগত ও অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন, যোহরের সালাত বা জামাত আদায় করা।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে জীবনের একটি সফল রামাযান পালনের প্রার্থনা করছি, আত্ম সংশোধনের মাধ্যমে আমরা যেন তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারি। □



## শাবান ও শবে বরাত

—মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন\*

হিজরি চন্দ্রবর্ষের অষ্টম ও রামাযানের আগের মাস শাবান। শাবান রামাযানের আগাম বার্তা বয়ে আনে। হিজরতের প্রায় দেড় বছর পর এ মাসেই কিবলা পরিবর্তন হয়; অর্থাৎ-পূর্ব কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা কিবলা হিসেবে ঘোষিত ও নির্ধারিত হয়। রাসূল (ﷺ) এ মাসে সবচেয়ে বেশি নফল সিয়াম রাখতেন। এছাড়া নির্দিষ্ট দিনকে লক্ষ্য রেখে কোনো ‘ইবাদত করেছেন বলে সহীহ সনদে প্রমানিত নয়।

শাবান মাসে করণীয় : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বহু সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি শাবান মাসে সবচেয়ে বেশি সাওম রাখতেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) একাধারে রোযা রাখা শুরু করতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম তিনি (হয়ত আর) রোযা পরিত্যাগ করবেন না। আবার তিনি রোযা রাখা বন্ধ করতেন। তখন আমরা মনে মনে বলতাম, তিনি হয়ত আর রোযা রাখবেন না। আমি নবী (ﷺ)-কে রমযান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে এবং শাবান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে এত বেশি (নফল) রোযা রাখতে দেখিনি।<sup>৪১</sup>

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ (ﷺ) يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ : "حُدُّوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّتْ" وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوِمًا عَلَيْهِ."

\* দাঙ্গ, সৌদি আরব।

<sup>৪১</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৬৯।

‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (ﷺ) শা‘বান মাসের ন্যায় এত বেশি (নফল) রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না। তিনি শা‘বান মাস (প্রায়) পুরোটাই রোযা রাখতেন। তিনি সকলকে এ হুকুম দিতেন যে, তোমরা যতদূর ‘আমলের সামর্থ্য রাখ, ঠিক ততটুকুই কর। আল্লাহ তা‘আলা (সওয়াব দানে) অপারগ নন যতক্ষণ না তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ো। রাসূল (ﷺ)-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো এমন নামায— যা সর্বদা আদায় করা হয়— পরিমাণে তা যত কমই হোক না কেন। রাসূল (ﷺ)-এর অভ্যাস ছিল— যখন তিনি কোনো (নফল) নামায পড়তেন পরবর্তীতে তা জারি রাখতেন।<sup>৪২</sup>

শাবানের মধ্যরজনীর ফযীলত : শাবানের মধ্যরজনীর ফযীলত সম্পর্কিত যেসব হাদীস পেশ করা হয় সেসব হাদীসসমূহের কয়েকটির পর্যালোচনা পেশ করা হলো—

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْعِ رَافِعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَحْفَافِينَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ. قَالَتْ قَدْ قُلْتُ وَمَا بِي ذَلِكُ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ التَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مَنْ عَدَدَ شَعْرٍ غَنَمٍ كَلْبٍ.

‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী (ﷺ)-কে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি জান্নাতুল বাকিতে, তাঁর মাথা আকাশের দিকে তুলে আছেন। তিনি বলেন, হে ‘আয়িশাহ্! তুমি কি আশঙ্কা করেছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন? ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন, তা নয়; বরং আমি ভাবলাম যে, আপনি হয়তো আপনার কোনো স্ত্রীর কাছে গেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের মেঘপালের পশমের চাইতেও অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ মাফ করেন।<sup>৪৩</sup>

ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন : ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)’র এই হাদীস আমি হাজ্জাজের বর্ণিত সনদ (সূত্র) ছাড়া অন্য কোনোভাবে চিনি না। আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারী) বলতে শুনেছি যে, তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলতেন। আত্ তিরমিযী (رحمته الله) বলেন : ইয়াহুইয়া ইবনু কাসীর উরওয়াহ

<sup>৪২</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৭০।

<sup>৪৩</sup> আহমাদ- ৬/২৩৮; সুনান আত্ তিরমিযী- ২/১২১, ১২২।

থেকে হাদীস শুনেনি এবং মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী) বলেছেন : হাজ্জাজ ইয়াহইয়াহ ইবনু কাসীর থেকে শুনেনি। এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম আত্ তিরমিযীর মন্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি দু'টো দিক থেকে মুনকাতি অর্থাৎ- সেটার সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন।

অপরদিকে এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল বলে পরিচিত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যারা শবে বরাতের বেশি বেশি ফযীলত বয়ান করতে অভ্যস্ত তারা আত্ তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীসটি খুব গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেন অথচ যারা হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন তাদের এ মন্তব্যটুকু গ্রহণ করতে চান না। এ হাদীসটি 'আমলের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য হওয়ার জন্য ইমাম আত্ তিরমিযীর এ মন্তব্যটুকু কি যথেষ্ট নয়? যদি তর্কের খাতিরে এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে কি প্রমাণিত হয়? আমরা যারা ঢাকঢোল পিটিয়ে মসজিদে একত্র হয়ে যেভাবে শবে বরাত উদযাপন করি তাদের 'আমলের সাথে এ হাদীসটির মিল কোথায়?

বরং এ হাদীসে দেখা গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিছানা ছেড়ে চলে গেলেন, আর পাশে শায়িত আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে ডাকলেন না। ডাকলেন না অন্য কাউকে। তাকে জাগালেন না বা সালাত আদায় করতে বললেন না। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, রামায়ানের শেষ দশকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজে রাত জেগে 'ইবাদত-বন্দেগী করতেন এবং পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন। বেশি পরিমাণে 'ইবাদত-বন্দেগী করতে বলতেন। যদি ১৫ শাবানের রাতে কোনো 'ইবাদত করার ফযীলত থাকত তাহলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কেন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে বললেন না? কেন রামায়ানের শেষ দশকের মতো সকলকে জাগিয়ে দিলেন না, তিনি তো নেক কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তো কোনো অলসতা বা কৃপণতা করেননি। শাবানের মধ্যরজনীর ফযীলত সম্পর্কিত সচরাচর আরেকটি হাদীস পেশ করা হয়।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا. فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِعُرْوَةِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلٍ فَأَعَافِيَهُ أَلَا كَذَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

'আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিবসে সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেন : আছে কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোনো রিয্ক প্রার্থনাকারী আমি রিয্ক দান করব। আছে কি কোনো বিপদে নিপতিত ব্যক্তি আমি তাকে সুস্থ্যতা দান করব। এভাবে ফজর পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে।<sup>৪৪</sup>

প্রথমতঃ এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা এ হাদীসের সনদে (সূত্রে) ইবনু আবী সাবুরাহ নামে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি অধিকাংশ হাদীস বিশারদের নিকট হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিত। এ যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রাঃ) বলেছেন, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে একেবারেই দুর্বল।

দ্বিতীয়তঃ অপর একটি সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। সে সহীহ হাদীসটি হাদীসে নুযুল নামে পরিচিত, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ."

আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বান্দাদেরকে বলতে থাকেন : যে আমার কাছে দু'আ করবে আমি তার দু'আ কবুল করব। যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে তা দান করব। যে আমার কাছে গুনাহ মাফ চাইবে আমি তাকে মাফ করব।<sup>৪৫</sup>

আরেকটি হাদীস পেশ করা হয় : 'উসমান ইবনু আবিল 'আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়- আছে কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কেউ কিছু চাইবার আমি তাকে

<sup>৪৪</sup> ইবনু মাজাহ্- হা. ১৩৮৮; মিশকাত- হা. ১৩০৮, মাওযু' : য' ঙ্গফ তারগীব- হা. ৬৩২, মাওযু' : য' ঙ্গফাহ- হা. ২১৩২।

<sup>৪৫</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৭৬; সহীহ মুসলিম- ৬/২৩; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৭৫৯৫।

তা দিয়ে দিব। রাসূল (ﷺ) বলেন : মুশরিক ও ব্যভিচারী বাদে সকল প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করা হয়।<sup>৪৬</sup>

বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহমতুল্লাহু) হাদীসটিকে তার সংকলন ‘য’ঈফ আল-জামে’ নামক কিতাবের ৬৫২ নং ক্রমিকে দুর্বল প্রমাণ করেছেন। শবে বরাত সম্পর্কে এছাড়া বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীস সম্পর্কে ইবনু রজব হাম্বলী (রহমতুল্লাহু) বলেন : এ মর্মে বর্ণিত অন্য সকল হাদীসই দুর্বল।

ইমাম আবু বকর আত-তারতুশী (রহমতুল্লাহু) তার কিতাব الحوادث والبدع ‘আল-হাওয়াদিস ওয়াল বিদআত’-এ উল্লেখ করেন : ইবনু ওয়াদ্দাহ যায়েদ বিন আসলাম সূত্রে বর্ণনা করে বলেন : আমাদের কোনো উস্তাদ বা কোনো ফকীহকে মধ্য শাবানের রাতকে কোনো রকম গুরুত্ব দিতে দেখিনি। তারা মাকহুলের হাদীসের দিকেও তাকাননি এবং এ রাতকে অন্য রাতের চেয়ে ‘আমলের ক্ষেত্রে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতেন না।

শবে বরাতের পরিচয় : শব ফারসি শব্দ। অর্থ রাত বা রজনী। বরাত শব্দটিও মূলে ফারসি। অর্থ ভাগ্য। দু’শব্দের একত্রে অর্থ হবে, ভাগ্য-রজনী। বরাত শব্দটি আরবী ভেবে অনেকেই ভুল করে থাকেন। কারণ বরাত বলতে আরবী ভাষায় কোনো শব্দ নেই। যদি বরাত শব্দটি আরবী বারাত শব্দের অপভ্রংশ ধরা হয় তবে তার অর্থ হবে সম্পর্কচ্ছেদ বা বিমুক্তিকরণ। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ অর্থটি এখানে অগ্রাহ্য, মেনে নেয়া যায় না—

১. আগের শব্দটি ফারসী হওয়ায় বরাত শব্দটিও ফারসী হবে, এটাই স্বাভাবিক।
২. শাবানের মধ্যরজনীকে আরবী ভাষার দীর্ঘ পরম্পরায় কেউই বারা’আতের রাত্রি হিসাবে আখ্যা দেননি।
৩. রমযান মাসের লাইলাতুল কাদরকে কেউ-কেউ লাইলাতুল বারা’আত হিসেবে নামকরণ করেছেন, শাবানের মধ্যরজনীকে নয়।

আরবী ভাষায় এ রাতটিকে লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান –শাবান মাসের মধ্য রজনী হিসেবে অভিহিত করা হয়।

### শবে বরাত কি ভাগ্য রজনী?

অনেকে শবে বরাতকে ভাগ্যরজনী বলে থাকে। তারা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করেন।

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُؤَكَّرَةِ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾  
 “অবশ্যই আমরা তা (কুরআন) এক মুবারক রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি, অবশ্যই আমরা সতর্ককারী, এ রাত্রিতে যাবতীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়।”<sup>৪৭</sup>

<sup>৪৬</sup> শু’আবুল ঙমান- ইমাম বাইহাক্বী।

এ আয়াতদ্বয়ের তাফসীরে অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন, এ আয়াত দ্বারা রমযানের লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। যে লাইলাতুল কাদরের চারটি নাম রয়েছে- ১. লাইলাতুল কদর, ২. লাইলাতুল বারাতাত, ৩. লাইলাতুলছফ, ৪. লাইলাতুল মুবারাকাহ। শুধুমাত্র ইকরিমা (রহমতুল্লাহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, এ আয়াত দ্বারা শাবানের মধ্যরাত্রিকে বুঝানো হয়েছে। এটা একটি অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা।

আল্লাহ ইবনু কাসীর (রহমতুল্লাহু) বলেন, আলোচ্য আয়াতে মুবারক রাত্রি বলতে লাইলাতুল কাদর বুঝানো হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

“আমরা এ কুরআনকে কাদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি।”<sup>৪৮</sup> আল্লাহ তা’আলা আরও বলেন,

﴿شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

“রমযান তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক এবং হিদায়েতের স্পষ্ট নিদর্শন ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীস্বরূপ)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে সে অন্য সময়ে আদায় করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছেন এর উপর তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করতে পার এবং যাতে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পার।” যিনি এ রাত্রিকে শাবানের মধ্যবর্তী রাত বলে মত প্রকাশ করেছেন, যেমনটি ইকরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি অনেক দূরবর্তী মত গ্রহণ করেছেন; কেননা কুরআনের সুস্পষ্ট বাণী তা রমযান মাসে বলে ঘোষণা দিয়েছে।<sup>৪৯</sup> যেমন- হাদীসে এসেছে—

<sup>৪৭</sup> সূরা আদ দুখা-ন : ৩-৪।

<sup>৪৮</sup> সূরা আল কুদর : ১।

<sup>৪৯</sup> তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৪/১৩৭।

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: "تَحْرَوُا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ".

‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কুদর রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে খোঁজ করো।<sup>৫০</sup>

১৫ শাবানের রাতকে ভাগ্য রজনী বলা হয় অথচ মানুষের তাকদীরকে আল্লাহ তা‘আলা আগেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، بِنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ "كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ وَعَرَّشَهُ عَلَى الْمَاءِ".

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনু ‘আস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্যলিপি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, সে সময় মহান আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল।<sup>৫১</sup>

শবে বরাতের সালাত : শবে বরাতের সালাতের প্রথম প্রচলন হয় হিজরি ৪৪৮ সনে। ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের ইবনু আবিল হামরা নামীয় একলোক বায়তুল মুকাদ্দাস আসেন। তার তিলাওয়াত ছিল সুমধুর। তিনি শাবানের মধ্যরাত্রিতে নামাযে দাঁড়ালে তার পিছনে এক লোক এসে দাঁড়ায়, তারপর তার সাথে তৃতীয়জন এসে যোগ দেয়, তারপর চতুর্থজন। তিনি সালাত শেষ করার আগেই বিরাট একদল লোক এসে তার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।

পরবর্তী বছর এলে, তার সাথে অনেকেই যোগ দেয় ও সালাত আদায় করে। এতে করে মাসজিদুল আক্সাতে এ সালাতের প্রথা চালু হয়। কালক্রমে এ সালাত এমনভাবে আদায় হতে লাগে যে অনেকেই তা সন্নাতে মনে করতে শুরু করে।<sup>৫২</sup>

প্রথা অনুযায়ী এ সালাতের পদ্ধতি হলো- প্রতি রাকআতে সূরা আল ফাতিহার পর সূরা আল ইখলাস দশবার করে পড়ে মোট একশত রাকআত সালাত পড়া। যাতে করে সূরা আল ইখলাস ১০০০ বার পড়া হয়।<sup>৫৩</sup>

<sup>৫০</sup> সহীছুল বুখারী- হা. ২০১৭।

<sup>৫১</sup> সহীহ মুসলিম- হা. ৬৬৪১।

<sup>৫২</sup> হাওয়াদেস ও বিদআ- ত্বারতুসী, পৃ. ১২১, ১২২; বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ইবনু কাসীর, ১৪/২৪৭।

<sup>৫৩</sup> এহইয়ায়ে উলুমুদীন- ১/২০৩।

মিশকাতের ভাষ্যকার মোল্লা ‘আলী ক্বারী হানাফী (ম্. ১০১৪ হি.) বলেন, জেনে রাখো যে, ইমাম সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হি.) তার কিতাবে দায়লামী ও অন্যান্যদের আনীত হাদীসসমূহ যেখানে মধ্য শা‘বানে প্রতি রাকআতে ১০ বার করে সূরা আল ইখলাসসহ ১০০ রাকআত সালাতের যে অগণিত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা সবই মওযু‘। তাছাড়া ‘আলী ইবনু ইব্রাহীম কোনো এক পুস্তিকায় বলেছেন, মধ্য শা‘বানের রাত্রিতে সালাতে আল্ফিইয়াহ নামে প্রতি রাকআতে ১০ বার করে সূরা আল ইখলাসসহ ১০০ রাকআত সালাত জামা‘আত সহকারে যা আদায় করা হয় এবং যাকে লোকেরা জুমু‘আহ্ ও ঈদায়নের চাইতে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করে থাকে, সে বিষয়ে য‘ঈফ বা মওযু‘ ব্যতীত কোনো হাদীস বা আসার বর্ণিত হয়নি।<sup>৫৪</sup>

এ ধরনের সালাত সম্পূর্ণ বিদআত। কারণ এ ধরনের সালাতের বর্ণনা কোনো হাদীসের কিতাবে আসেনি। কোনো কোনো বইয়ে এ সম্পর্কে যে সকল হাদীস উল্লেখ করা হয় সেগুলো কোনো হাদীসের কিতাবে আসেনি। আর তাই আল্লামা ইবনুল জাওয়যী<sup>৫৫</sup> ইমাম নববী<sup>৫৬</sup> আল্লামা আবু শামাহ<sup>৫৭</sup> শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া<sup>৫৮</sup> আল্লামা ইবনু আররাক<sup>৫৯</sup> আল্লামা সুয়ূত্বী<sup>৬০</sup> আল্লামা শাওকানী<sup>৬১</sup> সহ আরো অনেকেই এগুলোকে “বানোয়াট হাদীস” বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন।

একশত রাকআত সালাত পড়া সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসই জাল বা বানোয়াট। ঐ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কিছুই প্রমাণিত নেই।<sup>৬২</sup>

একশ রাকআত সালাত পড়ার বিদআতটি মসজিদের মুখ্ ইমামগণ অন্যান্য সালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই সালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং তাদের উপর সর্দারী করা ও পেটপূর্তি করার একটি ফন্দি এঁটেছিলেন মাত্র। এই বিদআতী সালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেষ্কার, পরহেয়গার ব্যক্তিগণ

<sup>৫৪</sup> মিরকাত- (দিল্লী ছাপা : তাবি) ৩/১৯৭।

<sup>৫৫</sup> মাওযু‘ আত- ১/১২৭-১৩০।

<sup>৫৬</sup> আল মাজমু‘ ৪/৫৬।

<sup>৫৭</sup> আল বায়স- পৃ. ৩২-৩৬।

<sup>৫৮</sup> ইকতিদায়ে সিরাতুল মুস্তাকীম- ২/৬২৮।

<sup>৫৯</sup> তানযীহুশ শরীয়াহ- ২/৯২।

<sup>৬০</sup> আল ‘আমর বিল ইত্তেবা- পৃ. ৮১; আল লাআলিল মাসনূআ- ২/৫৭।

<sup>৬১</sup> ফাওয়ায়েদুল মাজমু‘আ- পৃ. ৫১।

<sup>৬২</sup> আল্লামাআলিল মাসনূ‘আহ, আহকাম রজব ও শা‘বান- পৃ. ৪৩।

মহান আল্লাহর গণবে যমীন ধ্বংসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।<sup>৬০</sup>

হাফেয ইরাকী (রহিমতুল্লাহ) বলেন, মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায় সম্পর্কিত হাদীসগুলো বানোয়াট বা জাল এবং এটা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপের শামিল। হাফেয ইবনু রজব (রহিমতুল্লাহ) তার কিতাব লাতায়িফুল মায়ারিফে লিখেছেন, তাবেরীদের যুগে সিরিয়ায় খালিদ ইবনু মা'দান, মকহুল, লুকমান ইবনু আমের প্রমুখ আলিম এ রাতকে মর্যাদা দিতে শুরু করেন এবং এ রাতে বেশি পরিমাণে 'ইবাদত-বন্দেগী করতেন। তখন লোকেরা তাদের থেকে এটা অনুসরণ করতে আরম্ভ করল। এরপর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হল; বসরা অঞ্চলের অনেক আবেদগণ এ রাতকে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু মক্কা ও মদীনার আলিমগণ এটাকে বিদআত বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর সিরিয়াবাসী আলেমগণ দুই ভাগ হয়ে গেলেন। একদল এ রাতে মসজিদে একত্র হয়ে 'ইবাদত-বন্দেগী করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন খালেদ ইবনু মা'দান, লুকমান ইবনু আমের। ইসহাক ইবনু রাহভিয়াহও তাদের অনুরূপ মত পোষণ করতেন।

আলেমদের অন্যদল বলতেন : এ রাতে মসজিদে একত্র হয়ে 'ইবাদত-বন্দেগী করা মাকরুহ, তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে 'ইবাদত-বন্দেগী করলে তাতে দোষের কিছু নেই। ইমাম আওয়ালী এ মত পোষণ করতেন।

শায়খ বিন বায-এর অভিমত : এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আতবদ্ধভাবে সালাত আদায় করা, যিক্র আযকারে লিগু হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটি প্রথম শুরু করেন। তাঁরা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে ও আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।<sup>৬১</sup>

শাবানের মধ্যরাত্রির পরদিন রোযা রাখা : সে হিসাবে যদি কেউ শাবান মাসে সাওম রাখেন তবে তা হবে সূনাত। শাবান মাসের শেষ দিন ছাড়া বাকী যে কোনো দিন সাওম

রাখা জায়িয় বা সাওয়াবের কাজ। তবে সাওম রাখার সময় মনে করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেহেতু শাবান মাসে সাওম পালন করেছিলেন তাকে অনুসরণ করে সাওম রাখা হচ্ছে।

অথবা যদি কারও আইয়ামে বীযের নফল সাওম তথা মাসের ১৩, ১৪, ১৫ এ তিনদিন সাওম রাখার নিয়ম থাকে তিনিও সাওম রাখতে পারেন। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيفِي (رضي الله عنه) بِثَلَاثٍ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتِي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার প্রিয় বন্ধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ করে গেছেন। (১) আমি যেন প্রতি মাসে (১৩, ১৪, ১৫ তারিখে) তিনটি রোযা রাখি, (২) চাশতের সময় দু'রাকআত নামায পড়ি, (৩) রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগেই বিতরের নামায আদায় করি।<sup>৬২</sup>

কিন্তু শুধুমাত্র শাবানের পনের তারিখ সাওম রাখা বিদআত হবে। কারণ শরীয়তে এ সাওমের কোনো ভিত্তি নেই।

শবেবরাতের হালুয়া রুটি : শবেবরাতের দিন উহূদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দত্ত মোবারক শহীদ হয়েছিল। এজন্য তিনি শজু খাবার খেতে না পারায় নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাঁত ভাঙ্গার ব্যথায় সমবেদনাস্বরূপ হালুয়া-রুটি খেতে হবে। এ যুক্তিটি হাস্যকর। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাঁত ভেঙেছিল উহূদ যুদ্ধে। আর এ যুদ্ধ শা'বান মাসে হয়নি; বরং তা হয়েছিল ৩য় হিজরির শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়।<sup>৬৩</sup>

অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাঁত ভাঙ্গল শাওয়াল মাসে। আর আমরা শাওয়াল মাস আসার কয়েক মাস আগেই সেই দাঁত ভাঙ্গার ব্যথা অনুভব করে হালুওয়া-রুটি খাচ্ছি! একেই উর্দুতে বলে 'নাখুন কাটকে শহীদ হোনা'। অর্থ- নখ কেটে শহীদ হওয়া বা শহীদ হওয়ার দাবি করা। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাঁত যুদ্ধে ভেঙেছিল। এটা তাঁর অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই ঐ কারণে কারো ইচ্ছাপূর্বক নিজ দাঁত ভাঙ্গা বা সেজন্য হালুয়া-রুটি খাওয়া একেবারেই অযৌক্তিক। [পরবর্তী অংশ ২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন]

<sup>৬০</sup> মিরক্বাত- (দিল্লী : তাবি) অধ্যায় : 'ক্বিয়ামু শাহরে রামাযান, টীকা সংক্ষেপায়িত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

<sup>৬১</sup> 'আত-তাহযীর মিনাল বিদা'- শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, (মদীনা ই. বি. : ১৩৯৬ হি.) ১২-১৩ পৃ.।

<sup>৬২</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৮১।

<sup>৬৩</sup> বায়হাক্বী- দালায়েলুন নবুওয়াত, (বৈরুত : ১৯৮৫), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০১-২০২।

## সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা

শাইখ ড. সালেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান (হাফিয়াছুল্লা-হ)

অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার\*

[৪র্থ (শেষ) পর্বা]

আমরা কি সালাফদের বুঝ গ্রহণ করতে বাধ্য?

আবার এ ভ্রষ্টদের কেউ কেউ বলে, আমরা সালাফদের বুঝ ও তাদের ‘ইলম গ্রহণ করতে বাধ্য নই। আমরা নতুন করে হুকুম-আহকাম ইসতিম্বাত করব। আমরা পুরাতন ফিকহ বাদ দিয়ে নতুন এক ফিকহ শাস্ত্রের জন্ম দিব। সালাফদের ফিকহ ওল্ড মডেল ফিকহ। তারা আরো বলে, সালাফদের বুঝ তাদের সময়ের জন্য যথাযথ ছিল। আমাদের যুগ পরিবর্তন হয়েছে। তাই তা বর্তমান যুগের জন্য যথাযথ নয়। এ প্রেক্ষিতে অনেক লেখক ও ভ্রষ্টদের নিকট থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে সালাফদের ফিকহ পরিত্যাগ ও নতুন এক ফিকহ তৈরি করার প্রতি আহ্বান বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা আমাদেরকে সালাফদের মানহাজ থেকে সড়িয়ে নিতে চায়। কেননা আমরা যখন সালাফদের মানহাজ না জানব, তা থেকে বিমুখ হয়ে যাব, তা অধ্যয়ন না করব তখন সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে না জেনেই নিজেদেরকে সালাফি দাবি করব। যা সালাফি নাম ধারণ করার জন্যে যথেষ্ট নয়। আর এটাই তারা চায়। তারা চায় আমরা যেন তাদের কথা অনুযায়ী সালাফদের মতাদর্শ, তাদের বুঝ ও ‘ইলম পরিত্যাগ করি এবং যুগপোযোগি এক নতুন ফিকহের জন্ম দিই। অথচ এটি একটি স্পষ্ট মিথ্যা কথা। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী শরীয়ত সকল সর্ব সময় ও সকল স্থানের জন্যে যথাযথ, উপযুক্ত।

সুতরাং সালাফদের মানহাজ সর্বসময় ও সকল স্থানের জন্য উপযুক্ত। তা আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে নূর, কাজেই এ লাঞ্ছিত ও ভ্রষ্টদের কথা আপনাকে যেন মানহাজুস সালাফ থেকে বিমুখ না করে দেয়, অনাথহী না করে তোলে। ইমাম মালেক (রহিমুল্লাহ) বলেন :

لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

“যা এ উম্মতের প্রথম প্রজন্মকে সংশোধন করেছিল তা শেষ প্রজন্মকেও সংশোধন করতে সক্ষম।”

যে জিনিস এ উম্মতের প্রথম প্রজন্মকে সংশোধন করেছিল তা কি? তা হলো, কিতাব-সুন্নাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর

অনুসরণ। কুরআনের প্রতি ‘আমল হাদীসের প্রতি ‘আমলই এ উম্মতের প্রথম প্রজন্মকে সংশোধন করেছিল। তাই শেষ প্রজন্মকেও শুধুমাত্র তা-ই সংশোধন করতে পারে যা প্রথম প্রজন্মকে সংশোধন করেছিল।

অতএব, কেউ নাজাত চাইলে তার উপর আবশ্যিক হলো, সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে জানা, তা আঁকড়িয়ে থাকা এবং তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা। কেননা তা হলো, একমাত্র মুক্তির পথ। তা হলো, নূহ (عليه السلام)-এর নৌকার মতো। যে তাতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে আর যে আরোহন করবে না সে ভ্রষ্টতার মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে মারা যাবে।

কাজেই সালাফদের মানহাজ ছাড়া আমাদের কোনো মুক্তির পথ নেই। আর জ্ঞানার্জন করা ছাড়া সালাফদের মায়হাব সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তাই জ্ঞানার্জন করতে হবে, মানহাজুস সালাফ পাঠ ও পঠন করতে হবে পাশাপাশি মহান আল্লাহর কাছে এ দু’আ করতে হবে—

﴿هُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

“আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান করুন। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।”<sup>৬৭</sup>

আমরা মহান আল্লাহর কাছে দু’আ করব তিনি যেন আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমে অটল থাকার তাওফীক দান করেন এবং আমাদেরকে সে পথে আটল রাখেন যার কোনো বিকল্প নেই। আর ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কোনোভাবেই সালাফদের মতাদর্শের যথাযথ অনুসরণ করতে পারবেন না, যতক্ষণ না সে সম্পর্কে জানবেন, জ্ঞানার্জন করবেন এবং আপনি কিছুতেই তাতে অবিচল থাকতে পারবেন না, যতক্ষণ না ধৈর্যধারণ করবেন ও সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে অনাগ্রহ সৃষ্টিকারী, হক্ব বিচ্যুত ভ্রান্ত অপপ্রচার থেকে মুখ ফিরিয়ে না রাখবেন।

এটাই হলো সত্য সঠিক পথ, মুক্তির পথ, ৭৩ দলের সব দল জাহান্নামে যাবে একটি ব্যতীত। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সে দলটি কারা? উত্তরে তিনি বললেন, “বর্তমানে যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত আছি, যারা তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।”

এটাই হলো সালাফদের পথ। মুক্তির পথ। যা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এছাড়া মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই, অন্যান্য সকল পথ গোমরাহ। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

\* অধ্যয়নরত, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া। উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা।

<sup>৬৭</sup> সূরা আল ফাতিহাহ : ৬-৭।

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَقْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

“আর বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।”<sup>৬৮</sup>

এটা ই হলো আল্লাহর পথ এবং তাছাড়া অন্যগুলো ভ্রষ্টপথ, বিচ্যুত পথ। সেগুলোর প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে এবং সে দিকে মানুষকে ডাকছে, আহ্বান করছে। নবী (ﷺ) এ ভ্রষ্ট-দাঈ বা আহ্বানকারীদের আশংকা করেছিলেন। যারা সালাফদের মানহাজ থেকে মানুষকে সরিয়ে নিতে চাইবে, তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে,

دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَن آجَابَهُم إِلَيْهَا قَدَفَوْهُ فِيهَا.

“জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।”<sup>৬৯</sup>

কাজেই এদের থেকে সতর্ক থাকা খুবই প্রয়োজন। আর দিন যতই যাচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা তীব্র আকার ধারণ করছে। ফিতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মানহাজুস সালাফের প্রতি মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

**সব মানুষ-ই কি মুসলিম?**

এ বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারীদের কেউ কেউ বলে সকল মানুষ-ই মুসলিম। তারা যে পথের যে মুসলিম! হোক না কেন? তারা রাসূল ও তার সাহাবীদের পথের উপর অবিচল থাকুক বা না থাকুক তারা মুসলিম।

হ্যাঁ, তারা মুসলিম, তবে তারা প্রকৃত মুসলিম নাকি বিচ্যুত পথে অবিচল, অমুক তমুকের মানহাজের অনুসারী; নামে মাত্র মুসলিম। তারাতো ভ্রষ্ট হয়ে এমন পথে চলে যা জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে ছাড়বে। এটাতো শুধু মুসলিম নাম ধারণ করা ব্যতীত আর কিছু নয়। অথচ উপকারী ‘ইল্ম (কুরআন-সুন্নাহর ‘ইল্ম) ও সালাফদের মানহাজ পাঠ-পঠনে গুরুত্ব দেয়া ব্যতীত নিজেকে মুসলিম দাবি করা সম্ভব নয়। এ জন্য আপনারা দেখতে পাবেন যে, সালাফী আলেমগণ ‘আফ্কীদাহ ও তার বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেন এবং তারা সালাফদের মতাদর্শ পাঠ-পঠন ও আঁকড়িয়ে থেকে পথ চলার অভিপ্রায়ে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত অনেক কিতাবাদি রচনা করেছেন।

সুতরাং এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বের দাবিদার। বিশেষ করে তিমির আঁধার ও বিভ্রান্তির এ সময়ে মুসলিমের প্রয়োজন

<sup>৬৮</sup> সূরা আল আন’ আম : ১৫৩।

<sup>৬৯</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৮৪।

এমন এক প্রদীপের যা ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে আলোর পথ দেখাবে।

**কিছু নাসিহা :** বর্তমানে এমন লোকের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে যারা তাদের মতোই ব্যক্তিদের থেকে বা বিভিন্ন কিতাবাদি থেকে কিংবা বিভিন্ন কৃষ্টি কালচার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ‘ইল্মের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ থেকে জ্ঞানার্জন না করেই নিজেদের জ্ঞানী ও পণ্ডিত দাবি করছে, জ্ঞানী হওয়ার ভান করছে –এরূপ কথা তারা নিজেরাই বলে থাকে। তাদের এ পছা কখনো কল্যাণ বয়ে আনবে না এবং সঠিক পথের দিশাও দেখাতে পারবে না। সালাফী মানহাজ আঁকড়িয়ে ধরা ও তাতে চলার জন্য সঠিক ‘ইল্ম অর্জনের কোনো বিকল্প নেই এবং এ পথে চলার কারণে আপনাকে যে নিন্দা করা হবে, সেকালে মনে করা হবে তাতে ধৈর্য ধারণের কোনো বিকল্প নেই।

যারা সালাফদের মাযহাব আঁকড়ে থাকে, সে অনুযায়ী চলে, জীবন পরিচালনা করে বর্তমান সময়ে আপনারা তাদের বিভিন্ন নিন্দা, তিরস্কার ও সমালোচনা শুনতে পাবেন। তারা বলে সালাফীরা রিজয়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তারা এরূপ তারা সেরূপ... (আপনারা সতর্ক থাকবেন) তাদের এ মিথ্যা ও বাতিল কথাগুলো যেন আপনাদেরকে সত্যবিমুখ করতে না পারে, শক্তভাবে এ নিরাপদ, ফিৎনামুক্ত মানহাজ আঁকড়ে থাকুন। কারণ এটিই হলো, একমাত্র মুক্তির পথ। এ জন্য নবী (ﷺ) বলেছেন,

فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّيَيْنِ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে সে অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহগণের সুন্নাহ অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নব আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদআত এবং প্রতিটি বিদআত হলো ভ্রষ্টতা।”<sup>৭০</sup>

মানুষের মাঝে মতানৈক্যের সময় রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ ও সুপথপ্রাপ্ত তার খলীফাদের সুন্নাহ আঁকড়িয়ে ধরা ব্যতীত অন্য কিছু তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না। এটিই হলো একমাত্র মুক্তির পথ, নিরাপত্তার পথ, জান্নাতের পথ।

<sup>৭০</sup> সুন্নাহ আবু দাউদ- হা. ৪৬০৭, সহীহ।

কাজেই আমাদের উচিত হলো- সালাফদের মানহাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং যারা সালাফদের মর্যাদাকে ছোট করে দেখে অথবা নিন্দিত গুণে গুণান্বিত করে তাদের কথা যেন আমাদেরকে সালাফদের থেকে বিমুখ না করে দেয় সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। যদিও তাদের এ অপপ্রচার আমাদের অন্তরে সালাফদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না; বরং আরো বৃদ্ধি করে। কেননা তারা তো শুধু এ জন্যেই বিরোধিতা করছে যে, তা হলো- সত্য পথ। আর তারা চায় ভ্রষ্ট পথ।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। শুধুমাত্র সালাফী দাবি করাকেই যথেষ্ট মনে করবেন না। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন না করে স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াতেই ভ্রষ্ট হবেন না, ‘ইল্ম গ্রহণ করুন সে বিষয়ে স্পেশালিস্টদের নিকট থেকে এবং সৎ পথে অবিচল আলেমদের থেকে। আল্লাহ যে পথগুলো সম্পর্কে সতর্ক করেছেন সেগুলো থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَقْزُقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

“আর বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।”<sup>৭১</sup>

অত্র আয়াতে **سَبِيلِهِ** তথা “তার পথ” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ তা’আলার পথ, মহান আল্লাহর সিরাত।

সুতরাং বর্তমান সময়ে আমরা সালাফদের মানহাজ আঁকড়ে ধরা ও বিভ্রান্তি প্রসারকারীদের থেকে সতর্কতা অবলম্বনের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছি। কেননা ফিতনা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করেছে। ভ্রষ্ট দাঈদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষের মাঝে খারাপ জিনিস সাথে ছড়িয়ে দেয় এমন বৃদ্ধি পেয়েছে। মিনিটেই মন্দ জিনিসগুলো মানুষের নিকট ও তাদের বাড়ীতে পৌঁছে যাচ্ছে। তাদের বিছানায় পৌঁছে যাচ্ছে। যেগুলো ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করছে। স্বেচ্ছাচারিতার দিকে আহ্বান করছে। হারাম কামনা-বাসনার দিকে ডাকছে। বিকৃত চিন্তা-ভাবনার দিকে ডাকছে। তারা এগুলোকে মনে করছে উপযুক্ত বুঝ, সংস্কৃতির স্বাধীনতা। তাদের এ চিন্তা-চেতনা সর্বদা কঠিনাকার ধারণ করে চলছে। এসব কিছু যেন মুসলিমদেরকে সালাফদের মানহাজ, তাদের মতাদর্শ ও ‘ইল্ম থেকে উদাসীন না করে দেয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকতে হবে।

সুতরাং খালাফদের পথের চেয়ে সালাফদের পথ অধিক নিরাপদ, অধিকতর জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং অধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ।

সালাফদের জ্ঞান হলো- কুরআন-সুন্নাহর স্বচ্ছ জ্ঞান। আর খালাফদের জ্ঞানের মাঝে বাতিল অনেক কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাতে ভেজালযুক্ত অনেক কিছু প্রবেশ করেছে। পক্ষান্তরে সালাফদের ‘ইল্ম ছিল নিরেট খাঁটি। এজন্যে আপনারা যখন সালাফদের কিতাব পড়বেন তখন দেখতে পাবেন যে, তাতে সবচেয়ে কম কৃত্রিমতা রয়েছে এবং তা একদম নিরেট স্বচ্ছ। তা যতই পূর্বের কিতাব হোক না কেন। এ জন্যে আল্লামা ইবনু রজব (রহিমুল্লাহ) “খালাফদের ‘ইল্মের উপর সালাফদের ‘ইল্মের মর্যাদা” শীর্ষক কিতাবে বলেছেন,

السلف كلامهم قليل وعلمهم غزير والخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل.

“সালাফদের কথা ছিল কম কিন্তু ‘ইল্ম ছিল প্রচুর পক্ষান্তরে খালাফদের কথা বেশি কিন্তু তাতে ‘ইল্ম সামান্য।” কাজেই এ বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এটাই হলো সালাফদের মানহাজ। যে মানহাজে চলা ও ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আমাদের কোনো মুক্তি নেই। আর আমরা তাদের মানহাজ শিখব সঠিক পথে অবিচল থেকে। সে পথে থেকে নয় যে পথ মিথ্যা ও সন্দেহপূর্ণ। আর এক্ষেত্রে কখনো যদি সালাফদের দিকে এমন কিছু নিসবত করা হয় যা বাতিল, আদৌ সালাফদের মতাদর্শ নয়, সেগুলো আমরা পরিত্যাগ করব। সেগুলো থেকে বেঁচে থাকব।

পরিশিষ্ট : মানহাজুস সালাফ সম্পর্কে স্বল্প কিছু আলোচনা করলাম। সময়ের অভাবে তার সকল বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। পরন্তু আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ নিশ্চয় উপদেশ মু’মিনদের উপকারে আসে।”<sup>৭২</sup> তিনি আরো বলেন,

﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَكِّرْكَ مَنْ يُخْشَى﴾

“অতঃপর উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দিন; যে ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে।”<sup>৭৩</sup>

পরিশেষে, আল্লাহর কাছে দু’আ করি তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাদেরকে বেশি বেশি সৎ ‘আমল ও সত্য কথা বলার তাওফীক দান করেন। আমাদেরকে ও আপনাদের কে সত্যের উপর অটল ও অবিচল রাখেন এবং কষ্টে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দান করেন -আমীন। [সমাণ্ড]

ওয়া সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামু ‘আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া ‘আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাদিন ॥

<sup>৭১</sup> সূরা আল আন’আম : ১৫০।

<sup>৭২</sup> সূরা আয যা-রি’ আ-ত : ৫৫।

<sup>৭৩</sup> সূরা আল আ’লা : ৯-১০।



স্মৃতিচারণ

আপনজন হারানোর মর্মপীড়া :

সাতদশকের দুঃখগাঁথা

-আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী\*

মধ্যবিত্ত ঘরের একমাত্র পুত্র সন্তান আমি। কৃষি নির্ভর পরিবারে বড় হয়েছি। বাবা-মার প্রতীষ্ঠানিক কাঠামোয় পড়াশোনা ছিল না; কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন। ছিলেন বিদ্যানুরাগী। আরবি, উর্দু ও ফার্সি জানতেন। আঝার ছোট নোটবুকে চমৎকার আরবি ও ফার্সি লেখা দেখেছি। অজস্র কবিতা/শ্লোক তাঁর ঠোঁটস্থ ছিল। পরিস্থিতি মোতাবেক চমৎকার ও রসঘন শ্লোক/কবিতা আউড়িয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতেন। মসজিদে আঝাকে খুৎবাহ্ দিতে দেখেছি। প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর দেয়া খুৎবাহ্ আজও আমার মনে পড়ে।

মামার প্রেরণায়, বাবার ইচ্ছা আমাকে লেখাপড়া করতে হবে। মামা ছিলেন ত্রিশের দশকের এনট্রান্স পাস। শুনেছি, মামার এনট্রান্স পাসের খবর পেয়ে বহুলোক তাকে দেখতে এসেছেন। গ্রামান্তরে এ সুখবর পৌঁছতে বাকী থাকেনি। কিন্তু মামার এই গৌরবের ক্ষণে আমার নানা বেঁচে ছিলেন না। মামার জন্মের পর বজ্রাহত হয়ে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। নানার মৃত্যুর পর মামাকে মানুষ করার দায়িত্ব নানীই নিয়েছিলেন। পড়িয়েছিলেন। মামার সুখবরে নানী তাঁর আঁচল দিয়ে আনন্দাশ্রু মুছতেন। মামার আদরের ছোট বোন মোমেনা খাতুন। আমার পরম মমতাময়ী মা।

মামাকে আদর্শ করে পড়াশোনা শুরু হলো। যথাসময়ে অনার্সসহ এম. এ পাস করে সপ্তম (১৯৮৫) বিসিএস-এর আওতায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কলেজে যোগ দিই। প্রথম চাকুরি নাটোরে। এন এস, সরকারি কলেজ, নাটোর। অতঃপর ঘরকুনো বাঙালির স্বভাবজাত ভাবনা, নিজ জেলা ঠাকুরগাঁও-এ ফিরতে হবে। ফেরা হলো। কেটে গেলো প্রায় দেড় যুগ। ইতোমধ্যে ২০০১ সালে বাবাকে হারালাম। বাবা হারানোর তীব্র ব্যাথা এবারই

\* ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

অনুভূত হলো। বিকেলে কথা হলো। ভালই ছিলেন। পায়ে আঘাতজনিত কবিরাজি চিকিৎসা চলছিল। হঠাৎ রক্তচাপের উর্দ্ধগতি। দ্রুত ঠাকুরগাঁও সদরে নেয়া হলো। বিধাতার ইচ্ছা, আর বাড়ি ফেরা হলো না। হাসপাতাল থেকেই না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন। পাশে বসে মৃত্যু যন্ত্রণার নির্মমতা আমাকে বিহবল করে তুলেছিল। এভাবে পেছনের দিকে আরও তিন আপনজনকে হারানোর বেদনা আজও বহন করে চলেছি।

আজ থেকে অন্ততঃ ৫৩ বছর আগে দেশ যখন উত্তাল। স্বাধীনতার প্রসব বেদনা তীব্রতর -এমনি সময় ছোট স্নেহময়ী বোন জরিলা খাতুনকে হারিয়েছি। তার শেষ বিদায়ের করুণ অবস্থা অসহায় ক্ষেত্রে শুধু অবলোকন করেছি। কিছু করতে পারিনি। এটি সম্ভবতঃ ৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে। ৪/৫ বছরের বোনটি আমার। সামান্য জ্বরভোগ। পদযুগল ফুলে গেল। কী অসুখ ঠাওরানই গেল না। হাতুড়ে ডাক্তারের জড়ি-বটি, জোলাপ কোনো কাজেই লাগলো না। এ বয়সে আদরের ছোট বোনটির চিরবিদায় আমার নিকট অসহনীয় হয়ে পড়েছিল।

দেশ স্বাধীন হবার মাত্র মাস তিনেক আগে আর এক 'সাইমুম' বয়ে গেল আমাদের পরিবারের উপর। পায়ে হাঁটা ৫ কি.মি. দুরন্তের স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে প্রথমে ভাই ভাই বলে যে ডাকটি আমাকে কাবু করতো- সে হলো আমার দাদী। তারও মৃত্যু যন্ত্রণা আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। দাদীর শেষ বিদায়ের করুণ সুর আজও আমার কানে যেন অনুরূপিত হচ্ছে। সে সময় চিকিৎসা ব্যবস্থা আজকের মতো ছিল না। গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারগণই ছিল শেষ ভরসা। উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা সদরে যাওয়াটা ছিল দুরূহের ব্যাপার। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ভঙ্গুর। চিকিৎসা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল পাহাড়সম। পশ্চিমাদের এহেন কর্মকাণ্ড ছিল বড়ই মর্মস্তদ। অসহায় নেত্রে বারিসিঞ্চন ছাড়া রোগীর অভিভাবকের কিছুই করার থাকত না।

মৃত্যুর মিছিল যেন আমাদের পরিবারটির পিছু ছাড়ছিল না। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে। মুক্ত হয়েছে অনেক অঞ্চল। ১৯৭০-৭১ সালের টালমাটাল অবস্থায় বহু পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমার নানী আমাদের কাছেই থাকতেন। নানা-মামার ইস্তেকালের পর বউমা-

মেয়ের বাড়ীতে স্বাচ্ছন্দে কাটাতেন। ইত্যবসরে আমার খালা ও এক খালাতো ভাই বেড়াতে এসেছিলেন। মানবতার ইতিহাসে চরম দুর্যোগ। এমনিতিরো দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আমার নানী, খালা ও খালাতো ভাইকে অকুস্থলে পেয়ে দুর্বত্তরা হত্যা করে। আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। পাঁচ-ভাইবোনের বড় সংসার সামলাতে গিয়ে বাবা বুঝে উঠতে পারেননি। এমনি এক সময়ে আমার পরিবারকে বিষম যাতনার মুখোমুখি হতে হলো। আমি তখন নবম শ্রেণির ছাত্র। নানী খালার বিয়োগে আমরা মুষড়ে পড়েছিলাম। মায়ের নীরব কান্না আমরা অবলোকন করেছি। সহোদরার মৃত্যুতে আমার মায়ের অসহায়ত্ব দেখে আমরাও মুষড়ে পড়েছিলাম। মাতৃবিয়োগের ব্যাথায় তিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। পূর্নবাসন পর্যায়ে আমরা দারুণ বিপর্যস্ত। তাঁবুতে থাকতে হয়েছে বহুদিন। ছোট তাঁবুতে একাধিক পরিবারের বাস কতই না বিব্রতকর, লিখে শেষ করা যাবে না। নিজস্বতা বলতে কিছুই ছিল না। খোস-পাচড়া, উদরাময় ইত্যকার রোগ ছিল নিত্যসঙ্গী। ইতোমধ্যে আমার সবচেয়ে ছোট ভাই আব্দুর রহীম অসুস্থ হয়ে পড়লো। যতদূর মনে পড়ে বয়স বড়জোর ৪/৫ বছর। হঠাৎ জ্বর। গায়ে গোটা গোটা কী যেন ছেয়ে গেল। তার একদিন পর সেও মৃত্যুর কোলে চলে পড়লো। আমি বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে সঙ্গেপনে অসহায় মাকে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে দেখেছি। দু'টি সন্তানহারা মা'র যন্ত্রণা অনুভব করেছি।

বাবাসহ পরিবারের চারজনকে হারানোর ব্যাথা আজও আমি বহন করে চলেছি। চিকিৎসা সংকট ও ভঙ্গুর যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্গতি আজও আমার মনে পড়ে। ইত্যবসরে বদলি হলাম দিনাজপুরে। একসময় ঠাকুরগাঁও দিনাজপুরের আওতাধীন মহুকুমা ছিল। ৮০'র দশকে জেলায় রূপান্তরিত হয়। ঠাকুরগাঁও জেলাধীন রানীশংকৈল থানার ভরনিয়ায় আমার গ্রামের বাড়ি। প্রায় দ্বিগুণ দুরত্বের দিনাজপুরে স্বপরিবারে চলে আসলাম। নানা কারণে ভাবলাম জীবনের বাকী সময়টা দিনাজপুরে কাটালে মন্দ হয় না। কেননা ইতোমধ্যে দিনাজপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গড়ে উঠেছে। সদর হাসপাতাল আধুনিকায়ন হয়েছে।

আছে দেশ সেরা ডায়াবেটিস হাসপাতাল ও হার্ট ফাউন্ডেশন। যুক্তি ছিল ভাই-বোন, দাদী ও পিতার মতো যেন চিকিৎসা সংকটে না পড়ি। নিজেদের ও বয়োবৃদ্ধ মাতার শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে চিকিৎসা পাবো দ্রুত। স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। কিন্তু হয়! তাতো হলো না। যে নিরাপত্তার জন্য দিনাজপুর আসলাম তা গুড়েবালি হলো, আমার বড় সন্তান সাআদ বিনে চিকিৎসায় না ফেরার দেশে চলে গেল।

সাআদ আমার প্রথম সন্তান। বৈবাহিক জীবনের এক যুগে আমার স্ত্রী মেরীর কোল আলোকিত করে তার শুভাগমন। কতশত চিকিৎসা, দু'আ, তদবির, ইত্যাদির যেন 'এনাম' ছিল আমার সাআদ। পিতা-মাতার হক্ হলো সন্তানের সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা। নাম রাখার ব্যাপারে ইসলাম একটু বেশি সচেতন হওয়ার তাগিদ দিয়েছে। রাসূল (ﷺ) শিশুর জন্মের সপ্তম দিন নবজাতকের উত্তম ও সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।<sup>৭৪</sup> রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের নিজ নাম ও পিতার নামে ডাকা হবে। সুতরাং তোমার সুন্দর নাম রাখো।<sup>৭৫</sup> সম্মানিত পাঠকবৃন্দ উল্লিখিত হাদীস দু'টিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার বহু প্রতিশ্রুতি সাধের সন্তানের নাম সাআদ রেখেছিলাম।<sup>৭৬</sup> দু'জন বিখ্যাত সাহাবীর নামের আদ্য শব্দ ছিল সাআদ। এঁরা হলেন- সাআদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (رضي الله عنه)। ইনি রাসূল (ﷺ)-এর অন্যতম প্রধান সাহাবী। ১৭ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৭তম ইসলাম গ্রহণকারী পরম নন্দিত ব্যক্তি ছিলেন। সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর মামা ছিলেন। তাঁর নামের প্রারম্ভে মুস্তাজাবুদ্ দাওয়াত লিখা হতো। এতদ্ব্যতীত ছিলেন সাআদ ইবনু মু'আয (رضي الله عنه)। তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। বদর উহূদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যার মহাপ্রয়াণে

<sup>৭৪</sup> জামে' আত তিরমিযী- ২/১১০।

<sup>৭৫</sup> সুনান আবু দাউদ- হা. ৪৩০০।

<sup>৭৬</sup> সাআদ নামের অর্থ হচ্ছে- সৌভাগ্য, ভাগ্যবান, নেক, কল্যাণ কিংবা সম্মানিত। আমার সাআদের নাতিদীর্ঘ জীবনে প্রমাণ করেছে, সে ছিল ভাগ্যবান ও সম্মানিত। তার মহাপ্রয়াণে আজও অজস্র মানুষ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ -আলহামদুলিল্লাহ।

জিবরীল (ﷺ) রেশমি পাগড়ি পরিধান করে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, কে মৃত্যুবরণ করেছে, যাঁর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে? যাঁর কারণে আরশে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে।<sup>৭৭</sup> রাসূল (ﷺ) দৌড়ে সাআদ (ﷺ)'র কাছে গিয়ে দেখেন তিনি আর বেঁচে নেই।<sup>৭৮</sup>

সাআদ বড় নিষ্ঠুর ও মিতবাক স্বভাবের ছিল। সাআদ ছাত্রজীবনে ছিল মেধাবী। জীবনের প্রথম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে আমাদের চমৎকৃত করেছিল। যথারীতি সকল পরীক্ষায় মেধার স্বাক্ষর রেখেছিল। সে তার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথকে বেছে নেয়। চমৎকার পড়াশোনা চলছিল। ২০২২-এর ডিসেম্বরে বি.বি.এ (সম্মান) কোর্স সম্পন্ন করবে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস তাঁর আর চূড়ান্ত পরীক্ষা দেয়া হলো না।

১৫ মে, ২০২২ সে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ট্রাকের সম্মুখ ধাক্কায় প্রাণ হারালো। চিকিৎসার সুযোগ পেলাম না। যে চিকিৎসা পাবার মনোবাসনা নিয়ে দিনাজপুর শহরে থিতু হলাম, অথচ আমার ছেলে চিকিৎসা বিনে আমাদের ছেড়ে চলে গেল! দীর্ঘ চক্ৰিষ্টি বছর তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। কে জানতো! তার খাট আমাকে বহন করে নিতে হবে তার অস্তিমশয়ানে। তাকে কবরে রেখে কপালে চুমু খেয়ে শেষ বিদায় দিয়েছি। তবু আজও তাকে খুঁজে ফিরছি কবে হয়তোবা আমার কোলে ফিরে আসবে? তার অভাবে প্রতিনিয়ত অপত্যস্নেহ বিগলিত হয়ে অশ্রুধারায় নেমে আসছে। □

<sup>৭৭</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮০৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৬৬।

<sup>৭৮</sup> আরও ছিলেন উমায়ের ইবনু সাআদ আল আনসারী। ৬৩০ সালে বাইজেন্টাইন বাহিনীর বিরুদ্ধে তাবুক অভিযানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য রাসূল (ﷺ) তাঁকে নেতা ঘোষণা করেছিলেন। জলীল ও কুদব এই সাহাবীর দু'আর কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী (ﷺ)-এর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেন। মিথ্যা তোহমত ভঙ্গনের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, 'হে প্রভু! আমি আপনাকে যা বলেছি তা যাচাই করার জন্য আপনার নবী (ﷺ)-কে একটি ওয়াহী প্রেরণ করুন। সাহাবায়ে কিরাম উমায়ের ইবনু সাআদের কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে তারা দেখতে পেল যে মুহাম্মদ সাড়া প্রাপ্ত হয়েছেন।

## শাবান ও শবে বরাত

[১৯ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

শবে বরাতের রাতের অন্যান্য কুসংস্কার : এ রাতে অনেক কুসংস্কার রয়েছে। বিস্ময়ের ব্যপার হলো মানুষ এগুলোকে নেক কাজ মনে করে শুধু বিভ্রান্তই হচ্ছে না; বরং কবীর গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। এ জাতীয় আপত্তিকর কাজগুলো হলো-

১. আতশবাজী, তারাবাতি, পটকা ইত্যাদি ফুটানো।
২. মসজিদ, ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট ও অন্যান্য জায়গায় আলোকসজ্জা করা। এসব অপচয়ের শামিল। তাছাড়া এটি হিন্দু দেওয়ালী উৎসব হতে গৃহীত। তাই এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে অবশ্যই পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।

আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী বলেন, এই রাতে আলোকসজ্জা করা হিন্দুদের 'দেওয়ালী' উৎসবের অনুকরণ মাত্র। তিনি মধ্য শা'বানের ফযীলত বিষয়ে বিভিন্ন য'ঈফ ও মওয়ূ' হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, 'নিকৃষ্ট বিদআতসমূহ যা হিন্দুস্থানের অধিকাংশ দেশে প্রচলিত আছে, সেগুলোর অন্যতম হলো বাড়ী-ঘরে ও প্রাচীরসমূহের উপর আলোকসজ্জা করা ও এগুলো নিয়ে গর্ব করা। আর এ উপলক্ষ্যে দলবদ্ধভাবে আতশবাজি ও আগরবাতি পোড়ানোর খেল-তামাশায় মত্ত হওয়া। এগুলোর কোনো ভিত্তি গ্রহণযোগ্য কোনো বিশুদ্ধ গ্রন্থে নেই। এমনকি অগ্রহণযোগ্য কোনো কিতাবেও নেই। এ বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। না কোনো য'ঈফ না কোনো মওয়ূ'। হিন্দুস্থানের দেশগুলোর বাইরে এটি কোথাও প্রচলিত নেই। আরব দেশসমূহের মধ্যে হারামাইন শরীফাইনে নেই। অনারব দেশগুলোতেও নেই, হিন্দুস্থানের দেশগুলো ব্যতীত; বরং সর্বোচ্চ ধারণা মতে এটি হিন্দুদের 'দেওয়ালী' উৎসবে আলোকসজ্জার প্রথা হতে গৃহীত। কেননা সাধারণভাবে নিকৃষ্ট বিদআতসমূহের রেওয়াজ কুফরী যামানা থেকে হিন্দুস্থানে রয়ে গেছে। সেগুলো মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে পারস্পরিক প্রতিবেশী হওয়া ও মেলামেশার কারণে এবং তাদের মহিলাদের গৃহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করা ও তাদের নারীদের বিবাহ করার কারণে। পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যকার কেউ কেউ বলেছেন, বিশেষ বিশেষ রাত্রে অধিকহারে আলোকসজ্জা করা নিকৃষ্ট বিদআতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অধিকহারে আলো জ্বালানো 'মুস্তাহাব' হওয়ার পক্ষে শরীয়তের কোথাও কোনো 'আসার' বর্ণিত হয়নি।<sup>৭৯</sup> □

<sup>৭৯</sup> মা সাবাতা বিস সুন্নাহ- আব্দুল হক দেহলভী, (দিল্লী মুজতাবায়ী প্রেস, আরবী-উর্দু, ১৩০৯/১৮৯১ খৃ.) ২১৪-১৫ পৃ।

## কাসাসুল কুরআন

### পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড

—আবু তাহসীন মুহাম্মদ

পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও নবী আদম (ﷺ)-এর দুই সন্তানের নাম হাবিল ও কাবিল। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে তাদের একজন (কাবিল) অপরজনকে হত্যা করেছিল। এটাই মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ড।

আদম (ﷺ) ও হাওয়া (ﷺ)-এর ঘরে কতজন সন্তানের জন্ম হয়েছিল, তা নিয়ে দু'টি মত পাওয়া যায়। মুফাসসির ইবনু জারির (রহিমুল্লাহ) বলেছেন, 'হাওয়া (ﷺ) ২০ বার গর্ভধারণ করেন; প্রতিবারই যমজ সন্তান জন্ম দেন। একটি ছেলে একটি মেয়ে।' আবার কেউ বলেছেন, '১২০ বার গর্ভধারণ করেন এবং ২৪০ জন সন্তান জন্ম দেন।'<sup>১০</sup>

যেহেতু তখন পৃথিবীতে আদমসন্তান ছাড়া কোনো মানুষ ছিল না, তাই বংশবৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশে আদম (ﷺ) নিজের ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দিতেন। প্রতিবারই এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্ম নিত। নিয়ম ছিল, একবারের ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে অন্যবারের মেয়ে ও ছেলেকে বিয়ে দেওয়া হতো। নিয়ম অনুযায়ী হাবিল-কাবিলের বিয়ের বিষয়ও সামনে আসে। কাবিল বড় ছিলেন এবং তাঁর যমজ বোনটি হাবিলের যমজ বোনের চেয়ে বেশি সুন্দর ছিলেন। এ কারণে কাবিল তাঁর যমজ বোনকে হাবিলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না।<sup>১১</sup>

উল্লিখিত সমস্যার সমাধান হিসেবে আদম (ﷺ) সিদ্ধান্ত দিলেন তাঁরা উভয়ে মহান আল্লাহর দরবারে কুরবানি পেশ করবেন। যার কুরবানী কবুল হবে, তিনি নিজের ইচ্ছা পূরণের অধিকার পাবেন। সে কালে কুরবানী ও মানত কবুল হয়েছে কি না তা বুঝা যেত। নিয়ম অনুযায়ী, মানত ও কুরবানীর বস্তু কোনো উঁচু স্থানে রেখে আসতে হতো। সেটি আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হলে আসমান থেকে আগুন এসে বস্তুটি পুড়িয়ে দিত। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأُثِّلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ

<sup>১০</sup> নবুওয়াতু আদম ওয়া রিসালাতুহ- পৃ. ১১৫; মুজাজুত- তারিখিল ইসলামী- ২/১৩।

<sup>১১</sup> তাফসীরে ইবনু কাসীর- কাসাসুল কুরআন।

اللَّهُ مِنَ الْمُتَقَبَّلِينَ ۝ لَيْسَ بِسَطِّكَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۝ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّي أُرِيدُ أَنْ نَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَفَتَنَّهُ فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِئِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۝ قَالَ يُؤَيِّلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَئِرِي سَوْءَةَ أَخِي ۝ فَاصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿١٠﴾

“তুমি তাদের সঠিকভাবে শুনাও আদমের দুই পুত্রের বিবরণ। যখন তারা কুরবানী করেছিল তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হয়েছিল এবং অপরজনের কুরবানী কবুল করা হয়নি। সে বলল : ‘অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।’ অপরজন বলল : ‘আল্লাহ একমাত্র পরহেয়গারদের কুরবানী কবুল করেন।’ যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে আমার হাত বাড়াব না। কেননা আমি তো ভয় করি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে। ‘আমি চাই, তুমি বহন করো আমার ও তোমার গুনাহর বোঝা, তারপর তুমি জাহান্নামবাসীদের মধ্যে शामिल হয়ে যাও। এটাই হলো অত্যাচারীদের শাস্তি।’ তারপর তার প্রবৃত্তি তার ভাইকে হত্যা করার উচ্চাশীল দিলো এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে शामिल হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল তাকে দেখাবার জন্য যে, কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে রাখবে। সে বলল— হায়! আমি কি হলাম, এ কাকের মতও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের লাশ লুকাতে পারি? তারপর সে অনুতাপ করতে লাগল!”<sup>১২</sup>

মূল ঘটনা হলো— যখন আদম ও হাওয়া (ﷺ) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং তাঁদের সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন হাওয়া (ﷺ)-এর প্রতি গর্ভ থেকে জোড়া জোড়া (জময) অর্থাৎ— একসাথে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এরূপ জময সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কেবল শীস (ﷺ) ব্যতিরেকে। কারণ, তিনি একা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তখন ভাই-বোন ছাড়া আদম (ﷺ)-এর আর কোনো সন্তান ছিল

<sup>১২</sup> সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭-৩১।

না। অথচ ভাই-বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (ﷺ)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হবে হারাম। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য সম্পর্ক প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারীনি কন্যা সহোদরা বোন হিসেবে গণ্য হবে না। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ। সুতরাং সে সময় আদম (ﷺ) একটি জোড়ার মেয়ের সাথে অন্য জোড়ার ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাক্রমে কাবীলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে ছিল পরমা সুন্দরী। তার নাম ছিল ইকলিমা। কিন্তু হাবীলের সাথে যে সহোদরা জন্ম নিয়েছিল সে দেখতে ততটা সুন্দরী ছিল না। সে ছিল কুশী ও কদাকার। তার নাম ছিল লিওয়া। বিবাহের সময় হলে শরয়ী<sup>১</sup> নিয়মানুযায়ী হাবীলের সহোদরা কুশী বোন কাবীলের ভাগে পড়ে। ফলে আদম (ﷺ) যখন লিওয়াকে কাবীলের সাথে বিবাহ দিতে চান, তখন কাবীল তা প্রত্যাখ্যান করে জেদ ধরে বলে, 'আমার সহজাত বোনকেই আমি বিয়ে করব। কেননা, আমি আমার এ জুড়ি বোনের বেশি হকদার।' কিন্তু আদম (ﷺ) তৎকালীন শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবীলের আবদার প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে তাঁর নির্দেশ মানতে বলেন।

কিন্তু সে মানেনি। এবার তিনি তাকে বকাবকা করেন। তবুও সে বকাবকায় কান দেন না। অবশেষে আদম (ﷺ) তাঁর এ দু'সন্তান হাবীল ও কাবীলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা উভয়ে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করো, যার কুরবানী গৃহীত হবে, তার সাথেই ইকলীমার বিয়ে দেয়া হবে।' সে সময়ে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে সে কুরবানীকে পুড়ে ফেলত। আর যার কুরবানী কবুল হতো না তারটা পড়ে থাকত। যাহোক, তাঁদের কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো- কাবীল ছিল চাষী। তাই তিনি গমের শীষ থেকে ভালো ভালো মালগুলো বের করে এবং বাজে মালগুলোর একটি আঁটি কুরবানীর জন্য পেশ করে। আর হাবীল ছিল পশুপালনকারী। তাই সে তার জন্তুর মধ্য থেকে সবচেয়ে সেরা একটি দুধা কুরবানীর জন্য পেশ করে। এরপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে আগুনের শিখা এসে হাবীলের কুরবানীটি পুড়ে ভস্মিত করে দেয়। আর কাবীলের কুরবানী যথাস্থানেই পড়ে থাকে। অর্থাৎ-

হাবীলেরটি গৃহীত হলো আর কাবীলেরটি হলো না। কিন্তু কাবীল এ আসমানী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। এ অকৃতকার্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। সে আত্মসংবরণ করতে না পেড়ে প্রকাশ্যে তার ভাইকে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করে, এতে কাবীলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে ওঠেছিল। হাবীল বলেছিল, 'তিনি মুত্তাকীর কাজই গ্রহণ করেন। সুতরাং তুমি তাকুওয়ার কাজই গ্রহণ করো। তুমি তাকুওয়া অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হতো। তুমি তা করোনি, তাই তোমার কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কোথায়?... তবুও এক পর্যায়ে কাবীল হাবীলকে হত্যা করে।'<sup>২</sup> প্রকাশ থাকে যে, হাবীলকে অন্যায়াভাবে হত্যা করার শাস্তি কাবীলকে তৎক্ষণাৎ দুনিয়াতেই দেয়া হয়েছিল। যেমন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে সকল পাপের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়াতে প্রদান করবেন এবং পরকালেও তার জন্য ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হলো সীমালঙ্ঘন করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।<sup>৩</sup> আর এ দু'টি অপরাধই কাবীলের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তারপর সে অনুতাপ করতে লাগল!' অর্থাৎ- মানুষ কত দুর্বল! নিজের ভাইকে সে হত্যা করার পর কী করবে তা খুঁজে বুঝে উঠতে পারছিল না। তখন আল্লাহ দু'টি কাক প্রেরণ করলেন, একটি অন্যটিকে মেরে ফেলে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখল। তখন কাবীল এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তার ভাইকে দাফন করল এবং নিজে খুব অনুতপ্ত হলো।

### শিক্ষণীয় বিষয়

১. আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার বস্তুর মাধ্যমেই তাঁর নৈকট্য হাসিল করতে হবে।
২. আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তীদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তা থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য।
৩. আল্লাহ কেবল মুত্তাকিদের 'আমল গ্রহণ করেন।
৪. ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে, তা না হলে পরে আফসোস করে কোনো লাভ হবে না।
৫. মানুষ মারা যাওয়ার পর তার লাশ দাফন করতে হবে। □

<sup>১</sup>৩ দুররে মনসুর, ফতহুল বায়ান- ৩/৪৫ ও ফতহুল ক্বাদীর- ২/২৮-২৯।  
<sup>২</sup>৪ আবু দাউদ- হা. ৪৯০৪, আত তিরমিযী- হা. ২৫১১, সহীহ।

সমাজচিত্তা

হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা  
কোন পথে মানব সভ্যতা?

সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ

[৫ম পর্বা]

সমকামিতার ভয়াবহতা ও পরিণতি

সমকামিতা এমন একটি অপকর্ম যা দুনিয়ার কোনো চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার, কোনো পশু এই অপকর্ম করে না, শুধুমাত্র মানুষ নামের কিছু বিকৃত চিন্তাচেতনাধারী ও নোংরা রুচিবোধের লোকেরা এই কাজ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কুওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।”<sup>b৫</sup>

অর্থাৎ- নারী এবং পুরুষ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন যাতে একে অপরের কাছে প্রেম, ভালোবাসা ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। আর স্বামী স্ত্রী হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক, স্বামী স্ত্রীর মাঝে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। স্বামী স্ত্রী একে অপরের কাছ থেকে সুখ ও শান্তি অর্জন করতে পারে। মেয়েদের প্রতি একজন পুরুষের চাহিদাটা জন্মগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে একজন স্ত্রীও তার স্বামীর প্রতি চাহিদা অনুভব করতে পারে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحَبَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعِمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

<sup>b৫</sup> সূরা আর্ রুম : ২১।

“জাবির (رضي الله عنه) বলেন, আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কাউকে কোনো স্ত্রীলোক মুগ্ধ করে এবং তা তার মনকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে মিলন করে। এতে তার মনে যা আছে তা দূর করবে।”<sup>b৬</sup>

নিজেদের যৌন চাহিদাকে মিটানোর জন্য নারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা শস্যক্ষেত্র বলে উল্লেখ করেছেন, যেমনটি শস্যক্ষেত্র আমাদেরকে ফসল দেয় তেমনিভাবে স্ত্রীরা আমাদের যৌন চাহিদা পূরণ করে এবং সেই সাথে সম্ভাবন ধারণ করে ফসল হিসেবে আমাদেরকে সম্ভার উপহার দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ وَوَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ أَنتُمْ مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পারো। আর তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখীন হবে। আর মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন।”<sup>b৭</sup>

সমকামীরা মহান আল্লাহর এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত, এরা এদের বিকৃত চর্চায় না পায় সুখ আর না পায় ফসল; বরং সমকামীদের অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যাবে যদি না তারা এই কুকর্ম থেকে ফিরে আসে। এদের বিকৃত চর্চা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلِيِّينَ﴾

“সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমরা কি কেবল পুরুষদের সাথে উপগত হও?”<sup>b৮</sup>

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ﴾

“তোমরা তো নারীদের ছাড়া পুরুষদের সাথে কামনা পূর্ণ করছ; বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী কুওম।”<sup>b৯</sup>

<sup>b৬</sup> সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৩২৭৯।

<sup>b৭</sup> সূরা আল বাকুরাহ : ২২৩।

<sup>b৮</sup> সূরা আশ্ শ'আরা : ১৬৫।

সমকামী লোকেদের কুকর্মের ব্যাপারে যখন কথা বলা হয় তখন সমকামীর কি বলে?

সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ

إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾

“আর তার কুওমের উত্তর কেবল এই ছিল যে, তারা বলল, তাদেরকে তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। নিশ্চয় তারা এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়।”<sup>৯০</sup>

অর্থাৎ- তাদের কাছে এই কথাগুলো ভালো লাগে না, যারা সমকামিতার মতো নোংরা বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন সমকামী লোকেদের কাছে যারা পবিত্র থাকতে চায় তারা হয়ে যায় হাসি তামাশার পাত্র! এদের এমন অপকর্মের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا

مِنْ سَجِيلٍ مَمْضُودٍ﴾

“অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি জনপদের উপরকে নীচে উল্টে দিলাম এবং ক্রমাগত পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করলাম।”<sup>৯১</sup>

অর্থাৎ- ইতিহাসে সমকামিতার মতো বিকৃত চর্চা কেউ করেনি যার গুরু হয় লুত্ব (ؑ) -এর কুওমের মাধ্যমে। ইতিহাস সাক্ষী আল্লাহ তা'আলা এদের অপকর্মের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَنْتُمْ لَتَسْرُونَ عَلَيْهِمْ مُّصِحِّينَ﴾

“আর তোমরা নিশ্চয় তাদের (ধ্বংসাবশেষের) উপর দিয়ে অতিক্রম করে থাকো সকালে।”<sup>৯২</sup>

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَبِالْيَلِيلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

“ও রাতে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?”<sup>৯৩</sup>

অর্থাৎ- ইতিহাসের এই ভয়াবহ ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে জর্ডানে অবস্থিত ‘ডেড সি’ (The Dead Sea) বা মৃত সাগর। হাদীসে এসেছে-

<sup>৯০</sup> সূরা আল আ'রাফ : ৮১।

<sup>৯১</sup> সূরা আল আ'রাফ : ৮২।

<sup>৯২</sup> সূরা হূদ : ৮২।

<sup>৯৩</sup> সূরা আস্ সা-ফফা-ত : ১৩৭।

<sup>৯৪</sup> সূরা আস্ সা-ফফা-ত : ১৩৮।

أَنْ عَبَدَ اللَّهُ بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) "إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَحَافَ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ".

“আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ‘আক্বীল (ؑ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাবির (ؑ)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি যে কুকর্মটি আমার উম্মাতের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সর্বাধিক ভয় করি তা হলো লুত্ব সম্প্রদায়ের কুকর্ম।”<sup>৯৪</sup>

সমকামীতা এই উম্মতের মাঝেও ছড়িয়ে পড়বে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আশঙ্কা করেছিলেন আর আমরা আজকে তার বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি।

সমকামীতার শাস্তির ভয়াবহতা

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ".

“ইবনু ‘আব্বাস (ؑ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা যে মানুষকে লুত্ব সম্প্রদায়ের কুকর্মে (সমকামিতায়) নিয়োজিত পাবে সেই কুকর্মকারীকে এবং যার সাথে কুকর্ম করা হয়েছে তাকে মেরে ফেলবে।”<sup>৯৫</sup>

অর্থাৎ- এহেন নিকৃষ্ট কর্মের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে হাদীসে আরো এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَيْمَتِهِ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَيْمَةَ".

“ইবনু ‘আব্বাস (ؑ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা যে মানুষকে পশুর সাথে কু-কর্মে লিপ্ত দেখো, তাকে এবং পশুটিকে হত্যা করো।”<sup>৯৬</sup>

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ.

“ইবনু ‘আব্বাস (ؑ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ আযযা অজাল্লা (কিয়ামতের দিন)

<sup>৯৪</sup> সুনান আত্ তিরমিযী- তাহক্বীক্বুত, হা. ১৪৫৭।

<sup>৯৫</sup> সুনান আত্ তিরমিযী- তাহক্বীক্বুত, হা. ১৪৫৬।

<sup>৯৬</sup> সুনান আত্ তিরমিযী- তাহক্বীক্বুত, হা. ১৪৫৫।

সেই ব্যক্তির দিকে চেয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোনো পুরুষের মলদ্বারে অথবা কোনো স্ত্রীর পায়খানার দ্বারে সঙ্গম করে।”<sup>৯৯</sup> অপর এক হাদীসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (ﷺ)".

“আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, নবী (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে অথবা গণক ঠাকুরের নিকটে যায়— সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (কুরআন) অবিশ্বাস করে।”<sup>৯৮</sup>

অর্থাৎ— নিজের বৈধ স্ত্রীর সাথে তার গুহ্যদ্বারে সহবাস করাকে রাসুলের সাথে কুফরী বলা হয়েছে সেখানে সমকামীতা প্রশ্নই আসে না। অপর এক হাদীসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

“আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।”<sup>৯৯</sup>

#### স্বামী স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ

হাদীসে এসেছে—

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) "إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا".

“আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে মহান আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, তারপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।”<sup>১০০</sup>

নারী পুরুষের গুণ্ডাঙ্গের দিকে অপর নারী পুরুষের দৃষ্টি দেয়া এবং তার উলঙ্গ অবস্থায় নিকটবর্তী হওয়াটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ

<sup>৯৯</sup> হাদীস সম্ভার- হা. ১৬৫৯।

<sup>৯৮</sup> সুনান আত তিরমিযী- তাহক্বীক্বুত, হা. ১৩৫।

<sup>৯৯</sup> সুনান আবু দাউদ- তাহক্বীক্বুত, হা. ২১৬২।

<sup>১০০</sup> সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৩৪১১।

إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".

“আবু সাঈদ আল খুদরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোনো পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং কোনো মহিলা অপর মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না; কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নীচে (উলঙ্গ অবস্থায়) ঘুমাবে না এবং কোনো মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নীচে ঘুমাবে না।”<sup>১০১</sup>

এতোকিছুর পরেও এই সমকামীরা এদের নোংরামিকেই মনে প্রাণে লালন করে। এর কারণ হিসেবে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَسَنْ يُزَيِّنُ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

“কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় অতঃপর সে ওটাকে ভালো মনে করে, (সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ দেখে?) কেননা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন; অতএব তাদের জন্য আফসোস করে নিজে ধ্বংস হয়ো না। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।”<sup>১০২</sup> আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।”<sup>১০৩</sup> এই সমকামীরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشْوَةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۗ أَفَلَا تَدْكُرُونَ﴾

<sup>১০১</sup> সহীহ মুসলিম- হা. ৬৫৫।

<sup>১০২</sup> সূরা ফা-তির: ৮।

<sup>১০৩</sup> সূরা আল বাক্বারাহ: ২৬৮।



“তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথদ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেলে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?”<sup>১০৪</sup>

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَعَدِيَ دِينِ اللَّهِ يَبِغُونَ وَكَذَلِكَ اسْتَكَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَإِيْدِي يُرْجَعُونَ﴾

“তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে।”<sup>১০৫</sup>

এরূপ জ্ঞানপাপী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

“আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা অধিক পথদ্রষ্ট। তারা হেছে গাফেল।”<sup>১০৬</sup>

যাবতীয় অশ্লীলতার কবর রচনা করতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

“বলো, ‘আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও

অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না।”<sup>১০৭</sup>

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الدِّينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْرُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

“আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ ত্যাগ করো। নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করে, তাদেরকে অচিরেই প্রতিদান দেয়া হবে, তারা যা অর্জন করে তার বিনিময়ে।”<sup>১০৮</sup>

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الدِّينِ أَمْثَلُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

“নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।”<sup>১০৯</sup>

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।”<sup>১১০</sup>

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْبِرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, মহান আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাশীল কেউ নয় এবং এ কারণেই তিনি সকল অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন আর (মহান আল্লাহর) প্রশংসার চেয়ে মহান আল্লাহর অধিক প্রিয় কিছু নেই।<sup>১১১</sup> [চলবে ইনশা-আল্লাহ]

<sup>১০৭</sup> সূরা আল আ'রাফ : ৩৩।

<sup>১০৮</sup> সূরা আল আন'আম : ১২০।

<sup>১০৯</sup> সূরা আন নূর : ১৯।

<sup>১১০</sup> সূরা বানী ইসরা-ঈল/ইসরা : ৩২।

<sup>১১১</sup> সহীহুল বুখারী- হা. ৫২২০, ৫২২১।

<sup>১০৪</sup> সূরা আল জা-সিয়াহ : ২৩।

<sup>১০৫</sup> সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৮৩।

<sup>১০৬</sup> সূরা আল আ'রাফ : ১৭৯।

## ইতিহাস-ঐতিহ্য

### জন্মদিন পালনের ইতিহাস

—নাজমুস সাকিব\*

রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরাজয় একে অপরের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল। এর যেকোনো একটির পরাজয় হলে অন্যটি অনিবার্য হয়ে যায়।

রাজনৈতিকভাবে এ জাতির আনুষ্ঠানিক পরাজয় শতবর্ষ পূর্বে হলেও এর ভিত সৃষ্টি হয়েছিল তারও অনেক আগে। রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক পরাজয় কোনটি আগে হয়েছে সেটা স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব না হলেও এর সূচনা হয়েছে সমান্তরালভাবে এটা বলা যেতেই পারে। এ জাতির সাংস্কৃতিক পরাজয় হবে সেটি অনুমেয় ছিল, কারণ এ ব্যাপারে ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন মানবজাতির নিকট প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ)। তিনি বলেন,

“অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি পদে পদে অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তারা গুই সাপের গর্তে ঢুকে পড়ে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহুদী-নাসারা? তিনি বললেন, তবে আর কারা?”<sup>১১২</sup>

এর প্রমাণ আমাদের চারপাশে অগণিত। এখন পশ্চিমাদের সাথে আমাদের কালচারাল পার্থক্য নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে, আমরা আজ বুদ হয়ে আছি পশ্চিমা সাংস্কৃতির কালো গহ্বরে। অপসংস্কৃতির চর্চা আমাদের রঞ্জে রঞ্জে। তেমনি আমাদের রঞ্জে মিশে যাওয়া এক কালচার হলো জন্মদিন উদযাপন। আমরা নিজেদের জীবনের সাথে এই সংস্কৃতিকে ওতোপ্রোতোভাবে জুরে নিয়েছি অথচ আমরা জানি না এর ইতিহাস ইসলামী ‘আক্বিদাহ্ ও সংস্কৃতি’র সাথে কতটা সাংঘর্ষিক। যা সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করবো।

আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মদিন পালন শুরু হয় প্রাচীন মিসরে আনুমানিক ৩০০০ অব্দে। এটা পালন করা হতো মূলত ফেরাউনদের রাজ্যাভিষেকের দিন উপলক্ষে, কারণ তখন মিসরীয়রা মনে করতো এ দিনটি ফেরাউনের দেবতা

হিসেবে আবির্ভাবের দিন। হিব্রু বাইবেল বুক অব জেনেসিসে এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। মিসরের এই রীতি পরবর্তীতে প্রাচীন গ্রীকরা নিজেদের মধ্যে আন্তীকরণ করে এবং প্রায় একই রীতিতে তাদের দেবতাদের উপাসনারূপে তা উদযাপন শুরু করে। তারা গ্রীক পুরানে বর্ণিত চন্দ্রদেবী আর্টেমিসের জন্য চন্দ্রাকৃতির কেক উৎসর্গ করতো আর যাতে চাঁদের উজ্জ্বলতা এবং আর্টেমিসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় সেজন্য তারা কেকগুলো উজ্জ্বল করতে মোমবাতি ব্যবহার করতো। যা আজো চলমান রয়েছে।

তখন পর্যন্ত জন্মদিন উদযাপন ছিল প্যাগান<sup>১১৩</sup>দের কালচার এবং তা উদযাপন করা হতো শুধুমাত্র দেবতাদের খুশি করার স্বার্থে। প্রাচীন প্যাগানরা মনে করতো জন্মদিনে ঐ ব্যক্তিকে অশুভ আত্মা ঘিরে ধরে তাই তারা ঐ ব্যক্তিকে সবসময় ঘিরে থাকতো যাতে অশুভ আত্মা থেকে রক্ষা পায়। এছাড়া অশুভ আত্মা থেকে বাঁচতে তারা ঐ দিনে উচ্চস্বরে গান গাইতো আর নাচত।

যেহেতু জন্মদিন পালন ছিল প্যাগানদের কালচার এজন্য প্রথম যুগের খ্রিষ্টানরাও এটা পালন করতো না। চতুর্থ শতাব্দীর পর খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসগত ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং এর মধ্যে সম্রাট কন্সট্যানটাইন খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে একে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়। পরবর্তীতে তারা যিশু খ্রিষ্টের (ﷺ)-এর জন্মদিন পালন শুরু করে। বলা হয়ে থাকে তারা পৌত্তলিক রোমানদের আকৃষ্ট করার নিমিত্তে এটা শুরু করেছিল। জন্মদিন পালনের আধুনিক রীতি নীতি অধিকাংশই আসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে জার্মানি থেকে এবং বর্তমানে তা গোটা বিশ্বে প্রায় সকল জাতির লোকদের দ্বারা পালিত হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বেও যা মহামারী আকার ধারণ করেছে।

এই মহামারিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, যেখানে রাসূল (ﷺ) বলেন,

«مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি ঐ জাতিরই দলভুক্ত।<sup>১১৪</sup> □

<sup>১১৩</sup> “প্যাগান” একটি বহু ঙ্গধর্মবাদী ধর্ম যা প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা পালন করতো।

<sup>১১৪</sup> সুনান আবু দাউদ- হা. ৪০৩১, হাসান সহীহ।

\* শিক্ষার্থী (প্রকৌশলবিদ্যা), শুব্বান কম্বী, ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা।

<sup>১১২</sup> সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।

বিস্ময় বৈচিত্র্য

কিডনি : প্রাকৃতিক ছাঁকনি

-মো. হারুনুর রশিদ\*

মানবদেহের আশ্চর্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে বৃক্ক (kidney)

মানবদেহের আরেকটি আশ্চর্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে বৃক্ক (Kidney)। দেহের ভেতর পানির সাম্যতা রক্ষা করা এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেহ থেকে বের করে দেওয়াই এর প্রধান কাজ। মধ্যচ্ছদার ঠিক নিচেই দু'পাশে দু'টি কিডনি রয়েছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন প্রতিটি কিডনিতে দশ লক্ষ করে মোট বিশ লক্ষ মূত্রহস্তি আছে। এ হস্তিগুলো রক্ত ও পানিকে ছেকে পৃথক করে দেহের অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেহ থেকে বের করে দেয়। প্লীহা মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ প্লীহা প্রতি সেকেন্ডে এক কোটি রক্তকণাকে ধ্বংস করে। অবশ্য হাড়ের মজ্জায় (Bone Marrow) পুনরায় কণাগুলো তৈরি হয়।

মানুষের মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত জালের মতো রগ দিয়ে ছাওয়া। এই রগগুলোকে একত্রে জোড়া দিয়ে লম্বা করলে এদের দৈর্ঘ্য হয় বারো হাজার মাইল। সাড়ে তিন হাত লম্বা একটা মানুষের মধ্যে এতবড় একটা লম্বা তার কি সুনিপুণভাবে আঁকাবাঁকা করে সেট করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা তা ভেবে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন; এটা কি একাই হওয়া সম্ভব?

কিডনির কাজ কী?

কিডনির অবস্থান এবং কার্যপ্রণালী : কিডনি (বৃক্ক) মানব শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিডনির তুলনা সুপার কম্পিউটারের সঙ্গে করা উচিত কারণ কিডনির গঠন এবং কার্য অতীব জটিল।

১. কিডনি শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে মূত্র তৈরি করে। শরীর থেকে মূত্র নিষ্কাশন করার কার্য STAF T FT (Ureter) IATOFI (Urinary Bladder) SIE মূত্রনালিকা (Urethra) দ্বারা হয়ে থাকে।

\* ফারাক্বাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।

২. স্ত্রী ও পুরুষ দু'জনের শরীরেই সাধারণত দু'টি কিডনি থাকে। কিডনি পেটের ভেতরে, পিঠের দিকে, মেরুদণ্ডের দুই পাশে কোমরের অংশে অবস্থিত।

৩. কিডনির আকার সিম বীজের মতো হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কিডনি সাধারণত ১০ সেন্টিমিটার লম্বা, ৫ সেন্টিমিটার চওড়া আর ৪ সেন্টিমিটার মোটা হয়। প্রতিটি কিডনির ওজন ১৫০-১৭০ গ্রামের মধ্যে হয়।

৪. কিডনির দ্বারা প্রস্তুত মূত্র মূত্রাশয় পর্যন্ত মূত্রবাহিনী নালি দ্বারা পৌঁছায় মূত্রবাহিনী নালি সাধারণত ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা হয় আর বিশেষ প্রকারের রাবার জাতীয় (Eastic) মাংসপেশী দ্বারা তৈরি হয়।

৫. মূত্রাশয় পেটের নীচের অংশে সামনের দিকে (তলপেট) অবস্থিত একটি স্নায়বিক থলি, যার মধ্যে মূত্র জমা হয়।

যখন মূত্রাশয়ে ৩০০-৪০০ মিলিলিটার (ml) মূত্র জমা হয় তখন মূত্রত্যাগের বেগ আসে। মূত্রনালিকা দ্বারা মূত্র শরীর থেকে বাইরে আসে।

কিডনির কার্যপ্রণালী :

কিডনির প্রয়োজন এবং গুরুত্ব-

১. প্রত্যেক ব্যক্তির আহারের ধরন ও মাত্রা প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়।

২. আহারের মধ্যে বৈচিত্র্যের কারণে শরীরে জল, অম্ল ও ক্ষারের মাত্রা নিরন্তর পরিবর্তিত হয়।

৩. আহারের পাচন প্রক্রিয়ার সময় অনেক অনাবশ্যিক পদার্থ শরীরে উৎপন্ন হয়।

৪. শরীরে জল, অম্ল বা ক্ষারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের মাত্রার ভারসাম্য নষ্ট না হলে তা মানুষের পক্ষে হানিকারক বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

৫. কিডনি শরীর থেকে অনাবশ্যিক দ্রব্য বা পদার্থ মূত্র হিসাবে বের করে রক্তের পরিশোধন করে এবং শরীরে ক্ষার এবং অম্লের ভারসাম্য বজায় রাখে। এইভাবে কিডনি শরীরকে স্বচ্ছ এবং সুস্থ রাখে।

কিডনির প্রধান কার্যগুলো হলো-

১. রক্তের পরিশোধন : কিডনি নিরলসভাবে সর্বক্ষণ উৎপন্ন অনাবশ্যিক পদার্থগুলোকে মূত্রদ্বারা শরীর থেকে দূর করে।

২. শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখা : কিডনি শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল মূত্রদ্বারা শরীর থেকে বাইরে বের করে।

৩. অল্প এবং ক্ষারের ভারসাম্য বজায় রাখা : কিডনি শরীরে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফেটস, বাই কার্বনেট ইত্যাদির মাত্রা যথাযথ রাখার কাজ করে। সোডিয়ামের মাত্রা বাড়া বা কমার সঙ্গে মাথার উপর, আর পটাশিয়ামের মাত্রা বাড়া-কমার সঙ্গে হৃদয় বা শ্বাসযন্ত্রের গতিবিধির উপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে।

৪. রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণ : কিডনি অনেক হরমোন নিঃসরণ করে যেমন- অ্যানজিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন।

এই হরমোনগুলোর সাহায্যে শরীরে জলের মাত্রা, অল্প এবং ক্ষারের ভারসাম্য বজায় থাকে। এই ভারসাম্যের দ্বারা কিডনি শরীরে রক্তচাপ বজায় রাখার কাজ করে।

৫. রক্তকণিকা উৎপাদনে সাহায্য : রক্তে উপস্থিত লোহিত রক্ত কণিকায় (RBC) সৃষ্টি কিডনিতে প্রতি মিনিটে। এরিথ্রোপোয়েটিন হরমোনের সাহায্যে অস্থিমজ্জাতে (Bone Marrow) হয়। এরিথ্রোপোয়েটিন কিডনি দ্বারা প্রস্তুত হয়। কিডনি বিকল (Fail) হলে এই হরমোনের নিঃসরণ কমে যায় বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে রক্ত ফ্যাকাসে হয়ে যায়, গ্লোমেরুলাই প্রত্যেক যাকে অ্যানিমিয়া (রক্ত কমে যাওয়ার রোগ) বলে।

৬. হাড়ের স্বাস্থ্য : কিডনি সক্রিয় ভিটামিন-ডি, তৈরি করতে সাহায্য করে থাকে। এই ভিটামিন-ডি, শরীরে ক্যালসিয়াম আর ফসফরাসের জরুরি মাত্রা বজায় রেখে হাড় এবং দাঁতের বিকাশ ও মজবুত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

কিডনিতে রক্তের পরিশোধনের পরে মূত্র কীভাবে সৃষ্টি সারাদিনে কত মূত্র তৈরি হবে তা নির্ভর করে- (১) কত পরিমাণ জলপান করি, (২) শরীরে বের করা হয় জলের মাত্রা, (৩) শরীরে হরমোন ADH-এর মাত্রার উপর, (৪) কিডনির সুস্থতার উপর। কিডনি যদি অসুস্থ হয় এবং GFR (Glomerular Filtration Rate) তখন মূত্র তৈরি করার ক্ষমতাও কমে।

কিডনি প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে রেখে অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলোকে বাইরে বের করে

কিডনি প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে রেখে অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলোকে মূত্রদ্বারা শরীরের বাইরে বের করে। এটি একটি অনন্য, অদ্বৃত তথা জটিল প্রক্রিয়া।

আপনি জানেন, শরীরের কিডনিয়ুগলে প্রতি মিনিটে ১২০০ মিলিলিটার রক্ত পরিস্কৃত হবার জন্য আসে, এটি হৃদয়দ্বারা শরীরে পৌঁছানো রক্তের ২০%। এইভাবে আনুমানিক প্রতি ২৪ ঘণ্টাতে ১৭০০ লিটার রক্ত পরিস্কৃত হয়।

রক্ত পরিস্কৃত একক (Functional Unit) নেফ্রন একটি ছাকনির মতো কাজ করে।

প্রত্যেক কিডনিতে দশ লক্ষ নেফ্রন থাকে। নেফ্রন প্রধানত দু'টি অংশে বিভাজিত, গ্লোমেরুলাস এবং টিউবিউলস। আপনি জেনে বিস্মিত হবেন যে গ্লোমেরুলাস নামক ছাঁকনি প্রত্যেক মিনিটে ১২৫ মিলিলিটার মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টাতে মোট ১৮০ লিটার মূত্র সৃষ্টি করে থাকে। এই ১৮০ লিটার মূত্রের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, ক্ষার এবং বিষাক্ত পদার্থ থাকে। একই সঙ্গে এর মধ্যে প্রয়োজনীয় পদার্থ, যথা গ্লুকোজ এবং অন্য পদার্থও থাকে। গ্লোমেরুলাস দ্বারা সৃষ্ট ১৮০ লিটার মূত্র টিউবিউলসে আসে, যেখানে ৯৯% দ্রব্য পুনঃশোষিত (Reabsorption) হয়।

#### বুদ্ধিদীপ্ত পুনঃশোষণ

টিউবিউলসে হওয়া পুনঃশোষণকে বুদ্ধিদীপ্ত পুনঃশোষণ বলে এটার কারণ ১৮০ লিটারের মতো অধিক মাত্রাতে সৃষ্ট মূত্রের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং জল পুনরায় শরীরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কেবলমাত্র ১ থেকে ২ লিটার মূত্রের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ এবং অ্যাসিড (Acid) শরীরের বাইরে নিষ্কাশন করা হয়।

এইভাবে কিডনি দ্বারা নানাবিধ জটিল পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত মূত্র মূত্রবাহী নালিকার মধ্য দিয়ে মূত্রাশয়ে জমা হয় এবং মূত্র নালিকার দ্বারা শরীরের বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির কি প্রশ্রাবের মাত্রা বেশি/কম হতে পারে

সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির কি প্রশ্রাবের মাত্রা বেশি/কম হতে পারে? হ্যাঁ। প্রশ্রাবের পরিমাণ জলপান এবং আবহাওয়ার

তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। যদি কোনোও ব্যক্তি কম জল পান করে তাহলে গাঢ় মূত্র ত্যাগ করে। সারাদিনে (500ml) মূত্র দূষিত পদার্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট। অধিক জল পান করলে অধিক এবং পাতলা মূত্র সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে অত্যধিক ঘাম হবার জন্য প্রশ্রাবের মাত্রা কমে যায়, আর শীতকালে ঘাম কম হবার জন্য প্রশ্রাবের মাত্রা বেড়ে যায়।

### কিডনি (রেনতন্ত্র), প্রাকৃতিক ছাঁকুনি

ওয়াসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। নদীর দূষিত আর ময়লা পানিকে এক বিশাল প্লানেট এর মাধ্যমে পরিশোধিত করে। আমাদের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য এই বিশাল আয়োজন। এরপরেও কি কেউ বলতে পারবে এই পানি পুরোপুরি বিশুদ্ধ? যারা প্রতিদিনই এই পানি ব্যবহার করছেন তারা এর যথার্থ সনদ দিতে পারবেন। কিন্তু এমন একটি বিশাল প্লানেটের বনসাই যে আমাদের দেহের ভেতর নিখুত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা আমরা ঘূর্ণাক্ষরেও টের পাচ্ছি না। মানুষের শরীরের যে ছাঁকনযন্ত্র তথা কিডনি রয়েছে তা দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ১৮০ লিটার তরল পরিশোধিত করা যায়। আমরা প্রতিদিন যে তরল গ্রহণ করি তার মাঝে যেগুলো প্রয়োজনীয় (যথা-মিনারেল, ধাতব আয়রন ও ভিটামিন) সেগুলো শোষণ করে দেহের জৈবিক কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করে কিডনি। আর অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলো শরীর থেকে বের করে যথাযথভাবে। দেহের ৮০% বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় এই বিশেষ ছাঁকনি তথা কিডনি দিয়ে। বিশেষভাবে তৈরি কিডনিতে পরিশোধনের জন্য রয়েছে মোট ২০ লক্ষ রেনাল টিউবিউল, যার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ মাইল।

### কোন কোন খাবার খেলে কিডনি ভালো থাকে

- ১। **পেঁয়াজ** : পেঁয়াজে আছে প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বা পচনরোধী উপাদান। যা কিডনিকে বিষমুক্তকরণ এবং পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। এতে পটাশিয়াম, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি কম থাকে। ফলে পেঁয়াজ চর্বি, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটস হজমে সহায়তা করে।
- ২। **বেরি** : বেরিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন সি, খাদ্য আঁশ এবং ফোলেট। স্ট্রবেরি, ক্র্যানবেরি, র্যাস্পবেরি এবং ব্লুবেরি কিডনির জন্য বেশ উপকারী বলে বিবেচিত হয়। বেরিতে আছে প্রদাহরোধী এবং পচনরোধী উপাদান এবং মূত্রাশয়ের কার্যক্রমেরও উন্নতি ঘটায়।

৩। **অলিভ অয়েল** : সকলেই জানেন অলিভ অয়েল হার্টের জন্য ভালো। কিন্তু সেটি যে কিডনির জন্যও উপকারী তা জানেন কি? এতে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রদাহরোধী ফ্যাটি এসিড যা জারণ কমিয়ে কিডনিকে সুরক্ষিত রাখে। সালাদে বা রান্নায় এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন।

৪। **বাঁধাকপি** : এতে আছে ফাইটোকেমিক্যালস, ভিটামিন বি<sup>৬</sup>, ভিটামিন সি, এবং ভিটামিন কে এবং আঁশ ও ফলিস এসিড। এই সবগুলো উপাদান ক্ষতিক্রম কিডনির মেরামত এবং কিডনিকে সচল রাখতে সহায়তা করে।

৫। **মাছ** : এতে থাকা ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড দেহের প্রদাহ কমায় এবং কিডনিকে সুরক্ষা দেয়। যাদের কিডনিতে সমস্যা হচ্ছে তাদের বেশি বেশি মাছ খাওয়া উচিত।

৬। **রসুন** : রসুনে আছে পচনরোধী এবং জমাটরোধী উপাদান যা কার্যকরভাবে কিডনি রোগ প্রতিরোধ করে। রসুন কিডনিকে ক্ষতিকর ধাতব পদার্থের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

৭। **ডিমের সাদা অংশ** : কিডনি রোগে আক্রান্তদেরকে ডিমের অংশ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ ডিমের সাদা অংশে ফসফরাসের পরিমাণ কম থাকে এবং ভালো মানের প্রোটিন বেশি থাকে। এছাড়া এতে আছে অ্যামাইনো এসিড যা কিডনির কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার জন্য জরুরি। তবে কিডনির রোগ হলে ডিমের কুসুম না খাওয়াই ভালো।

৮। **আপেল** : কোষ্ঠ্য কাঠিন্য দূর করে, হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। এছাড়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বা পচনরোধী উপাদান এবং ভিটামিন থাকায় আপেল কিডনির স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। এছাড়া রক্তে কোলোস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে এবং পেশাব পরিষ্কার রাখতেও বেশ কার্যকর আপেল।

৯। **লাল ক্যাপসিকাম** : এতে পটাশিয়াম কম, কিন্তু উচ্চমাত্রায় ভিটামিন এ, বি, সি এবং বি<sup>৬</sup> আছে। এটি ফলিক এসিড এবং খাদ্য আঁশেরও ভালো উৎস। যেগুলো কিডনিকে সচল রাখার জন্য জরুরি।

### কিডনিতে পাথর হওয়ার কারণ

কিডনিতে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। কিডনিতে পাথর (Kidney stone) এগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ইউরেটর নালিতে পাথর হলে এটি থেকে পাথর বের করা না হলে মূত্র বের হতে পারে না। তাই সময়মতো চিকিৎসা না করা হলে এটি প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। পাথর শুধুমাত্র কিডনিতে পড়ে তা নয়, এর বিভিন্ন অংশে হতে পারে- কিডনিতে হতে পারে, কিডনির ভেতর থেকে বের হওয়া বৃক্ক নালীতে হতে পারে, প্রস্রাবের থলেতে হতে পারে এবং থলে থেকে বের হয়ে অনেক সময় পাথর মূত্রনালিতে আটকা পড়ে। কারণ-

- ১) অধিক কিডনি ব্যাধি, কিডনিতে বারবার সংক্রমণ এবং যথোপযুক্ত চিকিৎসা না করা।
  - ২) দৈনিক অল্প পানি পান।
  - ৩) খাবারে অধিক কাঁচা লবণ খাওয়া।
  - ৪) সবুজ শাকসবজি, ক্যালসিয়ামযুক্ত খাদ্য ও ফলমূল কম খাওয়া।
  - ৫) বেশি লাল মাংস যেমন-গরু ও খাসির মাংস এবং পোলট্রির মাংস খাওয়া কিডনিতে পাথর হওয়ার অন্যতম কারণ।
  - ৬) যারা ক্যালসিয়াম জাতীয় ট্যাবলেট প্রচুর পরিমাণে খায় এদেরও পাথর হওয়ার আশঙ্কা বেশি।
  - ৭) যেসব লোকের ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল রোগ থাকে, তারা কিডনির রোগ হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।
- ইনফ্ল্যামেটরি বাউয়েল ডিজিজ :** ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ (আইবিডি/ওইউ) হলো- পরিপাক বা গ্যাস্ট্রোইন্টেসটিনাল (জিআই/এও) ট্র্যাক্টের একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি যা প্রদাহের বা ফোলায় পর্যায়গুলোর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং সারা জীবন ধরে উপশম হয়। দীর্ঘায়িত সময়ের জন্য প্রদাহ হলে জিআই ট্র্যাক্টের ক্ষতি হয়। ক্রোনের রোগ এবং আলসারেটিভ কোলাইটিস হলো দুই ধরনের প্রদাহজনক নিদর্শন যা আইবিডির অধীনে হয়। বড় অল্প আলসারীয় কোলাইটিসে প্রাথমিকভাবে প্রভাবিত হয় কিন্তু ক্রোনের রোগে মুখ থেকে পায়ু অবধি জিআই ট্র্যাক্টের যে কোনো অংশ প্রভাবিত হতে পারে।
- ৮) টপিরামেট জাতীয় (এটা টোপাম্যাক্স হিসেবে পাওয়া যায়) ওষুধ কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। এগুলো সাধারণত মাইগ্রেনের রোগে ব্যবহার করা হয়।
  - ৯) অতিরিক্ত অক্সালেট জাতীয় শাকসবজি যেমন- পুঁই শাক, পালং শাক, বিট ইত্যাদি বেশি পরিমাণে খেলে

কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে পরিমিত পরিমাণে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

১০) অনিয়ন্ত্রিত উচ্চরক্তচাপ অথবা বাতের ব্যথা কিংবা মূত্রাশয়ে প্রদাহের উপযুক্ত চিকিৎসা না করলে কিডনিতে পাথর হতে পারে।

**মানবদেহে কিডনির সমস্যা হলে কী কী লক্ষণ দেখা যায় এবং কতদিন মানুষটি বাঁচেন**

কিডনি বা বৃক্ক আমাদের দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আর এই কিডনি রোগের কারণে পুরো বিশ্বে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছেন। কিন্তু কিডনি সমস্যা খুব জটিল অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত এর লক্ষণগুলো ভালোভাবে প্রকাশও পায় না। কিডনি রোগ খুব নীরবে শরীরের ক্ষতি করে।

**কিডনি রোগের কিছু প্রাথমিক লক্ষণ :**

- ১) **প্রস্রাবে পরিবর্তন :** কিডনি রোগের একটি বড় লক্ষণ হলো প্রস্রাবে পরিবর্তন হওয়া। কিডনির সমস্যা হলে প্রস্রাব বেশি বা কম হয়। বিশেষত রাতে এই সমস্যা বাড়ে। প্রস্রাবের রং গাঢ় হয়। অনেক সময় প্রস্রাবের বেগ অনুভব হলেও প্রস্রাব হয় না।
- ২) **প্রস্রাবের সময় ব্যথা :** প্রস্রাবের সময় ব্যথা হওয়া কিডনির সমস্যার আরেকটি লক্ষণ। প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া এবং ব্যথা অনুভূত হয়।
- ৩) **প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া :** প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া হলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষণ। এমন হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- ৪) **দেহে ফোলা ভাব :** কিডনি শরীর থেকে বর্জ্য এবং বাড়তি পানি বের করে দেয়। কিডনিতে রোগ হলে এই বাড়তি পানি বের হতে সমস্যা হয়। বাড়তি পানি শরীরে ফোলাভাব তৈরি করে। বিশেষ করে চোখের নিচ, মুখ কিংবা পা ফুলে যায়।
- ৫) **মনোযোগ দিতে অসুবিধা হওয়া :** লোহিত রক্তকণিকা কমে যাওয়ার কারণে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পরিবহন কমে যায়। এতে কাজে মনোযোগ দিতে অসুবিধা হয়।
- ৬) **বিনা কারণে শরীর চুলকানো :** কিডনি অকার্যকর হয়ে পড়লে রক্তে বর্জ্য পদার্থ বাড়তে থাকে। ফলে এটি ত্বকে চুলকানি এবং র্যাশ তৈরি করতে পারে।
- ৭) **বমি হওয়া বা বমি বমি ভাব :** রক্তে বর্জ্য পদার্থ বেড়ে যাওয়ায় কিডনির রোগে বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়ার সমস্যা হতে পারে।

৮) শরীরের পেছনে ব্যথা : কিডনি রোগে শরীরে ব্যথা হয়। পিঠের পাশে নিচের দিকে ব্যথা হয়।

৯) শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা : কিডনি রোগে ফুসফুসে তরল পদার্থ জমা হয়। এ ছাড়া কিডনি রোগে শরীরে রক্তশূন্যতাও দেখা দেয়। এসব কারণে শ্বাসের সমস্যা হয়, তাই অনেকে ছোট ছোট করে শ্বাস নেন।

১০) জ্বর আসা বা শীত অনুভূত হওয়া : কিডনি রোগ হলে গরম আবহাওয়ার মধ্যেও শীত শীত অনুভব হয়। আর কিডনিতে সংক্রমণ হলে জ্বরও আসতে পারে।

১১) ক্লান্ত লাগা এবং মাথা ঘোরা : যদি কিডনির সমস্যা হয় তাহলে কিডনি তার শরীর থেকে টক্সিন বের করে রক্ত পরিশোধন করতে পারে না। তখন সারাদিন ক্লান্ত লাগে, মাথা ঘোরা ভাব বেশি হয়।

১২) খাদ্যে অরুচি দেখা দেয়া : অনেক কারণেই খাদ্যে অরুচি হতে পারে। কিডনির সমস্যাও এর মধ্যে অন্যতম। কিডনি ঠিক মতো কাজ না করলে খাদ্যে অরুচি দেখা দেয়।

সর্বশেষে একটাই কথা কিডনি রোগ হওয়া মানে ধীরে ধীরে আপনার দেহের সমস্ত অঙ্গ অকেজো হয়ে যাওয়া। আর যা আপনি বুঝতেও পারবেন না যতদিন না পর্যন্ত এর লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কে, কবে, কোথায়, কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন তা কেবল একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বলতে পারবেন। কিডনির রোগ হলেই যে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এমনটা নাও হতে পারে। কেননা জন্ম-মৃত্যু মহান আল্লাহর হাতে। তাই সকলে সতর্ক থাকুন এবং মহান রাব্বুল 'আলামিনের নিকট প্রার্থনা করুন যাতে তিনি সকলকে সকল ধরনের রোগ থেকে মুক্তি দেন।

**বৃক্ক (কিডনি) যাতে খারাপ না হয়, তার জন্য কী করা দরকার এবং কিভাবে বৃক্ক (কিডনি) খারাপ হয়**

আপনার কিডনিগুলো আপনার রক্ত থেকে বর্জ্য এবং অতিরিক্ত তরল ফিল্টার করে যাতে সেগুলো আপনার শরীর থেকে অপসারণ করে দেয়। যখন আপনার কিডনিগুলো কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং তাদের কাজটি আর না করতে পারে তখন এটিকে কিডনি ব্যর্থতা বলা হয়। যেহেতু উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস কিডনি ব্যর্থতার সাধারণ কারণ। তাই—

১. আপনার ব্লাড সুগার ঠিক রাখুন : ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ আপনার কিডনি ব্যর্থতার জন্য ঝুঁকি বাড়ায়।

আপনার রক্তে শর্করাকে পরিচালনা করার একমাত্র কারণ।

২. আপনার রক্তচাপ লক্ষ রাখুন : উচ্চ রক্তচাপ কিডনি ব্যর্থতার পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

৩. স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন : ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো কিডনিতে ব্যর্থতার সাথে যুক্ত অবস্থার জন্য স্থূলতা আপনার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

৪. হার্ট-স্বাস্থ্যকর ডায়েট খান : একটি হার্ট-স্বাস্থ্যকর ডায়েট-চিনি ও কোলেস্টেরলের কম এবং ফাইবার, শস্য এবং ফল এবং শাকসবজী বেশি-ওজন বৃদ্ধি রোধ করতে সহায়তা করে।

৫. লবণের খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে নিন : বেশি পরিমাণে লবণ খাওয়া উচ্চ রক্তচাপের সাথে জড়িত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করুন ডিহাইড্রেশন আপনার কিডনিতে রক্ত প্রবাহ হ্রাস করে, যা লবণের ক্ষতি করতে পারে। আপনার প্রতিদিন কতটা জল পান করা উচিত তা আপনার ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করুন।

৬. অ্যালকোহল সীমাবদ্ধ : অ্যালকোহল আপনার রক্তচাপকে বাড়িয়ে তোলে। এতে থাকা অতিরিক্ত ক্যালোরিগুলো আপনাকে ওজনও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

৭. ধূমপান করবেন না : ধূমপান আপনার কিডনিতে রক্ত প্রবাহ হ্রাস করে। এটি কিডনিজনিত রোগ যা কিডনির কার্যকারিতা হ্রাস করে।

৮. ব্যাথার ওষুধ সীমাবদ্ধ করুন : উচ্চ মাত্রায়, অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন এবং নেপ্রোক্সেনের মতো ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস আপনার কিডনিতে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস করে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে।

৯. চাপ কমাতে : স্ট্রেস ও উদ্বেগ হ্রাস করা আপনার রক্তচাপকে হ্রাস করতে পারে যা আপনার কিডনির পক্ষে ভালো।

১০. নিয়মিত ব্যায়াম করুন : সাঁতার কাটা, হাঁটা এবং দৌড়ানোর মতো ব্যায়াম স্ট্রেস হ্রাস করতে, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ পরিচালনা করতে এবং স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে সহায়তা করে। আপনি যদি মনে করেন আপনার কিডনি রোগ হতে পারে তবে মূল্যায়নের জন্য আপনার ডাক্তারের সাথে দেখা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা কিডনি ব্যর্থতার অগ্রগতি ধীর করতে সহায়তা করতে পারে।

আপনি যদি কিডনির রোগ জানেন তবে নিয়মিত আপনার কিডনির কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করতে আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ বিপর্যস্ত করা যায় না, তবে উপযুক্ত চিকিৎসা দিয়ে এর অগ্রগতি ধীর করা যায়।

### কিডনিতে ব্যর্থতা কী?

আপনার কিডনিগুলো তাদের ৯০% ফাংশন হারাতে পারে এবং এখনও তাদের কাজটি বেশ ভালো করে করে। এর চেয়ে বেশি হারানো কিডনির ব্যর্থতা হিসাবে বিবেচিত।

কিডনি ব্যর্থতা কিডনির ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে হ্রাস। সময়ের সাথে সাথে এটি আরও খারাপ হয়ে যায় এবং এটি আর সঠিক জায়গায় ফিরে আসে না।

কিডনি যখন ব্যর্থ হয় তখন আপনার শরীরে বর্জ্য এবং অতিরিক্ত তরল তৈরি হয়। এটি কিডনির ব্যর্থতার লক্ষণগুলোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণত কিডনি ব্যর্থতার প্রাথমিক পর্যায়ে কোনোও লক্ষণ থাকে না। যখন এগুলো ঘটে তখন লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে-

১. বিশৃঙ্খলা, ২. প্রস্রাব হ্রাস, ৩. অবসাদ, ৪. মনোযোগ কেন্দ্রীকরণ, ৫. নিশ্চিন্ত পেশী, ৬. আপনার মুখে ধাতব স্বাদ, ৭. বমি বমি ভাব এবং বমি, ৮. ক্ষুধামন্দা, ৯. হৃদরোগ। আপনার গোড়ালি এবং পায়ে রোগ শুরু হয় যা ফুলে উঠে। আপনার ফুসফুসে কফ তৈরির কারণে শ্বাসকষ্ট হওয়া।

### দুর্বলতা (অ্যাসথেনিয়া)

আপনার কিডনিতে প্রগতিশীল ক্ষতি কিডনি ব্যর্থতার কারণ হয়। তাই আপনার কিডনির কাজের জন্য অন্য কিছু নিতে হবে। বিকল্পগুলো হলো- Hemodialysis একটি ডায়ালাইসিস মেশিন আপনার রক্ত ফিল্টার করতে পারে। এটি ডায়ালাইসিস কেন্দ্রে বা বাড়িতে করা যেতে পারে।

### প্রস্রাব করার সময় শরীর ঝাঁকি দেওয়ার কারণ কী?

আসলে পুরুষের শরীরের পুরুষাঙ্গের দু'টি কাজ। একটি হলো ইউরিনেশন অর্থাৎ- দেহ থেকে ইউরিন বের করে দেওয়া আর একটি কাজ হলো জননে সাহায্য করা। তাই এই দু'টি কাজ পৃথক করার জন্য প্রস্রাবের রাস্তার মাঝে একটা ইউরেকথাল ভাল্ড বা গেট থাকে। যার ফলে প্রস্রাব করা যখন শেষ হয় তখন ওই ভাল্ড ক্লোজ হয়ে যায়।

তাই ইউরেকথালে অবশিষ্ট ইউরিনকে দেহের বাইরে বের করার জন্য একটা চাপের প্রয়োজন হয়। যার ফলে একটা খিঁচুনি হয়। প্রস্রাবের বেগ বেশি থাকলে এটা হয়। এটি আসলে আমাদের নার্ভ সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এই ঝাঁকুনিকে যদি কেউ রোগ হিসাবে ভাবেন কিংবা আপনাকে ভয় দেখায় তো সে ভুল করছে। কারণ এটা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যার নাম “পোস্ট ইকচুরিশন কনভালশন”। যার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আর যেহেতু আমাদের শরীরের ভেতর খুব সেন্সেটিভ তাই প্রস্রাবের সময় আমাদের শরীর থেকে কিছু তাপ যখন বেরিয়ে যায়, তখন এই তাপ পূরণের জন্য শরীর ঝাঁকুনি দেয়। যার ফলে তাপমাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়।

এটা যদি আপনার সমস্যা মনে হয় তবে প্রস্রাব করার সময় বসে বসে করুন কিংবা ধীরে ধীরে করুন তাতে এই ঝাঁকুনি আর আসবে না।

### ওযুর অবশিষ্ট পানি পানে কিডনির সুরক্ষা

আমরা জেনে আসছি, কিডনি দেহের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক পদার্থগুলো প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়। এছাড়া কিডনি শরীরের বর্জ্য রক্ত থেকে বের করে দেয়। অপরদিকে পানি, লবণ এগুলোর ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। এতগুলো কাজ যে কিডনি করে আসছে, তাকে সুরক্ষা দিতে ইসলামে পবিত্রতার অন্যতম অনুষঙ্গ ওযু পালন করে অবিস্মরণীয় ভূমিকা। হাদীসগ্রন্থসমূহে রয়েছে, ওযু করার পর অবশিষ্ট পানি পান করা হলে সুস্থ থাকা যায়। এ বিষয়ে ডা. ফারুক আহমদ গবেষণা করে বলেছেন, ওযু করার পর অবশিষ্ট পানি পান করার সুফল প্রথমে কিডনি লাভ করে।

### বৃক্ক সম্পর্কে অজানা তথ্য

১. শরীরে পানির পরিমাণের ভারসাম্য বজায় রাখাই বৃক্কের প্রধান কাজ।
২. বৃক্ক লাখ লাখ সূক্ষ্ম ছাঁকনির (Nephron) সমন্বয়ে গঠিত।
৩. প্রতিটি বৃক্ক ১ থেকে ২ মিলিয়ন নেফ্রন ধারণ করে।
৪. নেফ্রনগুলো প্রতি ৫ মিনিটে প্রায় ৪ লিটার পানি পরিশোধন করতে পারে।
৫. প্রস্রাব জমা রাখার জন্য বৃক্কের পরেই একটি ব্লাডার বা থলি থাকে।
৬. বৃক্কতে অসংখ্য ছোট আকারের সরু যে নল রয়েছে সেগুলো একটার সাথে আরেকটা জোড়া দিলে দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ৪০ মাইল। □



## কবিতা

### এলো কেরে

মোল্লা মাজেদ\*

তোমার প্রভায় দীপ্ত শিখর অতল জলধী রাশি  
পরশ পেয়েই ধন্য জাহান দিবাকর তারা শশী  
মক্কার বুক চিরে আঁধার পৃথিবী পরে  
এলো কেরে জ্যোতি হয়ে আকাশের চাঁদ  
সে মহান হাবিবে ইলাহ নবী মোহাম্মাদ।  
জ্বালিল জ্ঞানের বাতি ফুরালো তিমির রাতি  
কেটে গেল নিমেষেই জাহেলি জুলমাত  
এলো কেরে জ্যোতি হয়ে আকাশের চাঁদ।  
এলো কেরে ধরা ধামে জান্নাতি নূর  
কুরআনের বাণী তার কণ্ঠে মধুর।  
সৃষ্টির সকলি আজি নব রূপে ওঠে সাজি  
বিনয়ে ফেরেশতা রাজি করে ফরিয়াদ  
এলো কেরে জ্যোতি হয়ে আকাশের চাঁদ।

### মার্জনা করো

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক\*

হে প্রভু! তুমি মহান, মহিয়ান মার্জনা করো আমার  
বক্র পন্থার পথিক হয়েছিনু, ভুলেছিনু তোমায়  
তোমায় লাভিবার তরে  
কত দিবস পরে পরে  
নত করেছিনু শির।  
আপন জন ভুলিয়া  
শয়তান সঙ্গী করিয়া  
ত্যাগেছিনু আপনার নীর।  
অপকার বিনা উপকার মিলেনি  
শান্তির লেশ দেখিনাই নয়নে  
অশান্তিতে কেটেছে দিবা রজনী  
পূজেছিনু কত মূর্তি চরণে  
দু'পদ রেখেছিনু দোযখের নায়  
মার্জনা করো আমার।  
মূল্যবান সময় হেলায় হেলায়  
কেটেছে শত বদ আডডায়  
সুখের নিদ্রা হারাম করিয়া

\* বরণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।

\* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

কু-আসরে গেছে নিশি কাটিয়া  
ফি দিন মসজিদে সালাতের হাঁক আসিত  
বুঝিনি তুমি ডাক অহেতুক ছিনু ব্যস্ত  
কর্ণ ছিল কর্ক রুদ্ধ চিত্তে কংকর ঢালাই  
তোমার নিয়ামতে ডুবে আছি বুঝি নাই বুঝি নাই  
সর্বপানে চক্ষু চাহিলে হেরি তোমার কত শান  
মুঞ্চকর সৌন্দর্য্যে গড়েছ ধরা, হে রহিম রহমান।  
সাগর নদী করেছ একসাথ  
কেমনে মাঝখানে রেখেছ তফাত?  
উভয়ের জল কভু হয়নাতো মিশ্রণ  
তোমার মহিমা বড় অসাধারণ।  
তরুতে ধরে সবিতো ফল, ভিনু কেন স্বাদ?  
একই জমিতে ফলাও তুমি হরেক রকম আবাদ  
মানবকে দিলে মহাশক্তি জ্ঞান, পৃথিবীর ওপর  
জীবন ধারণের লাগি করিলে ক্ষুদ্র অণুতে নির্ভর।  
জল তুমি করিছ সৃজন কি ক্ষমতা দিয়া?  
তারে হীনা সমগ্র ধরণী যায় বিনাশ হইয়া  
মানুষ বিনা জল থাকিতে পারে না তো কভু হয় কষ্ট  
এক ফোটা পানি বিনা মানব জীবন নষ্ট।  
হে পরাক্রমশীল প্রভু! তোমাকে চেনা অতি সহজ  
করেছিনু শত ভ্রান্ত পন্থে খোঁজ  
আগে বুঝিনি হায়!  
মার্জনা করো নইলে আমি অসহায়।

সমাপ্ত

### মৃত্যু সংবাদ

বগুড়া জেলা জমঙ্গিয়তে আহলে হাদীসের পাঠাগার  
সম্পাদক ও বাগবাড়ী এলাকা জমঙ্গিয়তে আহলে হাদীসের  
সভাপতি মাওলানা আ.ন.ম জারজিসুল আলম (৫৪) গত  
৩১ জানুয়ারি বুধবার দিবাগত রাতে শহীদ জিয়াউর রহমান  
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়  
মৃত্যুবরণ করেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।  
পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি মাইয়েতের জানাঘা অনুষ্ঠিত হয়।  
জানাযায় উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঙ্গিয়ত ও শুকবানের  
নেতৃবৃন্দ।

তিনি স্থানীয় কালিমাবাদ হাইস্কুলে সহকারি প্রধান শিক্ষক  
হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই  
মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মাইয়েতের  
মাগফিরাতে জন্ম বগুড়া জেলা জমঙ্গিয়তের পক্ষ থেকে  
দু'আর আবেদন করা হয়েছে।

## স্বাস্থ্য সচেতনতা

### বসন্তে রোগবালাই : সতর্ক থাকুন

প্রকৃতিতে এখন বসন্তকাল। শীতের শেষ আর গরমের শুরু মাঝামাঝি সময়টায় আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের শরীরকে নানাভাবে মানিয়ে নিতে হয়। বড়রা এটা যত সহজে পারে, শিশুরা অত সহজে পারে না। তখনই কারণ সর্দি-কাশি কিংবা কারণ অন্য অসুস্থতা দেখা দেয়।

**সাধারণ সমস্যা :** এ সময়ের একেবারে সাধারণ এক সমস্যা হলো ভাইরাসজনিত জ্বর। নাক থেকে পানি পড়া, জ্বর-এসব উপসর্গ তো থাকেই। সারা শরীর ম্যাজম্যাজ করে। গায়ে ব্যথা হয়। অনেক সময় বমি আর পাতলা পায়খানাও হয়। এর চিকিৎসা করা হয় মূলত উপসর্গ অনুযায়ী। ভাইরাসজনিত জ্বরে অবশ্যই প্রচুর তরল জিনিস পান করতে হবে। জ্বর বেশি হলে হালকা গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে গা মুছিয়ে দিন। প্রয়োজনে জ্বরের ওষুধ দিন। শিশুদের প্যারাসিটামলও দিতে হয় ওজন অনুযায়ী। খেয়াল রাখতে হবে, প্রশ্নাব ঠিকঠাক হচ্ছে কি না। বমি হলে অল্প অল্প করে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে পারেন। বেশি অসুস্থ হলে জ্বরের অন্য কারণও খুঁজতে হবে। ডেঙ্গুজ্বর বা করোনা সংক্রমণও দেখা দেয় কাছাকাছি ধরনের উপসর্গ নিয়ে।

**হাঁপানি ও অ্যালার্জিজনিত সমস্যা :** বসন্তে ধুলা ওড়ে, আবার ফুলের রেণুও বাতাসে ঘোরে। তাই হাঁপানির প্রকোপ বাড়ে। ত্বকের অ্যালার্জিও হতে পারে। ধুলাবালি থেকে শিশুদের দূরে রাখা এবং প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার জরুরি। হাঁপানি আছে, আগে থেকে জানা থাকলে এ-সংক্রান্ত উপসর্গ দেখা দিলেই ইনহেলার ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া থাকে। শিশু ইনহেলার নিতে না পারলে প্রয়োজনে স্পেসারের সাহায্য নিতে হবে।

**বসন্তে বসন্ত :** বসন্ত নামের রোগেরও একটা সময় হলো বসন্তকাল। জলবসন্ত হলে সাধারণত ফুসকুড়ির আগেই জ্বর দেখা দেয়। ফুসকুড়িগুলো ভাগে ভাগে আসতে থাকে। খুঁটলে কিছু কিছু পেকেও যায়। শরীর খুব ক্লান্ত লাগে। ছয়-সাত দিন পর ফুসকুড়ি শুকাতে থাকে। ফুসকুড়ি না খুঁটলে স্থায়ী কোনো কালো দাগ পড়ে না।

এ সময় প্রচুর তরল দ্রব্য খেতে হয়। চুলকানোর জন্য ওষুধ প্রয়োজন হতে পারে। ব্যথা ও জ্বরের ওষুধও লাগতে পারে। সুতি, ঢিলেঢালা পোশাক পরানো উচিত। পরিষ্কার পানিতে গোসল করাতে বাধা নেই, তবে সাবান-শ্যাম্পুর ব্যবহার সীমিত রাখাই ভালো। নিত্যব্যবহার্য লোশন বা পাউডারও এ সময় না লাগানোই ভালো। জ্বর শুরু হওয়ার পর অন্তত ছয় দিন (সব ফুসকুড়ি শুকিয়ে আসা অবধি) আইসোলেশন বা সঙ্গনিরোধ দরকার। অত্যন্ত জটিল ক্ষেত্রে জলবসন্তের ভাইরাসের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট (অ্যান্টিভাইরাল) ওষুধ দিতে হয়।

ডায়রিয়াও হতে পারে- নিরাপদ পানি পান করতে হবে। খাবার তৈরিতেও চাই নিরাপদ পানি। ডায়রিয়া হলে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর অবশ্যই খাবার স্যালাইন দিন।

[সূত্র : প্রথম আলো অনলাইন]

### খাবার খেতে গিয়ে মানুষ বিষম খায় কেন?

খাবার খেতে গিয়ে অসতর্কতার কারণে অনেক সময় বিষম খেতে হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে বলে 'চোকিং'। এ রকম ঘটনায় খাবার শ্বাসনালিতে আটকে মৃত্যুর ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে। প্রতিবছর বিশ্বে অনেক লোক বিষম খাওয়ার ঘটনায় মারা যান। তাই এমন ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

**কাদের বেশি হয় :** বিষম খাওয়ার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। গবেষণায় দেখা যায়, ৫ বছরের কম ও ৬৫ বছরের বেশি বয়সী মানুষের মধ্যে এই ঝুঁকি বেশি। এছাড়া যেসব রোগে খাবার গিলতে সমস্যা হয়, যেমন- স্ট্রোক, পারকিনসনস ডিজিজ, সেরেব্রাল পালসি, এপিলেপসি, খাদ্যনালির বিভিন্ন রোগ বা টিউমার ইত্যাদি সমস্যায় বিষমের ঝুঁকি বেশি। অবশ্য স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেও যেকোনো সময় এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে।

**জটিলতা :** বিষম খেলে সাধারণত শুরুতে কাশি হয় বা হেঁচকি ওঠে। তবে খাবার শ্বাসনালিতে আটকে গেলে শ্বাসকষ্ট হয়, কথা বলা আটকে যায়, অক্সিজেন-সরবরাহ বন্ধ হয়ে ফুসফুসের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর মুখ ও ঠোঁট নীল হয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। এমন অবস্থায় মস্তিষ্কসহ শরীরের অন্যান্য অংশে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়, চিকিৎসার ভাষায় যাকে 'হাইপোক্সিয়া' বলে। এ পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসা না করলে রোগীকে বাঁচানো যায় না।

**করণীয় :** কেউ বিষম খেলে আতঙ্কিত না হয়ে মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। অনেক সময় রোগী জোরে কাশি দিলে আটকে থাকা খাবার বেরিয়ে যায়। না হলে, পিঠে চাপড় মেরে বের করার চেষ্টা করতে হবে। পিঠে চাপড় মারার পাশাপাশি পাঁজরের তলায় চাপড় মারলেও খাবার বের হতে পারে। হেইমলিক নামের এক চিকিৎসক নির্দেশিত পদ্ধতি 'হেইমলিক ম্যানিউভার'-এর মাধ্যমে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রতিহত করা যায়। রোগীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ডায়ালফ্রাম অর্থাৎ-পেট ও পাঁজরের সংযোগস্থলে দুহাতে মোচড় দেওয়ার মতো জোরে ধাক্কা দিলে আটকানো খাবার বের হয়ে আসে। এ পদ্ধতি সবার জেনে রাখা উচিত।

**প্রতিরোধ :** খাবার গেলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শুকনা খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে পানি খেতে হবে। একবারে বেশি খাবার মুখে দেওয়া ঠিক নয়। খাওয়ার সময় বেশি কথা বলা ঠিক নয়। [সূত্র : প্রথম আলো অনলাইন]

## গ্যাসের ওষুধ কি সারা বছর খাওয়া যায়

অস্লেের (অ্যাসিড) জ্বালাপোড়াকে গ্যাস্ট্রিক বলা হয়। বাজারে এ রোগের ওষুধের গ্রুপগুলো হলো ওমিপ্রাজল, প্যান্টোপ্রাজল, ইসোমিপ্রাজল, লানসোপ্রাজল, রেবিপ্রাজল এবং অতিসাম্প্রতিক কালের ডোনোপ্রাজান। এসব ওষুধ পাকস্থলীর অল্প প্রশমনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। তবে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার হয় এই ওষুধের। আমরা কারণে-অকারণে যখন-তখন এই ওষুধ খাই। অথচ এতে ভয়ানক বিপদ হতে পারে। দীর্ঘদিন গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ সেবনের কারণে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন-

**নিউমোনিয়া :** এ ওষুধ সেবনে পাকস্থলীর অম্লীয় পরিবেশ বদলে যায়। এতে জীবাণুর বংশবিস্তার সহজতর হয়। বিশেষত হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি নামক একধরনের ব্যাকটেরিয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। এসব জীবাণু একসময় পাকস্থলী থেকে বসত গড়ে ফুসফুসে। ফলে নিউমোনিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়।

**কোষ ক্ষীণত :** এ ওষুধের কারণে গ্যাস্ট্রিন নামক একটি উৎসেচকের (জৈব অনুঘটক) পরিমাণ বাড়তে থাকে। ফলে ওষুধ ছেড়ে দিলে হঠাৎ আবার অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস্ট্রিন নামক উৎসেচকের প্রভাবে একধরনের কোষ ক্ষীণত হয়ে যায়। কালক্রমে সেটি ক্যানসারে রূপ নিতে পারে।

**হাড় ক্ষয় :** গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ সেবনের ফলে অল্পে অল্পে ক্যালসিয়াম শোষণ ব্যাহত হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, দুই সপ্তাহ ওমিপ্রাজল ওষুধ সেবন করলে অল্পে ক্যালসিয়াম শোষণ ৪১ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। ফলে হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়ে। দীর্ঘদিন এমন চলতে থাকলে একসময় হাড় ভেঙে যায়।

**মাংসে কামড়ানো :** দীর্ঘদিন গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ সেবনের ফলে রক্তে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। এর অভাবে মাংসে কামড়ানো ব্যথা, দুর্বলতা, টাটানি, খিঁচুনি, রক্তচাপ বৃদ্ধির মতো ঘটনা ঘটে।

**স্নায়ুবৈকল্য :** দীর্ঘদিন এই ওষুধ সেবনের ফলে ভিটামিন বি-১২-এ ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এর অভাবে রক্তশূন্যতা, স্নায়ুবৈকল্য দেখা দেয়। বিশেষত বয়স্কদের এসব সমস্যা আরও বেশি হতে পারে। দীর্ঘদিন এই ওষুধ সেবনের সঙ্গে স্মৃতিভ্রমের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা।

**কিডনি রোগ :** গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ সেবনের ফলে অ্যাকুইট ইন্টারোস্টেসিয়াল নেফ্রাইটিস নামক কিডনির মারাত্মক ব্যাধি হতে পারে। এই ওষুধ সেবনের প্রথম থেকে শুরু করে ১৮ মাস সময়ের মধ্যে এই ব্যাধি দানা বাঁধতে পারে। এতে ক্ষুধামান্দ্য, বমি, জ্বর, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তক্ষরণ পর্যন্ত হতে পারে। **করণীয়-**

✓ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন করবেন না। চিকিৎসক হয়তো সাময়িক গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিয়েছিলেন, সেটা দিনের পর দিন খাবেন না।

✓ অ্যাসিডিটি বা গ্যাস কমানোর প্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যেমন- অতিরিক্ত তেল-মসলা ও ধূমপান বর্জন, সময়মতো আহার, আহারের পরপরই শুয়ে না পড়া, আহারের সময় বেশি পানি পান না করা ইত্যাদি। □

## সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য কতিপয় করণীয় বিষয়

১. ঈমান ও সংকর্ম দ্বারা জীবনকে সজ্জিত করা এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকা।
  ২. সর্বদা তাওবাহ্-ইস্তিগফার করা এবং প্রয়োজনীয় দু'আ ও যিকরগুলো পাঠ করা।
  ৩. 'ইল্ম (শরিয়তের জ্ঞান) চর্চা করা। 'ইল্ম ছাড়া 'আমল (কর্ম) গোমরাহির দিকে নিয়ে যেতে পারে।
  ৪. মানুষের উপকার করা ও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করা। সে ব্যক্তিই সর্বাধিক সেরা যে অন্যের উপকার করে।
  ৫. বিপদাপদ ও সংকটে মনে সাহস বজায় রাখা।
  ৬. বিপদাপদ ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা। মনে রাখতে হবে, কোনো কিছুই মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে সংঘটিত হয় না।
  ৭. হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ পরায়ণতা থেকে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখা।
  ৮. সৎলোকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ও অসৎ লোকদের সংশ্রব বর্জন করা।
  ৯. জীবন ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এটিকে বেদনা, কষ্ট, হতাশা দিয়ে ভরে না ফেলে আনন্দময় করে তুলুন। মহান আল্লাহর উপর পরম নির্ভরতা জীবনকে সহজ করে দিবে।
  ১০. বৈধ পন্থায় চিত্ত বিনোদন করুন। স্ত্রী-পরিবারের সাথে সময় কাটান। হারাম পন্থায় প্রকৃত সুখ নেই। মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি জীবনকে বিষাদময় করে তুলে।
  ১১. বেশি কথা, বেশি ঘুম, বেশি খাওয়া এবং মনে যা চায় তাই দেখা পরিহার করা। মধ্যম পন্থা অবলম্বন শরীর ও মন উভয়ের জন্য উপকারী।
  ১২. অতিলোভে দুঃশিস্তা বৃদ্ধি পায়। অল্পে তুষ্ট ও মিতব্যয়ী জীবন অনেক তৃপ্তিময়।
  ১৩. পরিচ্ছন্ন পোশাক, সুগন্ধি আর মেদহীন শরীর জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে সহায়ক।
  ১৪. আপনার জন্য যে কাজটি উপযুক্ত সে কাজটি করুন।
  ১৫. কর্ম ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগে করুন। সকল কাজ সাজিয়ে-গুছিয়ে সূচারূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবেন না। অন্যথায় এগুলো আপনার মাথায় দুঃশিস্তা বোঝা হয়ে থাকবে।
- ড. আয়েয আল কারনীর লেখা 'হাদায়েক' গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে, অনুবাদ ও গ্রন্থনায় : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

## الفتاوى والمسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

### জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

**জিজ্ঞাসা (০১) :** আমার অজানা ছোট শিরকের জন্য তাওবার প্রয়োজন আছে কি? না-কি নেক্ ‘আমলের মাধ্যমে তা মোচন হয়ে যাবে?

রায়হান কবীর  
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

জবাব : অজানা ছোট শিরক থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাধারণভাবে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন— (সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৩৬)। আর বেশি বেশি নেক্ ‘আমল করবেন। ইনশা-আল্লাহ এটা আপনার অজানা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে— (সূরা হূদ : ১১৪)। নিম্নের দু’আটি পাঠ করা এ ক্ষেত্রে বেশি উপকারী।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.  
উচ্চারণ : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউয়ু বিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ’লামু। ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা-আ’লামু।” অর্থ : হে আল্লাহ! আমি জেনে বুঝে তোমার সাথে শিরক করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর যা জানিনা, সে বিষয়ে তোমার মাগফিরাত কামনা করছি। (সহীহুল বুখারী- “أُدبُ الْمُرَدِّ”، হা. ৭১৬)

**জিজ্ঞাসা (০২) :** সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ছাড়াও যে সকল ফরয/ওয়াযিব ‘ইবাদত ও কার্যাবলী আছে -তার একটি তালিকা দয়া করে জানাবেন কি?

ফাইজুর রহমান  
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

জবাব : সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জের পূর্বে আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কে, তাঁর দ্বীন আল-ইসলাম ও নবী (ﷺ) সম্পর্কে জানা আবশ্যিক। যেসব বিষয় ইসলাম নষ্ট করে দেয়, তা বিস্তারিত জানা। যেমন- শিরক, কুফর ইত্যাদি। বিশেষতঃ ইসলাম ও জাহিলিয়াত-এর মধ্যকার পার্থক্য, হালাল, হারাম, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর হক্ ইত্যাদি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ওয়াজিব। (সূরা মুহাম্মাদ : ১৯; সূরা আল হুজরা-ত : ১৫; সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ২২৪; সহীহুল জামে’ লিল আলবানী- হা. ৩৮০৮)

**জিজ্ঞাসা (০৩) :** মাগরিব সালাতে মাসবুক পিছে পরা মুসল্লী ইমামকে তাশাহুদ অবস্থায় পেলে তাকে কী করতে হবে? একই সালাতে দু’বারের অধিক তাশাহুদ পড়া যাবে কি?

মাজহারুল ইসলাম  
সিঙ্গাপুর।

জবাব : শুধু মাগরিব নয় যে কোনো সালাতেই মাসবুক পিছে পরা মুসল্লী ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই সালাতে শরীক হবে। যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করবে। দলিল—  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَاْمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُمُوا».

আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) মহানবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন তোমরা ইকামত শুনবে তখন তোমরা সালাত আদায়ের দিকে আসো। এমতাহ্বায় তোমরা ধীর-স্থির ও স্বস্থি অবলম্বন করবে, তাড়াতাড়ি করবে না। অতঃপর ইমামের সাথে সালাতের যতটুকু পাবে তা তার সাথে আদায় করো। আর সালাতে যতটুকু ছুটে যাবে তা নিজে নিজে পূর্ণ করে নাও। (সহীহুল বুখারী- কিতাবুল আযান, হা. ৬৩৬)

দু’রাকআত সালাত আদায় করে তাশাহুদ পড়তে হয়। অতএব মাগরিবের শেষ তাশাহুদ পাওয়ার কারণে মাসবুকের তিনটি তাশাহুদ হয়ে যাবে এবং তা সালাতে ক্রটি হিসেবে গণ্য হবে না।

**জিজ্ঞাসা (০৪) :** আমার দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পর রামাযান মাস এসে যায়। আমি নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে সে সময় রামাযানের সিয়াম রাখতে পারিনি। এটি আজ থেকে ১৭ বছর আগের কথা। বর্তমানে আমার মাঝে এ ক্বাযা সিয়াম আদায় করার প্রবল ইচ্ছা জাগছে। এক্ষণ কিভাবে আমি এ সিয়াম আদায় করব? আর দীর্ঘ বিলম্বের জন্য আমার উপর কোনো কাফফারা আসবে কি? দয়া করে মাসআলাটি দিয়ে আমার এ চিন্তা দূর করবেন।

উম্মে ইকুবাল  
টংগী, গাজীপুর।

জবাব : ক্বাযা সিয়াম পরবর্তী রামাযান মাস আসার আগেই আদায় করতে হয়। ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) পরবর্তী শা’বান মাস তথা রামাযানের আগেই বিগত বছরের ক্বাযা সিয়াম আদায় করতেন। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫০ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৪৬) এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এক রামাযানের সিয়াম অন্য রামাযান আসার আগে আদায় করতে হবে; দ্বিতীয় রামাযান অতিক্রম করা যাবে না। অধিকাংশ ‘আলেম এরূপ বিলম্ব করাকে জায়য মনে করেননি। প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলা

ক্বাযা সিয়াম আদায়ে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। তাই আর বিলম্ব না করে দ্রুত ঐ সিয়ামগুলো আদায় করুন। উল্লেখ্য যে, এ দীর্ঘ বিলম্বের জন্য কাফফার লাগবে কি-না, তা নিয়ে উলামাদের মাঝে ভিন্ন মত রয়েছে। তবে মহাথহু আল-কুরআনে এরূপ শর্তারোপ করা হয়নি, বিধায় কাফফারা লাগবে না- (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৪)। এ বিলম্বের জন্য খালিস নিয়তে তাওবাহ করতে হবে। আশাকরি দয়াময় আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

**জিজ্ঞাসা (০৫) :** নবী'র সৃষ্টি না হলে আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। এরূপ 'আক্বীদাহ পোষণ করা কী? মেহেরবানী পূর্বক জবাব দিয়ে ধন্য করবেন।

মাকসূদ

কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : আমাদের সমাজের কেউ কেউ এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, তা সবই মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জন্যই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এমনকি জিন্ ও ইনসান সবই সৃষ্টি তাঁরই জন্য। এর স্বপক্ষে তারা একটি দলিল দিয়ে থাকেন। আর তা হচ্ছে (নবী [ﷺ] বলেছেন)-

لولاك لما خلقت الافلاك.

“যদি আপনি না হতেন, তা হলে আমি আসমান ও যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না”- (সিলসিলাতুল আহাদীসিস যা'ঈফাহ ওয়াল মাওযু'আ লিল আলবানী- ১/২৮২, বানোয়াট ও দুর্বল হাদীসের সংকলন) নাউযুবিল্লাহ। এটি একটি চূড়ান্ত মিথ্যা কথা। এটা মাওযু' বা বানোয়াট হাদীস।

আর নিজেদের স্বার্থে তৈরি করে যেসব কথা নবীর দিকে মিথ্যা সম্বন্ধ করা হয়, তাই বানোয়াট। আর সেটা বড়ই গর্হিত কাজ।

উপরে উল্লেখিত তথাকথিত হাদীসটি মহান আল্লাহর বাণীর বিপরীত। সেখানে আল্লাহ তা'আলা জিন্ ও ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে ইরশাদ ফরমান :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

“আর আমি জিন্ ও ইনসানকে কেবল আমার 'ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আয যা-রিয়াদ-ত : ৫৬)

ঈমানের দাবি হলো- কুরআনের ফায়সালাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া। কুরআনের সিদ্ধান্তের বিপরীত অবস্থান করা কুফরী। আর ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিলের উপর নির্ভরশীল। অতএব বানোয়াট কথারভিত্তিতে গৃহীত তথাকথিত অলীক বিশ্বাস তাৎক্ষণিক বর্জন করা ঈমানের একান্ত দাবি।

**জিজ্ঞাসা (০৬) :** আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, মানুষ যে বারে জন্ম নেয়, সে বারেই নাকি তার মৃত্যু হয়। দলিল হিসেবে অনেকে বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়। আসলে বিষয়টার হাক্বীকাত কি? জানিয়ে সন্দেহ দূর করবেন।

আনোয়ার হেসেন  
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

জবাব : মানুষ যে বারে জন্ম নেবে, সে বারেই মরণ হবে -একথা সঠিক নয়। আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিতর্ক আছে। মুসলিম জনপদের অধিকাংশের নিকট একথা প্রসিদ্ধ যে, ৫৭০ খ্রি. সোমবার সুবহে সাদিকের পবিত্রক্ষেণে রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম। জন্মের দিন সোমবার -এ ব্যাপারে অধিকাংশের ঐকমত্য রয়েছে। তবে তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। সীরাতে ইবনু হিশামের বর্ণনা মতে লোক সমাজে প্রচলিত যে, ১২ রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মদিন। কিন্তু সন, মাস ও বার ঠিক রেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সেদিন ছিল ৯ রবিউল আউয়াল। আর এটাই বিশুদ্ধতম মত। (আবু রাহীকুল মাখতুম [আরবী]- দারুল মু'আয়েদ, রিয়াদ/৫৪)

১২ রবিউল আউয়ালে তাঁর ওফাত হয় এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কেননা তা স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত। জন্মের তারিখটি বিতর্কিত। তার কারণ হলো- সে সময়ে নবী (ﷺ)-কে না চিনার কারণে তারিখটি স্বয়ত্তে সংরক্ষিত হয়নি। এমনকি এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) হতে কিংবা তাঁর কোনো সাহাবী হতে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। সে কারণে ইতিহাসবেত্তাদের বর্ণনার উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

**জিজ্ঞাসা (০৭) :** আমরা 'আলেমদের মুখে শুনে থাকি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করলে দু'আ কবুল হয়। আসলে একথা কতখানি সত্য, জানিয়ে বাধিত করবেন।

জাকির ইসলাম  
সুরিটোলা, ঢাকা।

জবাব : হ্যাঁ, এ কথা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন : আমি সালাত আদায় করছিলাম। এমতাবস্তায় আবু বকর (রাঃ) ও 'উমার (রাঃ) সমেত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাশরিফ আনলেন। অতঃপর আমি যখন দু'আ করতে বসলাম, প্রথমে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলাম। অতঃপর নবী (ﷺ)-এর প্রতি সালাত পাঠ করলাম। এরপর আমার জন্য দু'আ করলাম। তখন নবী (ﷺ) বললেন : (এইভাবে) মহান আল্লাহর কাছে চাও! অবশ্যই দেওয়া হবে। (আবার

বললেন) চাও দেওয়া হবে। অর্থাৎ- তোমার দু'আ কবুল হবে। (সুনান আত্ তিরমিযী লিল আল-বানী- হা, ৪৮৬, সহীহ)

অপর বর্ণনায় এসেছে- “যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সালাত পেশ না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো দু'আ কবুল হয় না।” (তাবারানী ‘সিলসিলাতুল সহীহাহ্- আল-বানী, হা. ২০৩৫)

অতএব, এ কথা বুঝা যায় যে, দু'আ কবুলের আবশ্যিকীয় শর্তের মধ্যে অন্যতম হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সালাত (দরুদ) পেশ করা।

**জিজ্ঞাসা (০৮) :** কাফির-মুশরিকদের দান কি আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন? আমরা তো অনেক এমন ব্যক্তিকে দান করতে দেখি। কাজেই বিষয়টি দলিল দ্বারা স্পষ্ট করে জানালে উপকৃত হতাম।

আব্দুল্লাহ ওমর হুদয়  
আগানবাব দেউরী, ঢাকা।

জবাব : দান করা বিশেষ ‘ইবাদত। আর ‘ইবাদত কবুলের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো- সঠিক ঈমান। যেহেতু কাফির-মুশরিকদের মাঝে এ শর্ত অনুপস্থিত, তাই তাদের কোনো ‘ইবাদত কবুল হবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَبِرَسُولِهِ﴾

“আর তাদের ব্যয়সমূহ কবুল করতে কোনো বাধা নেই, তবে তারা যেহেতু আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে কুফরী করেছে”- (সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৫৪)। অর্থাৎ- কুফরীর কারণে তাদের দান কবুল হবে না।

**জিজ্ঞাসা (০৯) :** লা ঈলা-হা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে যিক্র করা যাবে কি? বিষয়টি বুঝিয়ে বললে উপকৃত হবে।

আব্দুশ্ শাক্বর  
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

জবাব : যিক্র একটি ‘ইবাদত। আর ‘ইবাদত শ্রেফ আল্লাহ তা'আলার হক্, তা অন্যের নামে করা শিরক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) “লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ” এ অংশকে যিক্রের বাক্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- উত্তম যিক্র হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বাক্যটি শুধু বিশ্বাস বা ঈমানের জন্য; যিক্র এর জন্য নয়। আমরা মহান আল্লাহর বান্দা। কেবল তাঁরই ‘ইবাদত করি। তাই আসুন, তাঁর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তুরীক্বা অনুযায়ী আমল করি। আশাকরি বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

**জিজ্ঞাসা (১০) :** সুদখোর ইমামের পিছনে জেনেশুনে সালাত আদায় করা যাবে কী? দলিলসহ উত্তর প্রদানে বাধিত করবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক  
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

জবাব : সুদ ভক্ষণ করা বা প্রদান করা মারাত্মক কবীর গুনাহ। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখো যে, এটা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ।” (সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭৮-২৭৯)

যাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত-  
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: «هُمُ سَوَاءٌ».

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের লেখক ও সাক্ষী সবাইকে লানত করেছেন এবং তিনি বলেছেন : তারা সবাই সমান। (সহীহ মুসলিম- কিতাবুল রুয্, হা. ১০৬/১৫৯৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৮০৭)

সুদের এমনতর ভয়াবহ পাপ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি, আবার সে ব্যক্তি যদি ইমাম হয়ে থাকেন তার পক্ষে সুদ ভক্ষণ করা কতটা পাপাচারমূলক কর্মকাণ্ড তা সহজেই অনুমেয়। তথাপিও উল্লিখিত অবস্থায় উক্ত ইমামকে নসীহত করা কর্তব্য।

প্রশ্নে উল্লিখিত ইমাম সন্দেহাতীতভাবে সুদ গ্রহণ করে থাকলে তিনি ফাসিক হবেন। তবে তার পেছনে সালাত বৈধ হবে। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইমামের যোগ্য হওয়া মর্মে বলেছেন :

«يَوْمُهُمْ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».

“ক্বওমের ইমাম হবে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের, যিনি অধিক যোগ্য পাঠক।” (সহীহুল বুখারী- হা. ৬৯৪, ১/১৪০)

সাহাবীগণ, যাদের মাঝে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) ছিলেন (আর তিনি সুন্যাহর উপরে অবিচল থাকতে অধিক সতর্ক ও মযবুত ছিলেন) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পেছনে সালাত আদায় করেন। এই মর্মে শাইখ সালিহ আল উসাইমিন বলেন, ইমাম পাপকর্ম করলে তার পাপের দায়ভার তারই থাকবে। (আশ্ শারহুল মুমতি- ৪/৩০৪) □

## প্রচ্ছদ রচনা

# আন্তর্জাতিক র্যাংকিংভুক্ত সৌদি আরবের শীর্ষ দশ ইউনিভার্সিটি

—আব্দুল মোহাইমেন সাআদ\*—

[ষষ্ঠ পর্ব]

### (৯) কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়

সৌদি আরবের খাদ্য ঝুড়ি হিসাবে পরিচিত আল-কাসিম প্রদেশের রাজধানী বুরাইদাতে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে অন্যতম সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীনে রয়েছে কলেজ অফ ইসলামিক শরিয়্যা ল ও ধর্ম নীতিমালা, কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, কলেজ অফ এডুকেশন, কলেজ অফ সায়েন্সেস, কলেজ অফ মেডিসিন, কলেজ অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ভেটেরিনারি, কলেজ অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড প্ল্যানিং, কলেজ অফ ডেন্টিস্ট্রি, কলেজ অফ কম্পিউটার, কলেজ অফ ফার্মেসি, কলেজ অফ নার্সিংসহ প্রায় আটত্রিশটিরও বেশি কলেজ যা দেশটির ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফ্যাশন ডিজাইন, পুষ্টি, খাদ্য বিজ্ঞান, মেডিসিন, সার্জারি, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বমানের স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে সৌদি আরবের খাদ্য ঝুড়ি খ্যাত আল-কাসিম প্রদেশের নামে। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক সৌদি আরবের তৎকালীন শাসক খাদেমুল হারামাইন শরিফাইন ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের আদেশে ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সৌদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এবং কিং সৌদ ইউনিভার্সিটির কাসিম ক্যাম্পাসকে একত্রিত করে প্রতিষ্ঠা করা হয় কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭৫,০০০-এর বেশি। টাইমস হায়ার এডুকেশন (২০২৩)-এর সেরা আরব বিশ্ববিদ্যালয়

পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থান চব্বিশতম। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবছর কাসিম বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বৃত্তি আয়তানধীন সুবিধাসমূহ হলো সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনা করবার সুযোগ, কোর্স চলাকালীন মাসিক ভাতা প্রদান, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ফ্রী আবাসন ব্যবস্থা, ফ্রী মেডিক্যাল সেবা, ফ্রী হজ্জ ও 'উমরাহ পালনের সুযোগ, প্রতি একাডেমিক বছর শেষে দেশে আসা যাওয়ার জন্য ফ্রী এয়ার টিকিট।

### এক নজরে কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়

- \* গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংক (২০২৪) : ৮০১-১০০০।
- \* আরব বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংক (২০২৩) : ২৪।
- \* সৌদি আরব বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংক (২০২১) : ০৯।
- \* ধরণ : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* শিক্ষায়তনিক ব্যক্তিবর্গ : ৩৫০০।
- \* শিক্ষার্থী সংখ্যা : ৭৫,০০০ +।
- \* প্রতিষ্ঠিত সাল : ২০০৪।
- \* স্থান : বুরাইদা আল-কাসিম, সৌদি আরব।

[চলবে ইনশা-আল্লাহ]

## আসুন সচেতন হই

আপনি কি সুস্থ-সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে আগ্রহী? তাহলে—

নিজ দায়িত্বে আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলুন।

আপনার-আমার সদিচ্ছাতেই গড়ে উঠতে পারে— একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, একটি পরিচ্ছন্ন নগর বা শহর।

আসুন! আমরা সচেতন হই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ

\* শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।

বাংলাদেশ জমিদ্বয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত রামাযান-১৪৪৫  
হি./২০২৪ ইং সালের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী  
(ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রামাযান	মার্চ-এপ্রিল			
০১	১২ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৫৩	০৬ : ০৭
০২	১৩ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৫২	০৬ : ০৭
০৩	১৪ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৫১	০৬ : ০৮
০৪	১৫ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৫০	০৬ : ০৮
০৫	১৬ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪৯	০৬ : ০৮
০৬	১৭ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৯
০৭	১৮ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪৭	০৬ : ০৯
০৮	১৯ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৪৬	০৬ : ১০
০৯	২০ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৪৫	০৬ : ১০
১০	২১ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৪৪	০৬ : ১১
১১	২২ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৪৩	০৬ : ১১
১২	২৩ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪২	০৬ : ১১
১৩	২৪ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪১	০৬ : ১২
১৪	২৫ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪০	০৬ : ১২
১৫	২৬ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৩৯	০৬ : ১২
১৬	২৭ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৩৮	০৬ : ১৩
১৭	২৮ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৩৭	০৬ : ১৩
১৮	২৯ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৩৬	০৬ : ১৪
১৯	৩০ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৩৪	০৬ : ১৪
২০	৩১ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৩৩	০৬ : ১৪
২১	০১ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ৩২	০৬ : ১৫
২২	০২ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ৩১	০৬ : ১৫
২৩	০৩ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ৩০	০৬ : ১৫
২৪	০৪ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২৯	০৬ : ১৬
২৫	০৫ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২৮	০৬ : ১৬
২৬	০৬ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ২৭	০৬ : ১৭
২৭	০৭ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ২৬	০৬ : ১৭
২৮	০৮ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ২৫	০৬ : ১৮
২৯	০৯ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ২৪	০৬ : ১৮
৩০	১০ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ২৩	০৬ : ১৯

(আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, ইসলামিক ফাউন্ডার ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সাইন্স, করাচী, সলাত টাইম এর সময় সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত)



৬৫ বর্ষ ॥ ২১-২২ সংখ্যা ❖ ১৯ ফেব্রুয়ারি- ২০২৪ ঈ. ❖ ০৮ শাবান- ১৪৪৫ হি.

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য ঢাকার পূর্বে (-) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৫৪ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৪৮ সে.	(-) ০০ মি. ৩০ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
০৩	গাজীপুর	(-) ০০ মি. ০৬ সে.	(-) ০০ মি. ১৮ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০৩ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ১৮ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
০৫	নরসিংদী	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৩৬ সে.	(-) ০০ মি. ২৪ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৪ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(-) ০০ মি. ৪৮ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(-) ০২ মি. ০০ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
১১	নেত্রকোনা	(-) ০০ মি. ৫৪ সে.	(-) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	(-) ০০ মি. ২৪ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ১৮ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.	৪৬	পটোয়াখালী	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪৭	বরগুনা	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ১২ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	৪৮	ভোলা	(-) ০০ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ৩৬ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(-) ০৬ মি. ২৪ সে.	(-) ০৪ মি. ৫৪ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(-) ০৭ মি. ৫৪ সে.	(-) ০৬ মি. ২৪ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ১২ সে.
২০	খাগড়াছড়ি	(-) ০৭ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ১২ সে.	৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.
২১	বান্দরবন	(-) ০৮ মি. ০৬ সে.	(-) ০৬ মি. ১৮ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
২২	কক্সবাজার	(-) ০৭ মি. ১৮ সে.	(-) ০৪ মি. ৪২ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
২৩	নোয়াখালী	(-) ০৩ মি. ১৮ সে.	(-) ০২ মি. ১৮ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৪	ফেনী	(-) ০৪ মি. ৩০ সে.	(-) ০৩ মি. ৩৬ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(-) ০২ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৭ মি. ৩৬ সে.
২৬	কুমিল্লা	(-) ০৩ মি. ২৪ সে.	(-) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
২৭	চাঁদপুর	(-) ০১ মি. ৩০ সে.	(-) ০০ মি. ৫৪ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(-) ০২ মি. ৫৪ সে.	(-) ০৩ মি. ০৬ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.
২৯	সিলেট	(-) ০৫ মি. ৩০ সে.	(-) ০৬ মি. ৪২ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ২৪ সে.	(-) ০৪ মি. ৪৮ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(-) ০৫ মি. ১৮ সে.	(-) ০৬ মি. ০০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(-) ০৪ মি. ২৪ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ১১ মার্চ-২০২৪ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত  
টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

# দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

## মার্চ

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫:০১	০৬:২০	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০২	০৭:৩২
০২	০৫:০০	০৬:১৯	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০৩	০৭:৩৩
০৩	০৪:৫৯	০৬:১৮	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০৩	০৭:৩৩
০৪	০৪:৫৯	০৬:১৭	১২:১১	০৩:৩২	০৬:০৩	০৭:৩৩
০৫	০৪:৫৮	০৬:১৭	১২:১১	০৩:৩২	০৬:০৪	০৭:৩৪
০৬	০৪:৫৭	০৬:১৬	১২:১১	০৩:৩২	০৬:০৪	০৭:৩৪
০৭	০৪:৫৬	০৬:১৫	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৫	০৭:৩৫
০৮	০৪:৫৫	০৬:১৪	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৫	০৭:৩৫
০৯	০৪:৫৪	০৬:১৩	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৬	০৭:৩৬
১০	০৪:৫৩	০৬:১২	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৬	০৭:৩৬
১১	০৪:৫২	০৬:১১	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৭	০৭:৩৭
১২	০৪:৫১	০৬:১০	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৭	০৭:৩৭
১৩	০৪:৫০	০৬:০৯	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৭	০৭:৩৭
১৪	০৪:৪৯	০৬:০৮	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৮	০৭:৩৮
১৫	০৪:৪৮	০৬:০৭	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৮	০৭:৩৮
১৬	০৪:৪৭	০৬:০৬	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৯	০৭:৩৯
১৭	০৪:৪৬	০৬:০৫	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৯	০৭:৩৯
১৮	০৪:৪৫	০৬:০৪	১২:০৭	০৩:৩২	০৬:১০	০৭:৪০
১৯	০৪:৪৪	০৬:০৩	১২:০৭	০৩:৩২	০৬:১০	০৭:৪০
২০	০৪:৪৩	০৬:০২	১২:০৭	০৩:৩১	০৬:১০	০৭:৪০
২১	০৪:৪২	০৬:০১	১২:০৬	০৩:৩১	০৬:১০	০৭:৪০
২২	০৪:৪১	০৬:০০	১২:০৬	০৩:৩১	০৬:১১	০৭:৪১
২৩	০৪:৪০	০৫:৫৯	১২:০৬	০৩:৩১	০৬:১২	০৭:৪২
২৪	০৪:৩৯	০৫:৫৮	১২:০৬	০৩:৩১	০৬:১২	০৭:৪২
২৫	০৪:৩৮	০৫:৫৭	১২:০৫	০৩:৩১	০৬:১২	০৭:৪২
২৬	০৪:৩৭	০৫:৫৬	১২:০৫	০৩:৩১	০৬:১৩	০৭:৪৩
২৭	০৪:৩৬	০৫:৫৫	১২:০৫	০৩:৩১	০৬:১৩	০৭:৪৩
২৮	০৪:৩৫	০৫:৫৪	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:১৩	০৭:৪৩
২৯	০৪:৩৪	০৫:৫৩	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:১৪	০৭:৪৪
৩০	০৪:৩৩	০৫:৫২	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:১৪	০৭:৪৪
৩১	০৪:৩১	০৫:৫১	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:১৫	০৭:৪৫

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম গ্রন্থ আন্তর্জাতিক  
র্যাংকিং ডুস্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাথে সনাদশন্য  
শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

# মাদরাসাতুল হাসানাহ

## ভর্তি চলছে

আপনার  
সোনামণির  
সুশিক্ষার  
নিরাপদ  
ঠিকানা

আবাসিক  
অনাবাসিক  
ডে-কেয়ার

আমাদের  
নিয়মিত  
আকাডেমিক  
প্রোগ্রাম

▲ তাহফীজুল কুরআন  
মক্তব। নাজেরা। হিফজ। রিভিশন

▲ ইসলামী শিক্ষা বিভাগ  
হিফজসহ প্লে-অপ্তম শ্রেণি  
(ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)

▲ উন্নুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম  
আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স  
ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স  
কুরআন শিক্ষা  
দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

বালক ও বালিকা  
পৃথক ঞাথা

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম  
Adjunct Faculty  
Manarat International University,  
Former Faculty  
King Khalid University &  
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।  
01894762337, 01973936173

লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক  
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক  
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক  
লা-শারীকা লাক



ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা  
প্রদানের মানসিকতা নিয়ে  
আপনার কাজিত স্বপ্ন  
হজ্জ পালনে আমরা  
আন্তরিকভাবে আপনার  
পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর  
হাজীদের ভালোবাসায়  
আমরা সফলতা ও  
সুনামের সাথে  
পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী  
**মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ**

কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।  
খতীব, পেয়লাওয়াল্লা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা  
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

### আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- ❑ রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্জ পালন।
- ❑ সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- ❑ হজ্জ ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্জ ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- ❑ প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্জ গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ।
- ❑ হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- ❑ মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- ❑ হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- ❑ খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।



# মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস



সরকার অনুমোদিত হজ্জ, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্জ লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়্যাপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com  
www.facebook.com/holyairservice